দশমঃ স্কন্ধঃ

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্॥

১। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—হেমন্তে প্রথমে মাসি (অগ্রহায়ণে) নন্দব্রজকুমারিকাঃ হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চন ব্রতং চেরুঃ (অনুষ্ঠিতবত্য)।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস অগ্রহায়ণে শ্রীনন্দব্রজের অল্পবয়স্কা গোপ কুমারীগণ হবিষান্ন-ভোজন-নিয়মনিষ্ঠ হয়ে কাত্যায়ণী অর্চন ব্রত আরম্ভ করে দিলেন।

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং প্রায়ো ব্রজান্তরাদাগতানাং ব্যূঢ়ানাং পূর্ব্বানুরাগং শরৎ-প্রসঙ্গে বর্ণয়িত্বা হেমন্ত-প্রসঙ্গে কুমারীণাং পূর্ব্বানুরাগপ্রক্রিয়ামাহ—হেমন্ত ইত্যাদিনা ব্রজমিত্যন্তেন। তদিদং বর্গদ্বয়ং শ্রীহরিবংশে বিবিক্তম্—'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ' ইত্যনেন। নন্থ 'তত আরভ্য নন্দস্য' (শ্রীভা০ ১০।৫।১৮) ইত্যাদিনা শ্রীরাধিকাদীনাং পরমরমাত্বং স্থাপিতম্। 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৬।৩৬) ইত্যনেন চ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য তদেকপ্রেয়সীত্বং দর্শিতম্, 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ' (শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদিনা দর্শয়িষ্যতে চ; 'দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্' (শ্রীভা০ ১০।২১ ৯) ইত্যনেন চ তদেব দৃঢ়ীকৃতম্। রাসপ্রসঙ্গে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি চ বক্ষ্যতে। আগমে চান্যাস্পৃষ্টতন্নিত্যপ্রেয়সীত্বেন চ তদুপাসনা বিধীয়তে। শ্রীমদ্দশাক্ষরস্য তন্নামব্যাখ্যাসু গৌতমীয়ে শ্রীনারদেন গোপিকানাং পতিরেবেতি পর্য্যাপণং কৃতম্। শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫ ৬৭)—'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ', ইত্যাদিনা তথৈব নিশ্চীয়তে; তাপনীশ্রুতৌ চ—'স বো হি স্বামী ভবতি' ইতি তদেব সাক্ষাৎ শ্রূয়তে; তথা 'যদ্ধামার্থসুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫) ইত্যাদিনা তৎপিতৃভিঃ শ্রীকৃষ্ণাদন্যত্র তদেক-যোগ্যানাং তাসাং দানং ন শ্রদ্দীয়তে, দানে চ সতি 'জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ' (শ্রীভা০ ১০।৫২।৪৩) ইত্যাদি-শ্রীরুক্মিণীবচনবত্তদেকালম্বনং জীবনমপি ন সম্ভাব্যতে। অন্যপুরুষসম্বন্ধেন সুতরাং তর্হি কথমুচ্যতে ব্যূঢ়ানাং-

মিতি ? অত্র সমাধীয়তে—তত্তচ্ছ্রুত্যর্থানুপপত্ত্যার্থাপত্তিপ্রমাণেন লীলাশক্ত্যৈব মায়াদি-দ্বারা মিথ্যৈব তৎ প্রপঞ্চিতম্। যত্র তৎপিতরঃ, তাশ্চ সর্ব্বে ব্রজবাসিনশ্চ তথাভূতা ভ্রান্তা বভূবুঃ ; তথাপি স্বাভাবিকবাসনা-ময্যা শ্রীকৃষ্ণৈকপত্যাশয়া তা অপি জীবনং ররক্ষুঃ, পুরুষারন্তরসম্বন্ধশ্চ তাসাং সদৃক্কল্পনয়া মায়য়ৈব নিবা-রিত ইতি লভ্যতে। তথা চ 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥' (শ্রীভা০ ১০।৩৩।৩৭) ইত্যুপলক্ষণীকরিষ্যতে, তদেতদপি 'যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে, তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ' (শ্রীভা০ ১০।৩২।২০) ইতিবত্তাসাং উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব। অত্র চ ব্যূঢ়া কুমারী-ভেদেন দ্বিবিধা স্থিতিস্তু বৈচিত্রীপোষার্থমেবেতি দিক্। রাসপ্রসঙ্গে তু বিশেষতঃ স্থাপয়িষ্যতে। অথ প্রস্তুত-মনুসরামঃ। 'শ্রীনন্দস্য ব্রজে যা কুমারিকাঃ' ইত্যৌদাসীন্যেনৈব নির্দ্দেশাৎ সগোত্রসপিণ্ডত্বাদি-সম্বন্ধরহিতা গৃহীতাঃ, পাঠান্তরে চ 'শ্রীমন্নন্দস্য যে গোপাস্তেষাং কুমারিকাঃ' ইতি স এবার্থঃ। তদুক্তং 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ' ইতি। কন্-প্রত্যয়ো বাল্লবিবক্ষয়াঽল্পার্থে, কাত্যায়নী বৈষ্ণবী শক্তিস্তস্যা অর্চ্চনরূপং ব্রতম্॥ জী০ ১॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে প্রায় ব্রজের ভিতর থেকে আগত বিবাহিত গোপীদের পূর্বানুরাগ শরৎ-প্রসঙ্গে বর্ণনা করে হেমন্ত প্রসঙ্গে কুমারীদের পূর্বানুরাগ পদ্ধতি বলা হচ্ছে—হেমন্ত ইত্যাদি দ্বারা, শেষে ব্রজ এই কথায়। এই শ্রেণীদ্বয় শ্রীহরিবংশে সতন্ত্রভাবে এই শ্লোকে দেখান হয়েছে, যথা—"কালবিৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসপ্রসঙ্গে বিবাহিতা যুবতীগোপী ও গোপকন্যাগণকে রাসস্থলীতে একত্র করেছিলেন"। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা "শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল থেকে নন্দব্রজ পরমালক্ষ্মী শ্রীরাধাদি গোপীদের বিহারস্থল হয়েছিল"—(শ্রীভা০ ১০।৫।১৮) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধিকাদি যে মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী তা স্থাপিত হল। "যে পদরেণু লাভের আশায় লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেছিলেন কিন্তু পান নি"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৬) এই শ্লোকের শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অদ্বিতীয় প্রেয়সী যে ব্রজের এই রাধাদিই তা দেখান হয়েছে। "রাসক্রীড়া প্রসঙ্গে গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে যাদৃশ অনুগ্রহ করেছিলেন তাদৃশ অনুগ্রহ লক্ষ্মীদেবীও পান নি"—(ভা০ ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদি শ্লোকেও দেখান হবে। "বেণু কি তপস্যা করেছিল যে একমাত্র গোপীগণে-রই উপভোগ্য দামোদরের অধরসুধা সে যথেচ্ছ পান করছে"—(শ্রীভা০ ১০।২১।৯) এই শ্লোকেও সেই কথাই দৃঢ়ীকৃত হয়েছে। রাসপ্রসঙ্গে গোপীগণকে 'কৃষ্ণবধূ'ও বলা হয়েছে। আগমেও এই গোপীগণকে অন্যের অস্পৃষ্ট এবং কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী স্বরূপে তঁদের উপাসনার বিধান দেওয়া হয়েছে। শ্রীমৎ দশাক্ষর মন্ত্রের কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যাতে গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীনারদ কৃষ্ণকে গোপীকাগণের পতি বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে (৫।৬৭) "শ্রীবৃন্দাবনে মহালক্ষ্মী ব্রজসুন্দরীগণই কান্তা আর সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দই কান্ত।" ইত্যাদি দ্বারা সেইরূপই নিশ্চয় করা হয়েছে। এবং তাপনি শ্রুতিতে "শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের স্বামী।" এইরূপে এই কথাটা সাক্ষাৎ-ই শুনা যায়। তথা "যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ-নিজ প্রিয় দ্রব্য দেহ-প্রাণ-মন-পুত্র আপনার প্রীতির নিমিত্ত, সেই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিতে পারেন।"—(শ্রীভা০ ১০।৪৬।৩৫) এই শ্লোকে বুঝা যাচ্ছে এই গোপীদের পিতাদের কৃষ্ণ ছাড়া অন্যত্র একমাত্র কৃষ্ণেরই যোগ্য এই গোপীদের দান করতে শ্রদ্ধাই হবে না। দান করলেও "যদি আপনার কৃপালাভ না করি তা

হলে ব্রতোপবাসাদি দ্বারা কৃশ হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করতে করতে শতজন্ম পরেও আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।"—(শ্রীভা০ ১০।৫২।৪৩) ইত্যাদি রুক্মিণী-বচনবৎ একমাত্র কৃষ্ণই যাঁদের আশ্রয় সেই গোপীগণের জীবনই সম্ভব হবে না। সুতরাং অন্যপুরুষ সম্বন্ধে তা হলে কেন বলা হচ্ছে 'বূঢ়ানাং' অর্থাৎ বিবাহিতা গোপীগণের? এখানে সেই সেই শ্রুতির অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতির সমাধান অর্থাপত্তি (অনুমান বিশেষ) প্রমাণের দ্বারা হয়—লীলাশক্তিই মায়াদি দ্বারা মিথ্যারূপেই ঐ বিবাহ প্রপঞ্চিত করেন। এ বিষয়ে গোপীদের পিতাগণ ও সেই সব ব্রজবাসিগণ তথাভূত ভ্রান্ত হলেন। স্বাভাবিক বাসনাময়ী শ্রীকৃষ্ণৈক পতি-আশায় এই গোপীগণও জীবন রক্ষা করেন। এবং তাঁদের পুরুষান্তর সম্বন্ধ সজ্ঞান-কল্পনা-মায়াদ্বারা নিবারিত হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত আসে। এবং এরূপ ভাগবতেও দেখা যায়, যথা—"কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রজগোপীদের পতি শাশুড়ী ননদাদি সকলে তাঁদিকে নিজ নিজ পাশেই অবস্থিত আছে মনে করে কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন না।"—(শ্রীভা০ ১০।৩৩।৩৭)। পাশেই যখন আছে তখন কৃষ্ণের কাছে যায় নি, এরূপ কল্পনা করে নিল পতি প্রভৃতি সকলে শব্দের লক্ষণা বৃত্তিতে। এই মায়া বিবাহাদিও প্রপঞ্চিত হল, কৃষ্ণ-মিলনে বাধা সৃষ্টি দ্বারা গোপীদের উৎকণ্ঠা বর্ধনের জন্য, যথা—"লব্ধ অর্থ বিনষ্ট হলে লোকে সেই চিন্তাতেই সর্বদা আকুল থাকে ক্ষুৎ-পিপাসাদি পর্যন্ত ভুলে যায়, সেইরূপ আমি দূরে দূরে থাকি নির্বেদ দৈন্যাদি বৃদ্ধি-ক্রমে উৎকণ্ঠার চরমদশায় পৌঁছিয়ে প্রেমকে উচ্ছলিত করে উঠানোর উদ্দেশ্যে।"—(শ্রীভা০ ১০।৩২।২০)। এ বিষয়েও বিবাহিতা ও কুমারী ভেদে গোপীদের দুইরকম অবস্থিতি বৈচিত্রী পোষণের জন্যই, ইহাই এ সম্বন্ধে দিক্ দর্শন। রাসপ্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

অতঃপর প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করা যাক্। **নন্দব্রজকুমারিকাঃ**—'শ্রীনন্দের ব্রজে যেসব কুমারিকা'—এইরূপে সম্পর্কশূন্যভাবে নির্দেশ করা হেতু এখানে এইরূপ অর্থ গ্রহনীয়, যথা—শ্রীনন্দের সহিত এদের সগোত্র-সপিণ্ডত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ কিছু নেই। এবং পাঠান্তরে—'শ্রীনন্দের যেসব গোপ, তাদের কুমারিকা' এখানেও একই অর্থ, সেই হেতু বলা হয়েছে—'যুবতী গোপকন্যাগণও'। এখানে 'কুমারিকা' পদে কন্-প্রত্যয় অল্পার্থে, কারণ এখানে এই গোপকুমারীগণ যে অল্প বয়স্কা তাই বলা হচ্ছে, **কাত্যায়ন্যর্চন ব্রতম্**—'কাত্যায়নী' বৈষ্ণবীশক্তি, তাঁরই অর্চনরূপ ব্রত ॥ জী০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দ্বাবিংশে চণ্ডিকাপূজা গোপীভির্বাসসাং হৃতিঃ। সংলাপো বরদানন্তু স্তুতিঃ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতে॥ বূঢ়ানাং শরদি কৃষ্ণানুরাগং বর্ণয়িত্বা অনূঢ়ানামপি গোপীনাং তমনুবর্ণয়ংস্তাসাং নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেয়সীভাবানামপি কৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনয়া লোকরীত্যৈব হেমন্তে দেবীপূজামাহ—হেমন্তে ইতি। প্রথমে মার্গশীর্ষে তাসাং কৃষ্ণকান্তানাং ভেদদ্বয়মিদং শ্রীহরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মপুরাণাদাবপি দৃষ্টম্ "যুবতী-র্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবি"দিত্যাদিভিঃ॥ বি০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ২২ অধ্যায়ে কীর্তন করা হয়েছে—কাত্যায়নী পূজা, গোপীদের বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণের সহিত গোপীদের সংলাপ, গোপীদের কৃষ্ণকর্তৃক বরদান। কৃষ্ণ কর্তৃক বৃক্ষদের স্তুতি।

২। আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্॥
৩। গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥

২-৩। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ, উদিতে চ অরুণে কালিন্দ্যাঃ অম্ভসি (জলে) আপ্লুত্য জলান্তে (জলনিকটে) সেকতীং (বালুকাময়ীং) প্রতিকৃতিং (কাত্যায়নী-প্রতিমাং) কৃত্বা সুরভিভিঃ গন্ধৈঃ মাল্যৈঃ ধূপাদীপকৈঃ বলিভিঃ (উপকরণৈঃ) প্রবালফল তণ্ডুলৈঃ উচ্চাবচৈঃ (বিবিধৈঃ) উপহারৈঃ দেবীং আনর্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ)।

২-৩। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! এই ব্রজকুমারীগণ প্রত্যহ প্রভাতে যমুনাজলে স্নান করত যমুনাজল তটেই বালুকাময়ী কাত্যায়নী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পূর্বক অর্চন করতে লাগলেন—সুগন্ধী মাল্য-গন্ধ-বস্ত্র-ধূপ-দীপ-নবপল্লব-ফল তণ্ডুলাদি বিবিধ উপচারের দ্বারা।

শ্রীরাধাদি বিবাহিতা গোপীদের শারদীয় কৃষ্ণানুরাগ বর্ণন কবার পর অবিবাহিতা হলেও কৃষ্ণকথা বর্ণনকারিণী সেই নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সী ভাবনাময়ী ধন্যাদি গোপিদেরও কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় লোকরীতিতে হেমন্ত ঋতুতে কাত্যায়নী দেবীর পূজা বলা হচ্ছে—হেমন্তে ইতি। হেমন্ত কালের প্রথম মাস অগ্রহায়নে যে সব নন্দব্রজকুমারীর কথা বলা হল, তাদের থেকে কৃষ্ণ কান্তা রাধাদির যে ভেদ তা শ্রীহরিবংশে, বিষ্ণু-পুরাণে, ব্রহ্মপুরাণাদিতেও দৃষ্ট হয়, যথা—"যুবতী গোপকন্যারাও রাত্রিতে একত্র হয়ে কালবিৎ" ইত্যাদি কথায়॥ বি০ ১॥

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তাসাং তাদৃশীং তদনুরাগচেষ্টাং দর্শয়ংস্তচ্চিকীর্ষূন্ জনা-নপি বোধয়ন্ তৎপ্রকারমেবাহুঃ—আপ্লুত্যেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। তত্র আপ্লুত্যেতি যুগ্মকম্। অম্ভসীত্যাদিনা হেমন্তব্রতে কৃচ্ছ্রং দর্শিতম্। কালিন্দ্যা এব জলান্তে অদ্যাপি ষট্টবাসিনী-দেবীনাম্না প্রসিদ্ধে ব্রজঘট্টে। অরুণে সূর্য্যসারথৌ, দেবীং কাত্যায়নীং সৈকতীং প্রতিকৃতিং কৃত্বা তদভিন্নত্বেন প্রতিষ্ঠাপ্য ইত্যর্থঃ। সৈকতী-মিত্যচিরাৎ সাধ্যসাধনত্বেন। হে নৃপ ইতি 'অপ্রাপ্তযৌবনা অপীদৃশেন রাগেণ ভজন্তি' ইতি বিচারয় শ্রীকৃষ্ণমোহনতামিতি ভাবঃ। সুরভিভিরিতি যথাপেক্ষং সর্ব্বৈরপি যোজ্যং, বহুত্বং তত্তদ্বাহুল্যাৎ। বলিভি-র্বস্ত্রভূষণ-নৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ উচ্চাবচৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈস্তৈঃ; তানেবাহ—প্রবালেতি। অত্র ক্রমভঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণ-হৃতমনস্ত্বাৎ তাসাং তদ্বিস্মৃতেঃ শ্রীবাদরায়ণেরেব বা তদ্বৃত্ত-কথনে সম্মোহাৎ॥ জী০ ২-৩॥

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কুমারীদের তাদৃশী অনুরাগ চেষ্টা দেখাবার পর সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু জনদেরও বুঝাবার জন্য সেই অর্চনের বিধিও বলা হচ্ছে—আপ্লুত্য ইত্যাদি সাড়ে তিন শ্লোকে। আপ্লুত্য ইত্যাদি দুইটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। **অম্ভসি ইত্যাদি**—'অরুণোদয় কালে যমুনার জলে স্নান' ইত্যাদি কথায় হেমন্তের অর্থাৎ শীতকালের ব্রতে কৃচ্ছ্র সাধন দেখান হল। **কালিন্দ্যা জলান্তে**—যমুনা জল তটেই, কারণ অদ্যাপি ষট্টবাসিনী দেবীনামক প্রসিদ্ধ কাত্যায়নী দেবী ব্রজঘট্টে

৪। কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং-চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥

৪। **অন্বয়ঃ** তাঃ কুমারিকাঃ [হে] মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, কাত্যায়নি, দেবি নন্দ-গোপসুতং (শ্রীকৃষ্ণং) মে (মম) পতিং কুরু, তে (তুভ্যং) নম ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যঃ পূজাং চক্রুঃ (কৃতবত্যঃ)।

৪। **মূলানুবাদঃ** হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! নন্দ-গোপ সুতকে আমার পতি করে দিন। আপনাকে প্রণাম। এই মন্ত্র জপ করে কুমারীগণ পূজা করতে লাগলেন।

বিরাজমানা আছেন। **উদিতে অরুণে**—সূর্যসারথি উদিত হলে, **দেবীম্**—কাত্যায়নী দেবী **সৈকতীম্**—বালুকাময়ী **প্রতিকৃতিং কৃত্বা**—কাত্যায়নীদেবীর অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা করে, এরূপ অর্থ। 'সৈকতীম্' বালুকময়ী করবার কারণ অবিলম্বে সাধ্য-সাধনত্ব হেতু। **হে নৃপ**-এই সম্বোধনের ধ্বনি,'এই কুমারীগণ অপ্রাপ্ত যৌবনা হলেও এইরূপ অনুরাগের সহিত ভজন করছে' হে রাজন্ একবার বুঝে দেখ শ্রীকৃষ্ণের মোহনতা, এরূপ ভাব।

সুরভিভিঃ ইতি—গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপ সব কিছুর সঙ্গেই এই 'সুগন্ধী' শব্দটি যুক্ত হবে—বহু-বচনে 'সুরভি' শব্দটি বলার কারণ সুগন্ধের বাহুল্য। **বলিভিঃ**—বস্ত্র-ভূষণ-নৈবেদ্যাদি উপাচারের দ্বারা। **উচ্চাবচৈঃ**—অন্যান্য বিবিধ উপাচারের দ্বারা। এই অন্যান্যেরও নাম করা হচ্ছে, প্রবাল ইতি। এখানে উপাচার বলতে গিয়ে ক্রমভঙ্গ (প্রথমেই 'আসন' দিতে হয় শাস্ত্র অনুসারে) হল, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাদের মন চুরি যাওয়ায় তাদের সেই সবের বিস্মৃতি হেতু। অথবা, শ্রীশুকদেবের এই ঘটনা কথনে সম্মোহ হেতু॥ জী০ ২-৩॥

২-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বলিভির্বস্ত্রভূষণনৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ॥ বি০ ২-৩॥

২-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বলিভিঃ**—বস্ত্রভূষণ নৈবেদ্যাদি উপাচারের দ্বারা॥ বি০ ২ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** কাত্যেতি সার্দ্ধকম্। কাত্যায়নীতি—তন্মুনিবংশপ্রকাশ-কত্বাৎ মহাধর্ম্মদাতৃত্বং সূচিতম্। হে মহামায়ে! হে শ্রীভগবতো মহাশক্তিরূপে! ইত্যভীষ্টপ্রাপ্তিযোগ্যাং শক্তিমস্মভ্যমপি দাতুং সমর্থঃ। অত্র কাপি দুর্ঘটতা চেত্তত্রাপ্যাহুঃ—হে মহাযোগিনি দুর্ঘটঘটনাসমর্থে! 'নন্বন্যাং কাঞ্চিদ্দেবতাং ভজধ্বম্' ইতি স্বনিষ্ঠাং পরীক্ষমাণাং প্রত্যাহুঃ—হে অধীশ্বরি, ন ত্বত্ত ঊর্দ্ধং কাচি-দ্দেবতা বত্যর্থঃ। নন্দগোপসুতং শ্রীমন্নন্দরাজ-কুমারমিতি—নিজভাবানুরূপালম্বননির্দ্দেশঃ, তেন তস্যৈব সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন স্ফুরণমপি সূচিতম্। অত্র নন্দেতি সাক্ষান্মহাগুরুনামগ্রহণং, গোপেতি বিশেষণঞ্চ তত্তচ্ছ-ব্দস্যান্যগতিত্বশঙ্কয়া। নন্বু, তৎপ্রাপ্তয়ে তমেবারাধয়ত, তত্রাহুঃ—হে দেবি ক্রীশ্বারসাভিজ্ঞে! তদর্থং সাক্ষাৎ

তৎপ্রার্থনং ন রসাবহমিতি জানাস্যেবেত্যর্থঃ। মে ইত্যেকত্বং প্রতি স্বং পৃথগ্‌জপাদিতি এতং মন্ত্রম্, অতঃ প্রাক্ সিদ্ধ এবাসৌ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ-পতিপ্রদো মন্ত্রঃ, ততশ্চাস্যা দেব্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বমেব মন্তব্যং, ন বহিরঙ্গ-জগৎকারণশক্তিত্বং পূর্ব্বস্যাঃ,'ন বিষ্ণুনা বিনা লক্ষ্মীর্ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা'ইতি ভগবদৈক্যাৎ; উত্তরস্যাঃ 'যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বস্থিত্যপ্যয়োদয়াঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮৫।৩১) ইত্যাদিনা তদপেক্ষয়াতিতুচ্ছত্বাৎ ; 'যাতীত-গোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞানাপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্॥ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মা যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥' ইতি বিষ্ণুপুরাণপদ্যাভ্যাং তাদৃশভেদপ্রাপ্তেঃ ; তথা চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে—'জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥ যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥ একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥ অস্যাঃ আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥' ইতি। অতঃ প্রথমৈ-বাষ্টাদশাক্ষরাদ্যধিষ্ঠাত্রীতি গম্যতে। দুর্গা-মহামায়েত্যাদি-নামাদিসামান্যেনৈব তু ভ্রমো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ; অথবা মন্ত্রেঽস্মিংস্তৃতীয়ঃ পাদো নিজাভীষ্টনাম্না যোজ্য ইত্যেব বিধিঃ স্যাৎ। ততো ব্রজস্য লোকবল্লীলত্বাৎ মায়োপাসনমেব লভ্যতে, তাসাঞ্চ পরমপ্রেমোল্লাস-বিলসিতমেব তথোপাসনং প্রেম্ণৈব চ, তথা তৎপ্রাপ্তির্ন তথোপাসনেন ইতি বিবেক্তব্যম্। অত্র কেচিদনন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে, তে ন তদীয়প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি, সর্ব্বত্র শুদ্ধভগবৎপ্রেমৈব হি পুরুষার্থঃ। সর্ব্বমনন্যদৈবতোপাসনাদিকন্তু তৎসাধনমেতি শ্রীমদ্ভাগ-বতসিদ্ধান্তঃ। স চ তাসাং সিদ্ধঃ, সর্ব্বসমুদ্রিক্তশ্চেতি কিং সাধনবিচারেণ ? পরমসাধ্যস্বরূপপ্রেমবিচারে তু স চ প্রেমা কেবলমাধুর্য্যানুভবাবির্ভাবী অনন্যভক্তিপ্রবৃত্তিকারণেন পারমৈশ্বর্য্যানুভবেন চ তু সম্ভ্রমাৎ সংকীর্য্যত এব, প্রেম্ণৈব চ ভগবানপি বশীক্রিয়তে ন তু তেন তথৈব 'নেমং বিরিঞ্চঃ' (শ্রীভা০ ১০।৯।২০) ইত্যাদৌ, 'ইত্থং সতাং' (শ্রীভা০ ১০।১২।১১) ইত্যাদৌ, 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ' (শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদৌ শ্রীব্রজবাসিন এব সর্ব্বোপরি প্রশস্যন্তে ; তথৈবাত্রোক্তম্—'নন্দগোপসুতম্' ইতি, ন তু শ্রীভগবন্তমিতি। তস্মাত্তাসাং শুদ্ধমধুরপ্রেম্ণ এব কিল বিলাসোঽয়ং, নান্যদিতি সর্ব্বোপর্য্যেব স্থিতমিদম্॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কাত্যায়নী ইতি**—(কাত্যায়নী দেবী ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি যাজ্ঞাবল্ক্যের পত্নী) সেই মুনিবংশ প্রকাশকতা হেতু কাত্যায়নী দেবীর মহাধর্ম দাতৃত্ব সূচিত হল এখানে। **হে মহামায়ে**—হে শ্রীভগবানের মহাশক্তিরূপে, সুতরাং অভীষ্ট প্রাপ্তি যোগ্যা শক্তি আমাদিগকেও দিতে আপনি সমর্থ। এ ব্যাপার যদি দুর্ঘটও হয়, তা হলেও আপনি দিতে সমর্থ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **হে মহাযোগিনি**—দুর্ঘট ব্যাপারও ঘটানোতে সমর্থ আপনি। 'আচ্ছা, অন্য কোনও দেবতাকে ভজ-না গিয়ে'—এইরূপে স্বনিষ্ঠা পরীক্ষকের প্রতি বলা হচ্ছে, **হে অধীশ্বরি**—আপনা থেকে বড় তো কোনও দেবতা নেই, এরূপ অর্থ। **নন্দগোপসুতং**—শ্রীমৎনন্দরাজকুমার—নিজভাব অনুরূপ আশ্রয়ের নির্দেশ হল। সুতরাং নন্দনন্দনেরই সর্বোপাদেয়রূপে স্ফুরণও সূচিত হল এখানে। **নন্দগোপ**—'নন্দ' ইতি সাক্ষাৎ মহাগুরুর নাম গ্রহণ হল, এই নামের একটি বিশেষণ দেওয়া হল 'গোপ' যাতে এই শব্দের অর্থ অন্যদিকে

না-যায়, এই শঙ্কায়। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা, নন্দগোপসুতের প্রাপ্তির জন্য তাকেই আরাধনা কর-না, এর উত্তরে **হে দেবী**—['দিব্' ক্রীড়া করা] হে ক্রীড়ারস-অভিজ্ঞে! তাঁর জন্যে সাক্ষাৎ তার কাছেই প্রার্থনা রসাবহ হয় না, আপনি তো এ জানেনই, এরূপ অর্থ। **মে ইতি**—'কৃষ্ণকে আমার পতি কর,' প্রত্যেক গোপী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই মন্ত্র জপ করা হেতু 'পতিং মে' অর্থাৎ 'আমার পতি' এইরূপ উক্তি। অতএব এই মন্ত্র প্রাক্‌সিদ্ধ—কৃষ্ণলক্ষণ-পতি দাতা এই মন্ত্র; অতএব এই দেবী স্বরূপশক্তিস্বরূপ—এইরূপ মন্তব্যই ঠিক। বহিরঙ্গা জগৎকারণ শক্তিস্বরূপ নয় এই দেবী। পূর্বের স্বরূপশক্তি সম্বন্ধে—'বিষ্ণু বিনা লক্ষ্মী থাকেন না, ব্রহ্মা বিনা হরি থাকেন না।' শ্রীভগবানের সহিত ঐক্যতা হেতু। পরের বহিরঙ্গা শক্তি সম্বন্ধে—"যার অংশ পুরুষ, তার অংশ মায়া, তার অংশ গুণ, সেই গুণের অংশে পরমাণুমাত্র লেশের দ্বারা এই বিশ্বে উৎপত্তি আদি হয়ে থাকে।"—(শ্রীভা০ ১০।৮৫।৩১)। ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, স্বরূপশক্তির কাছে এই বহিরঙ্গা শক্তি অতিতুচ্ছ। "হে সুরেশ্বর! যিনি বাক্যমনের অগোচর, বিশেষ রহিত, জ্ঞানীর জ্ঞানের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য সেই ঈশ্বরী পরাশক্তিকে বন্দনা করছি। সর্বভূতে সর্বাত্মা আপনার যে গুণাশ্রয়া জীবশক্তি সেই শাশ্বতকে প্রণাম করছি।"—এইরূপে বিষ্ণুপুরাণ শ্লোকের দ্বারা স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি এতাদৃশ ভেদ প্রাপ্ত। তথা চ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সম্বাদে,—"যে অদ্বিতীয়া পরাশক্তি কান্ত শ্রীভগবানকে জানেন, তিনিই দুর্গা শ্রীভগবৎস্বরূপ-অভিন্না। এই পরাশক্তি দুর্গা পরমাশক্তি মহাবিষ্ণু স্বরূপিনী॥ এই দুর্গার স্বরূপ জ্ঞানে পরাৎপর শ্রীভগবানের মুহূর্তেই প্রাপ্তি হয়ে থাকে, অন্য উপায় নেই। অদ্বিতীয় এই গোকুলেশ্বরী প্রেম-সর্বস্ব স্বভাবা—এঁর কৃপায় আদিদেব অখিলেশ্বর শ্রীনন্দনন্দনকে অনায়াসে পাওয়া যায়। এর আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিলেশ্বরী। যার দ্বারা সর্বজগৎ ও দেহাভিমানী সকল জীব মোহিত হয়ে আছে। অতঃপর প্রথমে যে স্বরূপশক্তি দুর্গার কথা বলা হল তিনিই অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এরূপ বুঝা যাচ্ছে। দুর্গা মহামায়া ইত্যাদি নামাদি সাধারণ ভাবে ব্যবহারে কিন্তু ভ্রম হয়ে থাকে—এরূপ বুঝতে হবে, অথবা এই মন্ত্রে তৃতীয় পাদ নিজ অভীষ্ট নাম 'নন্দতনয়' পদের দ্বারা যোজনীয় —এরূপ বিধি আছে। অতঃপর ব্রজে লোকবৎ লীলা হওয়া হেতু মায়া উপাসনই পাওয়া যায় অর্থাৎ সাধারণ জগতে লোকে যেমন ধন-জনের জন্য কালী-দুর্গার পূজা করে থাকে সেইরূপ ব্রজেও ব্রজজনেরা কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য ও কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য কালী-দুর্গা বহিরঙ্গা মায়ার উপাসনা করে থাকেন। ব্রজের কুমারীদের এই যে কাত্যায়নী অর্চন, তা কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের পরম প্রেমোল্লাসের বিলাসই। আর এই অর্চন কৃষ্ণ-প্রেমের সহিতই হয়, এই কাত্যায়নী উপাসনার ফলে তাঁদের প্রাপ্তি কাত্যায়নী দেবী নয়, এইরূপ বিচারই সমুচিত। এ সম্বন্ধে কোনও অনন্যম্মন্যা জন যদি অন্যথা মনে করে, তবে তারা কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ-সম্বন্ধগন্ধবাহও স্পর্শ করে নি, বুঝতে হবে। সর্বত্র শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমই পুরুষার্থঃ। সর্ব অনন্য দেবতা উপাসনাদিও শ্রীভগবৎসাধনই—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণবিষয়ে প্রেমা এই ব্রজগোপীদের নিত্যসিদ্ধ, সবকিছু চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত, যার উপর আর কিছু নেই—এখানে সাধন বিচারের কথাই উঠতে পারে না। পরম সাধ্যস্বরূপ প্রেমবিচারে এই প্রেমা কেবল কৃষ্ণমাধুর্য অনুভব আবির্ভাবকারিণী। অনন্যভক্তির প্রবৃত্তির কারণ

পরম ঐশ্বর্য অনুভবের দ্বারা এবং সম্ভ্রম হেতু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেওয়া প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানও বশ্যতা স্বীকার করেন না। এই ব্রজবাসিদের নিকট এরূপ নয়। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন—এই বিষয়ে শ্রীমৎভাগবৎ শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে, যথা "গোপী যশোদা প্রেমদাতা কৃষ্ণের নিকট হতে যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করেছেন (তার কাছে কৃষ্ণ যেরূপ বশ্যতা স্বীকার করেছেন) এরূপ ব্রহ্মা শিব, এমনকি লক্ষ্মীদেবীও পান নি।"—(শ্রীভা° ১০।৯।২০)। ইত্যাদি—"এই প্রকারে অতিশয় সুকৃতিশালী গোপবালকগণ বিহার করতে লাগলেন—জ্ঞানিদের সম্বন্ধে ব্রহ্ম সুখানুভূতি, দাস্যভক্তগণের সম্বন্ধে ইষ্ট দেবতা এবং মায়াশ্রিত জনের সম্বন্ধে প্রাকৃত মনুষ্যবালকরূপে প্রতীয়মান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত।"—(শ্রীভা° ১০।১২।১১)। —"রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজবাহুযুগলে গোপীকণ্ঠ আলিঙ্গনে তাঁদের অভীষ্টপূরণ করত যে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন সেরূপ অনুগ্রহ লক্ষ্মীদেবীও পান নি।" ইত্যাদি দ্বারা শ্রীব্রজবাসিগণই সর্বোপরি প্রশংসা পেয়েছেন। তাই এইশ্লোকে বলা হল 'নন্দগোপসুতকে আমার পতি করে দিন'—বলা হল না শ্রীভগবানকে পতি করে দিন। সেই হেতু এই গোপকুমারীদের শুদ্ধ মধুর প্রেমেরই বিলাস এই কাত্যায়নী অর্চন, অন্য কিছু নয়—এইরূপ সিদ্ধান্তই সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হল॥ জী° ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হে কাত্যায়নী, নন্দগোপসুতং মে পতিং কুরু। নন্বু, কুর্বিবত্যনেনময্যেব কিমিতি তত্র স্বাতন্ত্র্যমর্প্যতে। অহন্তু তদর্থং ত্বৎপিতরৌ প্রেরয়িষ্যামি মাত্রং তস্মাৎ কারয়েতি দেহীতি বা প্রযুজ্যতামিত্যাশঙ্ক্য সবৈকল্যমাহ—হে মহাযোগিনীতি। তেন সংযোগস্ত্বয়ৈব শীঘ্রং সম্পাদ্যো নতু পিত্রাদিব্যবধানোপদ্রবেণ। পরমোৎকণ্ঠাবতীভিরস্মাভিঃ কালবিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ। কৃষ্ণস্য সম্প্রত্যনুপনীতত্বেন বিবাহাযোগ্যত্বাৎ। হে দেবি, মুখ্যং বিবাহং বিনৈব কেবলগান্ধর্ববিবাহেনৈব মে পতিং কুর্বিবত্যর্থঃ। অধীশ্বরীতি তত্র তব কিমপ্যশক্যং নাস্তীতি ভাবঃ। নন্বু, তব কৃষ্ণে পতিভাবস্য ত্বৎপিতৃভ্যামজ্ঞাতত্বে ত্বদভীষ্টঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গঃ কথং সাধু সেৎস্যতীত্যতআহ—মহামায়ে, মায়য়া মৎপিতরৌ তথা মোহয় যথা কদাচিদপি গোপান্তরেণ মদ্বিবাহস্তাভ্যাং ন ভাব্যতে, কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ রহস্যঞ্চ নচ জ্ঞাতুং শক্যতে। যদ্বা, দীব্যতি ক্রীড়তি দেবয়তি ক্রীড়য়তীতি বা দেবী স চাসৌ পতিশ্চেতি তম্—তাদৃশং পতিত্বং বিবাহং বিনৈব সিদ্ধ্যতীতি মম গোপান্তরবূঢ়ত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি ভাবঃ। ইত্যেবং প্রত্যেকং মন্ত্রার্থং পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্যেত্যর্থঃ। ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তি বৃত্তিস্বরূপভূতা যোগমায়ৈব, নতু বহিরঙ্গা মায়া যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে—"জানত্যেকাপরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদি দেবোঽখিলেশ্বরঃ। অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ" ইতি। অতঃ "সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতে"ত্যাগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তি বৃত্তিঃ কৃষ্ণভগিন্যেকানংশাভিধানা যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সৈব খল্বাভিরুপাসিতা। দুর্গা মহামায়েত্যাদি নামাদি সাম্যেনৈব লোকানাং ভ্রমো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। ব্রজস্য লোকবল্লীলত্বান্মায়ো-

পাসনেঽপি ন দোষঃ। অত্র কেচিদনন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে ন তে তদীয়প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ বি॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হে কাত্যায়নি! নন্দগোপসুতকে আমার পতি করে দেও। পূর্বপক্ষ, করে দেও, এরূপ কথায় আমার উপর কেন এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্পণ করছ? আমি তো এর জন্য তোমার পিতামাতাকে প্রেরণা দান করতে পারিমাত্র, তাদের সাহায্যেই করিয়ে নেও। বা তাদের প্রয়োগ করব 'দেও' বলে, এরূপ কথা আশঙ্কা করে ব্যাকুল ভাবে বলছেন—হে মহাযোগিনি, তার সহিত আপনি নিজেই শীঘ্র আমার সংযোগ সম্পাদন করিয়ে দিন, পিত্রাদি-ব্যবধান উপদ্রবের দ্বারা নয়—পরম উৎকণ্ঠা-বতী আমাদের কালবিলম্বের অসহ্যতা হেতু। সম্প্রতি কৃষ্ণের উপবীত সংস্কার না হওয়া হেতু বিবাহ যোগ্যতা হয়নি—এ কারণে হে দেবী মুখ্য বিবাহ বিনাই কেবল গান্ধর্ব বিবাহ মতে আমার পতি করে দিন, এরূপ অর্থ, **অধিশ্বরি**—আপনি হলেন সর্বময় কর্ত্রী—এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র অসামর্থ্যতা নেই, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ,আচ্ছা তোমার যে কৃষ্ণে পতিভাব,ইহা তোমার পিতা মাতার অজ্ঞাত থাকলে তোমার অভীষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ কি করে সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধ হতে পারে? এরই উত্তরে, **মহামায়ে**—আমার পিতামাতাকে এরূপভাবে মোহিত করে রাখ, যাতে অন্য গোপের সহিত আমার বিবাহ কখনও-ই তারা মনেও না আনেন। কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ রহস্যও যেন তাঁরা জানতে সমর্থ না হয়। **হে দেবী**—'দিব্যতি' ক্রীড়া করেন, বা ক্রীড়া করান। **পতিং**—যিনি নন্দগোপসুত তিনিই পতি—তাদৃশ পতিত্ব বিবাহ বিনাই সিদ্ধ হয়ে থাকে—তাই অন্য গোপের সহিত বিবাহ হলেও ক্ষতি কিছু নেই, এরূপ ভাব। **ইতিমন্ত্রজপন্তঃ**—এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ পৃথক্ পৃথক্ বিশেষ ভাবে চিন্তা করে পূজা করলেন। [এইরূপ মন্ত্রে "হে দেবি, আপনি তো পূজনীয়া, এই পাদ্য অঙ্গীকার করুন। কৃষ্ণের প্রস্বেদরূপ পাদপ্রক্ষালন জল আমাদের বক্ষোস্থল শীতল করুক। আমা-দিকে কৃষ্ণের সঙ্গ দান করুন। আপনাকে এই অর্ঘ নিবেদন করছি। আপনি আমাদের মহার্ঘ কৃষ্ণসঙ্গ সুলভ করে দিন।" ইত্যাদি—শ্রীআনন্দবৃন্দাবন দ্রষ্টব্য]। কুমারীগণ এই যাকে পূজা করলেন, তিনি হলেন চিৎশক্তি স্বরূপভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়া নয়। নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সম্বাদে ইহা বলা হয়েছে, যথা—"যিনি প্রধানা পরমাশক্তি মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী তিনিই দুর্গা শ্রীভগবানের স্বরূপাভিন্না এবং অদ্বিতীয়া শ্রীভগবৎতত্ত্ব অভিজ্ঞা। এই দুর্গার অনুভব মাত্রে পরাৎপর দেবদেব শ্রীভগবানের প্রাপ্তি মুহূর্তেই হয়ে থাকে, অন্যথা হয় না। শ্রীভগবানের এই মুখ্যা শক্তি প্রেমসর্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। এঁর কৃপায় আদি-দেব অখিলেশ্বর অনায়াসে লভ্য হন। ইঁহারই আবরিকা শক্তি অনন্ত জগতের ঈশ্বরী মহামায়া। এই মহা-মায়ার দ্বারা সর্বজগৎ সর্বদেহাভিমানী জীব সকল মোহিত হয়ে থাকে।" অতএব সকল কৃষ্ণমন্ত্রেই দুর্গা হলেন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তি কৃষ্ণভগিনী 'একানংশা' নামক যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী—তিনিই ধ্যান সংযোগে উপাসিতা। দুর্গা মহামায়া ইত্যাদি নামাদি সামান্যেই লোকেদের ভ্রম হয়ে থাকে, এরূপ বুঝতে হবে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লোকবৎ লীলা হওয়া হেতু মায়া-উপসনাতেই দোষের কিছু নেই। এ সম্বন্ধে কোনও অনন্যম্মন্যা যে অন্যথা মাননা করে, তাতে বুঝা যায় তদীয় প্রেমগন্ধ সম্বন্ধের বাতাসও তাদের গায় লাগে নি—(বৈষ্ণবতোষণী) ॥ বি॰ ৪ ॥

৫। এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥
৬। উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্॥

৫-৬। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণচেতসঃ কুমার্য়ঃ মাসং এবং ব্রতং চেরুঃ, নন্দসুতঃ [মম] পতিঃ ভূয়াৎ [ইতি সঙ্কল্প্য] ভদ্রকালীং সমানর্চুঃ। অথহং (প্রতিদিনং) উষসি (ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে) উত্থায় স্বৈঃ গোত্রৈঃ (নামভিঃ) [আহূতাঃ] অন্যোন্যারদ্ধবাহবঃ কালিন্দ্যং (যমুনায়াং) স্নাতুং যান্ত্যঃ উচ্চৈঃ কৃষ্ণং জগুঃ (গীতবত্যঃ)।

৫। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণগতপ্রাণ কুমারীগণ একমাস ধরে এইরূপ ব্রত পালন করলেন। 'নন্দসুত পতি হউক' এ-সঙ্কল্প করে তাঁরা ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন।

৬। **মূলানুবাদঃ** এই কুমারীগণ প্রতিদিন ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করত একে অন্যের নাম ধরে ধরে ডেকে উঠিয়ে নিয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করত উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যান।

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মাসেতি—স্বল্পেনৈব কালেন তাসাং তাদৃশ্যপি সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। কৃষ্ণে চেতো যাসামিতি তস্যাঃ সমর্চ্চনমপি কৃষ্ণার্চ্চনমেবেত্যভিপ্রেতম্, অতএবাগ্রে চ বরদানায় শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাগমনং বক্ষ্যতি। ভূয়াদিতি—পূজাদৌ সঙ্কল্পঃ॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মাসেতি**—একমাস ব্যাপে ব্রত করলেন। অতি অল্পকালেই তাঁদের পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিই হয়ে গেল, এরূপ ভাব। **কৃষ্ণচেতসঃ**—কৃষ্ণগত চিত্তা (কুমারীগণ) কুমারীগণ কৃষ্ণগত চিত্তা হওয়াতে কাত্যায়নী দেবীর অর্চনও কৃষ্ণ অর্চনই হয়ে গেল—এরূপই তাঁদের অভীষ্ট। অতএব অগ্রেও বরদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণেরই আগমন বলা হয়েছে। **ভূয়াৎ ইতি**—'নন্দসুত' পতি হউক' পূজাদিতে এরূপই সঙ্কল্প॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্দসুতঃ পতির্ভূয়াদিতি সঙ্কল্প্যেতি শেষঃ॥ বি০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নন্দসুতঃ ইত্যাদি**—নন্দসুত পতি হউক এইরূপ সঙ্কল্প করে পূজা করলেন॥ বি০ ৫॥

৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** প্রেম্ণা বিস্মৃতমপি পুনস্তাসামনুরাগপরিপাটীময়ং ব্রত-পূর্ব্বাঙ্গং স্মরন্নাহ—উষসীতি; উষস্যুত্থায় ইতি তাসামুৎকণ্ঠা, গোত্রৈর্নামভিঃ, স্বৈরিতি পরস্পরকার্য্যসাধকত্বম্; হেতৌ তৃতীয়া। মিথস্তত্তন্নামভিরাহূতা ইত্যর্থঃ। স্বৈর্বৈর্গৈঃ সহ ইতি বা, অন্যোঽন্যা ইতি শ্রীকৃষ্ণরাগময়ৈকমত্যেন মিথঃ স্নেহবিশেষঃ; কৃষ্ণমিতি—চেতোবদ্বচনস্যাপি তদেকনিষ্ঠতা, তত্রাপ্যুচ্চৈরিতি তদাবেশঃ। কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহমিতি দূরগমনং নিত্যমেকরসত্বঞ্চ দর্শিতম্; এবমনুরাগবৈশিষ্ট্যমেব সর্ব্বথাপি বর্ণিতমিতি॥ জী০ ৬॥

৭। নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা॥

৭। অন্বয়ঃ কদাচিৎ নদ্যাঃ তীরে আগত্য পূর্ব্ববৎ বাসাংসি (পরিধেয় বস্ত্রাণি) নিক্ষিপ্য মুদা (আনন্দেন) কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ সলিলে বিজহ্রুঃ (জলবিহারং চক্রুঃ)।

৭। মূলানুবাদঃ পূর্ণিমা তিথিতে ব্রতপূর্ণ দিনে যমুনা তটে এসে প্রতিদিনের মতই পরনের বস্ত্রনিচয় তটে ছেড়ে রেখে ব্রতপূর্ণের আনন্দে কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে কীর্তন করতে করতে জলবিহার করতে লাগলেন।

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ শ্রীশুকদেব প্রেম-আকুলতায় ভুলে গেলেও পুনরায় গোপীদের অনুরাগ পরিপাটীময় ব্রত পূর্বাঙ্গ স্মরণ করে বললেন—উষসী ইতি। উষাকালে শয্যা ত্যাগ, এতে তাঁদের উৎকণ্ঠা বুঝা যাচ্ছে। **স্বৈং গোত্রৈঃ**—সেই সেই নাম ধরে ধরে পরস্পরকে আহ্বান। 'স্বৈঃ' একে অন্যের পরস্পর কার্য সাধক—হেতুতে তৃতীয়া, পরস্পর সেই সেই নাম ধরে ধরে আহূতা, এরূপ অর্থ। অথবা, **স্বৈর্বর্গৈ**—নিজ দলের সহিত। **অন্যোন্যা ইতি**—পরস্পর হাত ধরাধরি করে চললেন—শ্রীকৃষ্ণরাগময়তারূপ একমতি হওয়া হেতু তাঁদের পরস্পর স্নেহবিশেষ। **কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুঃ**—উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করতে করতে (চললেন)। ইহা চিত্তের মতই বচনেরও কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার লক্ষণ, এর মধ্যেও আবার উচ্চস্বরে কীর্তন, ইহা কৃষ্ণাবেশেরই লক্ষণ। যমুনায় স্নান করবার জন্য **অন্বহম্**—প্রতি দিন, দূরগমনে এই গোপীদের নিত্য একই রসে স্থিতি দেখান হল। এইরূপে অনুরাগ বৈশিষ্ট্যই সর্বতোভাবে বর্ণিত হল॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ আপ্লুত্যান্তসীত্যুক্তং তৎ পূর্ব্বক্রমমনুস্মৃত্যাহ—উষসীতি। স্বৈঃ স্বৈর্গোত্রৈর্নামভিরয়ি ধন্যে, কুত্রাসি কিমিতি বিলম্বসে ইত্যেবমাহূতা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ 'যমুনার জলে স্নান করে' পূর্বে ২ শ্লোকে এরূপ উক্ত হয়েছে, সেই পূর্বক্রম পুনরায় স্মরণ করে বলা হল—'উষসি' ইতি। **স্বৈঃ গোত্রৈঃ**—নিজ নাম ধরে, যথা—অয়ি ধন্যে কোথায় আছ, বিলম্ব করছ কেন, এইভাবে পরস্পরকে ডেকে ডেকে॥ বি০ ৬॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কদাচিত্তন্মাসান্তে পৌর্ণমাস্যাম্। পূর্ব্বদিতি—সদৈব নগ্নতয়া স্নানমিত্যাদিকং বোধ্যতে, এতচ্চ বাল্যভাবাদেব। মুদা বিহারে হেতুঃ—কৃষ্ণং গায়ন্ত্য ইতি। তদ্গানানন্দেন হেমন্তজলেঽপি শীতাদ্যস্ফূর্ত্তেঃ। যদ্বা, মুদেতি ব্রতস্য তদ্দিনে পূর্ণত্বাৎ, অতএব 'কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ' ইতি দেহানুসন্ধানেন চ কৃষ্ণচেতস্ত্বমেব বিশেষিতম্, এবং মানস-বাচিক-কায়িকৈকতানত্বং দর্শিতম্॥ জী০ ৭॥

৮। ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥

৮। অন্বয়ঃ যোগেশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তৎ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) তৎ কর্মসিদ্ধয়ে বয়স্যৈঃ বৃতঃ তত্র গতঃ।

৮। মূলানুবাদঃ সর্বজ্ঞতা শক্তি-সিদ্ধ জনদের আরাধ্য, নিত্য স্বাভাবিক সর্বজ্ঞতাদি শক্তিযুক্ত ভগবান্ হয়েও রসিক শিরোমণি জগৎচিত্ত আকর্ষকলীল কৃষ্ণ সেই ব্রত একমাত্র নিজার্থ পর বলে স্বীকার করত তাদের ব্রতের ফল দেওয়ার জন্য অল্প বয়স্ক সখা সুদামাদি পরিবৃত হয়ে তথায় এসে উপস্থিত হলেন।

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কদাচিৎ—সেইমাসের শেষদিন পূর্ণিমা তিথিতে। **পূর্ববৎ**—এই বাক্যে বুঝা যাচ্ছে সর্বদাই নগ্ন ভাবেই স্নান করে থাকেন—এও বাল্যভাব হেতুই। **মুদা**—আনন্দই বিহারে হেতু—কৃষ্ণ সংকীর্তন করতে লাগলেন। সেই গানানন্দে হেমন্তের জলেও শীত লাগল না। অথবা, সেইদিনে ব্রত সমাপ্তিতে আনন্দ হেতু, অতএব **কৃষ্ণ ইতি**—'কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করতে করতে বিহার হেতু দেহের অনুসন্ধান-রাহিত্যে কৃষ্ণগত চিত্ত—ইহাই কুমারীদের বিশেষণরূপে দেওয়া হয়েছে পূর্বশ্লোকে। এইরূপে মানসিক-বাচিক-কায়িকের দ্বারা একতানত্ব দেখান হল ॥ জী০ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কদাচিদিতি ব্রতপূর্ণদিনে পৌর্ণমাস্যামেব "এবং মাসাং ব্রতং চেরু" রিত্যনন্তরোক্তত্বাৎ। অতএবোৎসবার্থং কুমারীভিস্তাভিঃ সমানবাসনত্বেন প্রণয়াস্পদীভূতা বৃষভানুনন্দিন্যাদ্যা অপি নিমন্ত্র্যানীতাঃ পূজাসমাপ্ত্যনন্তরং তাভিঃ সহৈবাবভৃথ স্নানদেশ্যোঽয়ং জলবিহারো জ্ঞেয়ঃ ॥ বি০ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কদাচিৎ—পূর্ণিমাতিথি দিনে—ব্রতপূর্ণ দিনে একমাস পূর্ণ হলে—কারণ ৫ শ্লোকে বলা হয়েছে "কুমারীগণ একমাস ধরে এই ব্রত আচরণ করলেন" অতএব উৎসবের জন্য সেই কুমারীগণ সমান বাসনতা হেতু প্রণয়াস্পদীভূতা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাদিকেও নিমন্ত্রণ করে আনলেন—পূজা সমাপ্তির পর তাদের সঙ্গে নিয়েই যজ্ঞের স্নানাংশ এই জলবিহার, এরূপ বুঝতে হবে ॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যোগেশ্বরাণাং লব্ধসার্ব্বজ্ঞাদিসিদ্ধীনাম্ আরাধ্যঃ, অতএব ভগবান্ নিত্যস্বাভাবিক-সার্ব্বজ্ঞাদি-শক্তিযুক্তোঽপি তত্তস্য ব্রতস্যাত্মৈকার্থত্বমভিপ্রেত্য নিজগানাদিরীতি-বিশেষেণানুমীয়েবেতি—তস্য তাদৃশ-তৎপ্রেমময়-লীলামাধুর্য্যাবেশো দর্শিতঃ। তথাপি দেবতান্তরোপাসকে-ভ্যোঽপি স্বয়ং ফলদানে যুগপদখিলবস্ত্রহরণে চ শক্তির্দর্শিতা। তত্র হেতুঃ—কৃষ্ণঃ—তাদৃশত্বেনৈব প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ, বালৈরিতি, বক্ষ্যমাণাদ্বয়স্যৈরিতি বালকৈরেব সখিভিরিতি জ্ঞেয়ম্। তৈর্বৃতঃ সন্নাগত ইতি, তে চ পরমান্তরঙ্গা দাম-সুদাম-বসুদাম কিঙ্কিণয়ো জ্ঞেয়াঃ; যথোক্তং গৌতমীয়ে—'দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণির্গন্ধ-পুষ্পকাঃ। অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ। আত্মাভেদেনৈব পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে ॥' ইতি। অন্তঃকরণরূপা ইতি ক্রমেণ বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তমনোরূপা ইত্যর্থঃ; তৈর্বৃত ইতি হাসাদিবিলাসার্থং জ্ঞেয়ম্ ॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যোগেশ্বরেশ্বরঃ—যারা সর্বজ্ঞতাশক্তিতে সিদ্ধি লাভ করেছে সেই তাদের 'ঈশ্বর' আরাধ্য, অতএব **ভগবান্**—নিত্য স্বাভাবিক সর্বজ্ঞতাদি শক্তিযুক্তও তাই

গোপীদের মনের ভাব বুঝে নিয়ে **তদভিপ্রেত্য**—'তৎ' সেই ব্রত একমাত্র নিজ অর্থপর বলে যে স্বীকার করলেন, তা নিজগানাদিরীতি-বিশেষের দ্বারাই অনুমীয়—এইরূপে কৃষ্ণের তাদৃশ গোপী প্রেমময় লীলা মাধুর্য-আবেশ দেখান হল।। তথাপি অন্য দেবতা উপাসকদিগকেও কৃষ্ণের নিজের ফলদানে শক্তি যে আছে, তা দেখান হল যুগপৎ অখিল বস্ত্রহরণের দ্বারা। এখানে **হেতু কৃষ্ণঃ**—রসিক শিরোমণি জগচ্চিত্ত-আকর্ষক লীল—এইরূপেই প্রসিদ্ধ, এরূপ অর্থ। **বয়স্যৈ**—অল্প বয়স্ক সখা, বালক বয়সেই কৃষ্ণের সখা, তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আগত - এরা পরম অন্তরঙ্গ দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিনি এরূপ জানতে হবে। যথা উক্ত গৌতমীয়ে—'দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিনি-গন্ধপুষ্পক। এরা কৃষ্ণের অন্তঃকরণ স্বরূপ, যথা কৃষ্ণ পূজ্য সেই-রূপ আত্মাভেদে এরাও॥' 'অন্তকরণরূপা'—ক্রমেক্রমে বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্তমনোরূপ; **তৈর্বৃতঃ**—তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, হাসাদি বিলাসের জন্য, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যোগেশ্বরাণামপীশ্বর ইত্যনেন সর্ব্বজ্ঞম্। তাসাং প্রত্যেকং তাদৃঙ্মনো-রথপূরণসামর্থ্যম্। তাভিঃ স্বেক্ষণপথে এব স্থাপিতানামখিলানামপি বস্ত্রাণাং চৌর্য্যসামর্থ্যম্। প্রাণত্যাগাদপি তাদৃশলজ্জাত্যাগমধিকং নিশ্চিন্বতীনাং তাসাং কুলকুমারীণাং জলাদুত্থাপন স্বপ্রণমনাদিসামর্থ্যম্। দৃঢ়সর্ব্বা-ঙ্গানাং রহঃ প্রাপ্তানাং স্ববশ্যানামপি তাসাং তাদাত্মিকসম্ভোগাভাবসামর্থ্যঞ্চ দ্যোতিতম্। বয়স্যৈর্বৃত ইতি বালৈরিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দ্বিত্রবর্ষীয়াঃ স্ত্রীপুংসভেদবিবেকশূন্যাঃ পৃথুকাঃ দিগ্বাসস এব সখিত্বেনাভিমতাঃ। গোচারণাদাবপি কৃষ্ণসঙ্গং অত্যজন্তো জ্ঞেয়াঃ। যদুক্তং ক্রমদীপিকায়াং—"জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধ-ব্যালোলকিঙ্কিণিঘটাঘটিতৈরটদ্ভিঃ। মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিতকণ্ঠভূষৈরব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্" ইতি। বৈষ্ণবতোষণ্যাম্। তেতু দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিণ্যঃ কৃষ্ণান্তঃকরণরূপাস্তে গৌতমীয়তন্ত্রদৃষ্টা ইত্যুক্তম্॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যোগেশ্বরেশ্বর—কৃষ্ণ যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর—এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তিনি সর্বজ্ঞ। তাদের প্রত্যেকের তাদৃশ মনোরথ পূরণে সামর্থ্য, সেই গোপীগণের দ্বারা নিজ দৃষ্টিপথেই স্থাপিত অখিল বস্ত্র চুরি করার সামর্থ্য, প্রাণত্যাগ থেকেও তাদৃশ লজ্জা ত্যাগ যারা অধিক বলে নিশ্চয় করেছে সেই কুলকুমারীদের জল থেকে উত্থাপন ও নিজেকে হাত তুলে প্রণামাদি করানোর সামর্থ্য, দৃঢ় সুস্থ সবল সর্বাঙ্গ যাদের গোপনীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে সেই তারা নিজ অয়ত্তাধীন হলেও তাদের সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে সম্ভোগ না করে থাকার সামর্থ্য সূচিত হচ্ছে এই যোগেশ্বরেশ্বর বাক্যে। **বয়স্যৈর্বৃতঃ**—সহচর-গণে পরিবেষ্টিত, এরা বয়সে বালক, এরূপই বক্তব্য হওয়া হেতু। এই সহচরগণ ২।৩ বৎসর বয়সের স্ত্রীপুরুষ ভেদশূন্য নগ্ন শিশুই সখারূপে স্বীকৃত। গোচারণাদিতেও এরা কৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করে না। ইহা ক্রমদীপিকায় বলা আছে—জঙ্ঘার সীমা ছাড়িয়ে স্থূল, কটিতটে নিবদ্ধ কিনিকিনি শব্দায়মান্ চঞ্চল কিঙ্কিণি জালে শোভন, ব্যাঘ্রনখে রচিত কণ্ঠ ভূষণে মধুর, আধো আধো মঞ্জুভাষী মুগ্ধ শিশুগণে পরিবৃত।" শ্রীবৈষ্ণব তোষণীতে গৌত-মীয় তন্ত্র অনুসারে এদের নাম এরূপ বলা হয়েছে, যথা—দাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কিনি। এঁরা হলেন কৃষ্ণের অন্তঃকরণ রূপ॥ বি০ ৮॥

৯। তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥

৯। **অন্বয়ঃ** তাসাং বাসাংসি উপাদায় (গৃহীত্বা) সত্বরঃ নীপম্ (কদম্বতরুং) আরুহ্য হসদ্ভিঃ বালৈঃ [সহ] প্রহসন্ পরিহাসং [বাক্যং] উবাচ হ।

৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ ঝটিতি নিঃশব্দে বস্ত্রনিচয় উপাদেয় রূপে তুলে নিয়ে কদম্ববৃক্ষে উঠে গেলেন। তথায় স্বচ্ছন্দ হয়ে হাসাহাসিকারী বালকদের সহিত নিজেও শব্দ করে হাসতে হাসতে কুমারীদের সহিত পরিহাস উক্তি করতে লাগলেন।

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোগণী টীকাঃ** বালৈঃ সহ সত্বরং ভীত ইব ত্বরাযুক্তঃ পরস্পরং তূষ্ণীমাসাদ্য তাসাং বাসাংসি প্রয়োজনবিশেষায় উপাদেয়ত্বেন গৃহীত্বা নীপমারুহ্য চ স্বৈরঃ সন্ তৈরেব হসদ্ভিঃ সহ স্বয়ঞ্চ প্রহসন্, তেন চ হাসেন কৃতানুসন্ধানাঃ সপ্রণয়ের্ষ্যং জ্ঞাত্বৈবাজ্ঞাত্বেব চাক্রুবাণাঃ প্রতি পরিহাসমিতি। 'কথং শীতজলে চিরং বত কম্পমানাস্তিষ্ঠথ ? উত্থায়ার্দ্রং পরিত্যজ্য শুষ্কমেব বাসঃ পরিধীয়তাম্' ইতি তদেবং কর্ম্ম, 'ভগবানেব ভবানিব' ইতি ন্যায়েন নাযুক্তমিত্যাদি মিথঃসংবাদপুরঃসরং সনর্ম্মবাক্যমিত্যর্থঃ। হ স্ফুটমেবোবাচ ইত্যর্থঃ। বালৈরিতি তৎখেলনার্থং পুরৈব প্রৌঢ়ানাং তন্নিকটসম্বন্ধিনাঞ্চ পরিত্যাগেন বালকৈরেব সখিভিঃ; ততো নাবদ্যম্ ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বালৈঃ**—বালকগণের সহিত **সত্বরং**—ভীতের মত ত্বরাযুক্ত হয়ে পরস্পর নিঃশব্দে গোপীদের বস্ত্রগুলি প্রয়োজন বিশেষের জন্য উপাদেয় রূপে তুলে নিয়ে কদম্ব বৃক্ষে উঠে গেলেন এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে সেই হাসাহাসিকারী বালকদের সহিত নিজেও **প্রহসন্**—উচ্চ হাস্য করতে করতে—সেই হাসির শব্দে গোপীগণ অনুসন্ধান পর হলেন কিন্তু সপ্রণয় ঈর্ষায় জেনেও না-জানার ভাবে কিছু বললেন না—তখন এদের প্রতি কৃষ্ণ **পরিহাসং**—পরিহাস বাক্য বলতে লাগলেন, যথা—'হায় হায়, কি করে এত দীর্ঘ সময় শীতল জলে কম্পমানা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ ? উঠে এসে ভিজে কাপড় ছেড়ে দিয়ে শুকনো কাপড় পড়-না।' কৃষ্ণ জানেন এরা নগ্ন, জেনেও যে এরূপ কথা বলছেন—ইহা পরিহাস উক্তিই হল, এরূপ অর্থ। **হ**—স্পষ্ট করে বললেন। **বালৈ**—এই খেলার জন্য পূর্বেই তাঁর নিকট-সম্বন্ধী প্রৌঢ় সখাদের পরিত্যাগ করে এই বালকদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, কাজেই অনিন্দনীয়ই হয়েছে ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** হসদ্ভির্বালৈরিত্যতিবাল্যান্নিষ্কারণহাস্যবদ্ভিস্তৈঃ সহ প্রকর্ষেণ হসন্নিতি হাস্যশব্দেনৈব তাঃ স্বমবধাপয়ন্নিতি ভাবঃ। পরিহাসমিতি ভো ব্রজবালিকাঃ, অত্র কদম্বশাখাস্বেতাবন্তি বস্ত্রাণি কেন নিবদ্ধ্য স্থাপিতানি যূয়ং কিং জানীথ ন বা ? ময়া তু গাশ্চারয়তা দূরাদেব দৃষ্ট্বা কিময়মস্মাকীনঃ কদম্বোঽস্য বিচিত্র বাসাংস্যেব পুষ্পফলানি দধারেত্যাশ্চর্য্যদর্শনোল্লসিতেন দ্রুতমাগত্যারুহ্যতেতি। নন্বু, ভো অস্মদীয়ান্যেবৈতানি বাসাংসি মৈবং তর্হি কথমেতাবদুচ্চ কদম্বশাখামারূঢ়ানি। নন্বু ভোস্ত্বয়ৈব চোরয়িত্বা

আরোহিতানি ; সত্যং সত্যমেতাবন্তমপি পরিবাদং দাতুং বলং ধত্তে নন্দস্য রাজ্ঞঃ পুত্রোঽহং চৌরস্তদদ্য যূয়ং মথুরাস্থস্য কংসরাজস্য পার্শ্বং যিযাসথেত্যনুমীয়তে। নন্বু ভো মাক্রুধ্য বস্ত্রাণ্যেব নিভাল্য বিচারয় কিমেতানি স্ত্রীবস্ত্রাণি পুংবস্ত্রাণি বা সত্যময়ি ধীমত্যো নিভানি তান্যেতানি স্ত্রীবস্ত্রাণ্যেব। তৎ কিং জগত্যস্মিন্ যূয়মেব স্ত্রিয়ঃ স্থঃ অন্যাঃ স্ত্রিয়ো ন সন্তি। মন্বু ভোঃ সন্ত্যেব কিন্ত্বত্র নির্জ্জনে বনে অস্মান্ ব্রজবালা বিনা কাঃ খল্বন্যা আয়ান্তি। অয়ি রহঃসঞ্চারিণ্যঃ, কিং ভবত্য এব রহসি খেলন্তি নান্যাঃ। নন্বু ভো অন্যথা বিদ্বন্ বয়ং খেলিতুমত্র নৈবাগচ্ছামঃ, কিন্তু কদম্বদেবতাং দুর্গাং পূজয়িতুং, কিং ভো দুর্গাপূজিকা যূয়মেব নান্যাঃ, সত্যং নান্যা এব। অয়ি মুগ্ধাঃ, প্রতি নিশীথমেব বৈমানিকীভির্দেবীভিরত্রাগত্য দুর্গাদেবী পূজ্যতে। নন্বু ভোঃ পূজয়ন্ত নাম দেবীং বস্ত্রাণি ত্যক্ত্বা তাঃ কথং গতাঃ? অয়ি বালাঃ, তত্ত্বং ন জানীথ অদ্য রজন্যাং পুনঃ পূজয়িষ্যন্তীভিস্তাভিঃ স্নাত্বা পরিধাতুং রক্ষিতাসি ভোঃ কৃষ্ণ ত্বমেব তত্ত্বং ন জানাসি। অদ্য দিন এব পূজয়িষ্যন্তীভিরস্মাভিরেব স্নাত্বা পরিধাতুং বনদেবতাদ্বারা উচ্চশাখোপরি বস্ত্রাণি রক্ষিতানীতি॥ বি ০ ৯

৯। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হসদ্ভিঃ বালৈ**—হাস্যময় বালকদের সহিত—অতি শিশু হওয়া হেতু বিনা কারণে হাস্যকারী বালকদের সহিত **প্রহসন্**—'প্র' উচ্চশব্দে কৃষ্ণ হাসতে হাসতে— হাস্য শব্দেই বালিকাদিকে নিজের দিকে মনোযোগী করলেন, এরূপ ভাব। **পরিহাসম্ ইতি**—ভো ব্রজবালিকাগণ! এখানে কদম্ব শাখায় এত সব বস্ত্র কে বেঁধে রেখেছে, তা তোমরা জান কি, জান না? আমি গোচারণ করতে করতে দূর থেকে দেখে ভাবলাম অহো এ কি আমাদের কদম্ব আজ বিচিত্র বস্ত্র রূপ পুষ্প-ফল ধারণ করে আছে—এরূপ আশ্চর্য দর্শন-উল্লাসে ধেয়ে এসে এই বৃক্ষে উঠেছি। বালিকাগণ উত্তরে বললেন, ভো এই সব বস্ত্র আমাদের—কৃষ্ণ বললেন, তা হতে পারে না, তোমাদের হলে এত উচ্চ শাখায় কি করে উঠল এসে। বালিকাগণ—তুমিই চুরি করে নিয়ে ওখানে উঠিয়ে রেখেছ। সত্য সত্য এতখানি অপবাদ দিতে তোমরা বল ধরছ? রাজা নন্দের পুত্র আমি, আমিই কিনা চোর। কাজেই অনুমান করছি তোমরা আজ মথুরার কংস রাজার নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করছ। বালিকাগণ—ওহে রাগ করো না, বস্ত্রগুলি ভাল করে দেখে বিচার কর, এগুলি কি স্ত্রীবস্ত্র কি পুরুষবস্ত্র? কৃষ্ণ—সত্য বুদ্ধিমান্ আমার বিচারে তো ঝলমলে এইসব বস্ত্র স্ত্রীবস্ত্রই। তাতেই বা কি হল, জগতে কি তোমরাই একমাত্র স্ত্রী, অন্য স্ত্রী কি আর নেই? বালিকাগণ—ওহে আছে তো ঠিকই, কিন্তু এই নির্জন বনে ব্রজবালা আমরা বিনা অন্য কে আসতে পারে? কৃষ্ণ-অয়ি গোপনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ানো বালিকাগণ, একমাত্র তোমরাই কি গোপনে বিহার করে বেড়াও, অন্য কেউ করে না? বালিকারা—ভো বিপরীত বিদ্বন্ (অর্থাৎ মুর্খ), আমরা এখানে বিহার করতে আসি নি। কিন্তু কদম্ব-দেবতা দুর্গার পূজা করতে এসেছি। কৃষ্ণ - হে বালিকাগণ দুর্গা পূজিকা কি একমাত্র তোমরাই, অন্য কেউ নয়। বালিকাগণ—সত্যই অন্য কেউ নেই। **কৃষ্ণ**—অয়ি মুগ্ধাগণ, প্রতি নিশীথেই দেবরথে এসে দেবীগণ এখানে দুর্গাদেবীর পূজা করে। বালিকাগণ—ভো, বেশতো দেবীকে পূজা করে-তো করুক না, তারা বস্ত্র ত্যাগ করে কেন চলে গেল? কৃষ্ণ—অয়ি, বালিকাগণ, তোমরা তত্ত্ব কিছু জান না, অদ্য রাত্রে পুনরায় তারা পূজা করবে, তাই স্নান করে পরবার জন্য এই বস্ত্র রেখে গিয়েছে। বালিকাগণ—ভো কৃষ্ণ,

১০। অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ॥

১০। অন্বয়ঃ [হে] অবলাঃ! অত্র আগত্য কামং (যথেচ্ছয়া) স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং (গৃহ্যতাম্) যৎ যূয়ং ব্রত কর্শিতাঃ [অতঃ] সত্যং ব্রুবাণি নর্ম নো (পরিহাসং ন করোমি)।

১০। মূলানুবাদঃ হে অবলাগণ! তোমরা সকলেই এই কদম্ব তলে এসে ইচ্ছানুরূপ নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি সত্য কথাই বলছি, ঠাট্টা করছি না, যেহেতু তোমরা ব্রত কৃশা তপস্বিনী।

তুমিই তত্ত্ব জান না। আজ দিনে আমরাই পূজা করব, তাই স্নানের পর পরবার জন্য বনদেবতার দ্বারা উচ্চ শাখার উপরে বস্ত্রগুলি রাখিয়েছি॥ বি০ ৯॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ পরিহাসোক্তিমেবাহ—অত্রেতি দ্বাভ্যাম্। অত্রাগত্য ইতি, নির্ভরস্বদৃষ্টিবিষয়ং দর্শয়তি, তত্রৈব বস্ত্রপক্ষে পর্য্যাপ্তিরিতি ব্যাজেন। কামং যথেষ্টং, প্রকর্ষেণ গৃহ্যতামিতি ঝটিত্যাগমনায় তাঃ প্রোৎসাহয়তি, তথা স্বস্যৌদাসীন্যেন চৌর্য্যেঽপ্যৌদাসীন্যমত্র চ ইমানি কেনচিচ্চোরেণাপহৃত্য কদম্বেঽস্মিন্ গোপ্যমানানি, ময়া দূরাদ্দৃষ্ট্বা সমাগতমিতি সূচয়তি—স্বং স্বমিতি। সর্ব্বাভিরেবাগত্য নিজং নিজং গৃহ্যতাং, ন ত্বেকয়া দ্বিত্রাভিঃ কতিভিশ্চিদ্বা সর্ব্বাসামেব গ্রহীতব্যং, কদাচিদস্মাসু কপটযুবতীভিঃ পরিবর্ত্তিতাপীতি ভাবঃ। গূঢ়ো ভাবস্ত্বন্য এবোহ্যঃ। নন্বু তবোক্তৌ ন প্রতীমস্তত্রাহ—সত্যমিতি। ব্রুবাণীত্যার্ষং, ব্রবাণীত্যর্থঃ, ব্রবাণীত্যেব ক্বচিৎ পাঠঃ। নন্বু নর্ম্মণা মিথ্যাপি ব্রূয়াঃ, তত্রাহ—নো নর্ম্ম ইতি। নন্বেতদপি তব নর্ম্মৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ—হে অবলাঃ, যদ্‌যূয়মিতি। অবলাসু তারুণ্যাদ্যপ্রাপ্ত্যা বলমপ্রাপ্তাসু, তত্রাপি ব্রতকৃশাসু তপস্বিনীষু নর্ম্মণোঽত্যযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। অনেন চ স্বয়ং ন চোরিতং, কিন্ত্বন্যেনৈবেতি ব্যঙ্গ্য পুনরৌদাসীন্যব্যঞ্জকনর্ম্মণা তাসাং মনঃ ক্ষোভয়তি, 'অধুনা কিং কর্ত্তুং শক্নুথ?' ইতি ভীতিদর্শননর্ম্মণা সান্ত্বয়তি চ॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পরিহাস উক্তিই করে যাওয়া হচ্ছে—অত্র ইতি দুইটি শ্লোকে। **অত্র আগত্য**—'এখানে এসে' এই বাক্যে ভাল করে নিজ নজরের বিষয়গুলি দেখাচ্ছেন—বস্ত্রপক্ষে, গাছের উপরে যে বস্ত্রের পাহাড়, তাই ছলে দেখাচ্ছেন। **কামং**—যথা ইচ্ছা, ভাল করে নিয়ে নেও, ঝটিতি আসার জন্য তাদের উৎসাহিত করছেন। তথা নিজ উদাসীনতা দ্বারা চৌর্য সম্বন্ধেও উদাসীনতা দেখালেন। এই বস্ত্রগুলি এখানে এই কদম্ব বৃক্ষে কোনও চোর চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখেছে, আমি দূর থেকে দেখে এখানে এসেছি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করলেন। **স্বং স্বং**—সকলেই এসে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও। না-একা, না-দুইতিন কয়েক জনে মিলে এসে সকল বস্ত্র গ্রহণ করা সমীচীন হবে। কারণ কদাচিৎ তোমাদের মধ্যে কপট যুবতী কেউ যদি থাকে, তবে নিজের কাপড় বদলিয়ে ভাল কাপড় নিয়ে যেতে পারে। এখানে গূঢ় ভাব অন্য কিছু, যা উহ্য থাকল। ওহে, তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না, এরই উত্তরে, **সত্যম্**—সত্যই বলছি। পাঠ ব্রুবানি আর্ষ প্রয়োগ, 'ব্রবাণি' এরূপ অর্থ; ব্রবানি পাঠও কোথাও

কোথাও দেখা যায়। আচ্ছা, পরিহাসে মিথ্যাও তো বলতে পার। এরই উত্তরে, না এ পরিহাস নয়। আচ্ছা, এও তোমার পরিহাসই, এরূপ কথার আশঙ্কায় বলা হচ্ছে **হে অবলাঃ**—যেহেতু তোমরা অবলা, 'অবলাস্তু'—তারুণ্যাদি অপ্রাপ্তি হেতু দেহে বল অপ্রাপ্তা, তার মধ্যেও আবার **ব্রত কর্শিতা**—ব্রতের দ্বারা কৃশা তপস্বিনীর প্রতি পরিহাস অতি অযোগ্য বলে এ পরিহাস নয়, এরূপ ভাব। এ স্বয়ং চুরি করে নি, কিন্তু অন্যে চুরি করেছে, এইরূপ ছল করে পুনরায় উদাসীনতা ব্যঞ্জক পরিহাসের দ্বারা গোপীদের মন ক্ষুভিত করে তুলছেন এবং 'এখন আমি কি করতে পারি,' এইরূপে ভীতি দর্শনরূপ পরিহাসের দ্বারা সান্ত্বনাও দিলেন ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হ শব্দোক্তং স্পষ্টং পরিহাসমাহ,—অত্রেতি। সত্যং যুষ্মাকমেবৈতানি বস্ত্রাণি চেৎ কামং যথেষ্টমেবাত্রাগত্য স্বং স্বং পরিচিত্য মৎ প্রত্যয়ার্থং শপথং কৃত্বা ধনরক্ষকায় মহ্যং পারিতোষিকমেকৈকং হারং দত্ত্বা বাসো গৃহ্যতাম্। স্বং স্বমিতি সর্ব্বাভিরেবাগত্য নত্বেকয়া দ্বিত্রাভির্বা আগত্য বস্ত্রলোভবতীনাং স্ত্রীণামধিক গ্রহণস্যাপি সম্ভবিষ্ণুত্বাৎ। নন্থ, গন্তুং ন শক্নুমস্তত্র সহাসমাহ,—হে অবলাঃ, মন্যে ব্রতকার্শ্যাদেবাত্রাগন্তুং ন শক্নুথেতি ভাবঃ। যদ্বা, তর্হি ন দাস্যামি প্রবলস্য মম কিং কর্ত্তুং শক্নুথেতি ভাবঃ। নন্থ, কপটিনস্তবোক্তৌ ন প্রতীমস্তত্রাহ,—সত্যং তথ্যমেব ব্রুবাণীত্যার্ষং ব্রবাণীত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ। যদ্বা, সত্যং শপথং কৃত্বা ব্রুবীমি। "সত্যং শপথতথ্যয়ো"-রিত্যমরঃ। নতু নর্ম্ম যতো ব্রতেন কৃশীকৃতা যূয়ং তপস্বিনীষু যুষ্মাসু দয়াভক্তিশ্চ ধর্ম্মভয়ঞ্চোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বের ৯ শ্লোকে যে 'হ' শব্দোক্ত স্পষ্ট পরিহাস, এখানে তাই ১০ শ্লোকে বলা হচ্ছে, অত্র ইতি। **সত্যং**—সত্যই বলছি, যদি তোমাদেরই এই বস্ত্র হয়, তবে **কামং**—ইচ্ছানুরূপ এখানে এসে নিজ নিজ বস্ত্র চিনে আমার প্রত্যয়ের জন্য শপথ করে তোমাদের ধনরক্ষক আমাকে পারিতোষিক এক একটি হার দিয়ে বস্ত্র গ্রহণ কর। **স্বং স্বং ইতি**—নিজ নিজ (বস্ত্র)—সকলেই এসে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও ; একজন বা দু-তিনজন এসে নয়, কারণ তা হলে বস্ত্র-লোভবতী স্ত্রীদের অধিক বস্ত্র গ্রহণের সম্ভাবনা। বালিকাগণ বললেন—যেতে সমর্থ নই ; এর উত্তরে কৃষ্ণ হাসির সহিত বললেন—**হে অবলাঃ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি, মনে হচ্ছে ব্রত কৃশতা হেতুই এখানে আসতে পারছ না। অথবা, তা না-হলে দিব না, প্রবল আমার অবলা তোমরা কি করতে পার ? বালিকাগণ বললেন—কপটী তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। এর উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—তোমাদের **সত্যং**—সত্য কথাই বলছি। এখানে ব্রুবাণি আর্ষ প্রয়োগ। অথবা, **সত্য**—শপথ করে বলছি। [সত্যং—শপথ, সত্য কথা—অমর] **নর্ম নো**—রসিকতা করছি না, কারণ **ব্রতকর্শিতা**—ব্রতের দ্বারা কৃশীকৃতা তোমরা—তপস্বিনী তোমাদের প্রতি দয়া, ভক্তি এবং ধর্মভয় জন্মাচ্ছে, এরূপ ভাব ॥ বি০ ১০ ॥

১১। ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ॥

১১। অন্বয়ঃ সুমধ্যমাঃ! ময়া অনৃতং (মিথ্যাবাক্যং) ন উদিতঃ পূর্বং বা (এতজ্জন্মনি এতাবদ্বয়ঃ পর্য্যন্তন্তু ন পরিচিনোমি) তৎ ইমে (মম সহচরাঃ) বিদুঃ (জানন্তি) [অতঃ] একৈকশঃ সহ এব বা (প্রত্যেকং পৃথক্ পৃথক্ সর্বাঃ মিলিত্বা বা) প্রতিচ্ছধ্বং (নয়ধ্বং) ইতি।

১১। মূলানুবাদঃ হে সুমধ্যমাগণ! বালক বয়সে এ পর্যন্ত কখনও-ই আমি মিথ্যা বলি নি — আমার এই বালক সহচরগণই তা জানে। এক এক করেই হোক বা সকলে মিলে এক সঙ্গেই হোক এই কদম্বমূলে এসে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও।

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নন্থ সপ্রহাসোক্তেরসত্যতৈবাবগম্যতে, তত্রাহ—নেতি। উদিতপূর্ব্বং পূর্ব্বপূর্ব্বমুক্তং যত্তদনৃতং মিথ্যা নৈব ভবতি; যদ্বা, অনৃতং ন ময়া উদিতপূর্ব্বং, কদাচিদপ্যনৃতং পূর্ব্বং নোদিতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ইমে মম সহচরা বিদুঃ, এষামেব মদীয়াশেষবৃত্তিজ্ঞানাৎ। নন্থ ত্বদ্বয়স্যা অপি ত্বৎসদৃশা এব ইতি চেত্তত্রাহ—একৈকশ আগত্য স্বীয়ং বস্ত্রং গৃহ্নীত; যদি পূর্ব্বপূর্ব্বস্যামন্যথা স্যাত্তদৈব উত্তরোত্তরাভির্মদ্বচনং মিথ্যা মত্বা নাগন্তব্যমিতি ভাবঃ। অহো প্রথমোত্থানে সর্ব্বাসামসম্মতিঃ স্যাৎ, উত্থিতায়াঞ্চ কস্যাঞ্চিদন্যাসাং ক্রমঘটনা দুর্ঘটা স্যাদিতি কিমেবং বিলম্বাচরণেন বা? মম বচসি মনসি চ কাপি বক্রতা নাস্ত্যেবেতি বোধয়ন্ পক্ষান্তরমাহ—সহেতি। উত বা-শব্দার্থে। হে সুমধ্যমা ইতি কৃশমধ্যানাং যুষ্মাকং শীতান্তসি চিরমূর্দ্ধস্থিতির্মাং কৃপয়তীতি ভাবঃ। যুষ্মাকং মধ্যভাগাদি-সৌন্দর্য্যমেব দ্রষ্টুমিষ্যতে, ন চ বস্ত্রৈরেতৈর্মৎপ্রয়োজনমিতি তু নিগূঢ়ো ভাবঃ॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা জোরে জোরে হাসতে হাসতে কথা-তো, অতএব এ অসত্য বলেই বোঝা যাচ্ছে,—এরই উত্তরে, ন ইতি। 'ময়া উদিত পূর্বং'—বালক বয়স থেকে আগে আগে 'ময়া' আমার দ্বারা যা বলা হয়েছে. তা **অনৃতং**—মিথ্যা 'ন এব' হয় নি কখনও-ই। অথবা, 'অনৃতং ন ময়া উদিত পূর্বং' অর্থাৎ কখনও-ই আমার দ্বারা 'অনৃতং' মিথ্যা পূর্বে উক্ত হয় নি। তা আমার এই সখাগণ জানে, কারণ এদের আমার নিখিল মনোবৃত্তির জ্ঞান আছে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তোমার সখাগণও যদি তোমার মতই হয়? এরই উত্তরে, **একৈকশঃ**—এক এক করে এসে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও, যদি না আস এই মনে করে—যে আমার আগের আগের কথা মিথ্যা হয়, তবে এখন পরে যা বললাম তাও মিথ্যা হবে। অহো যদি প্রথম উঠে আসা সম্বন্ধে সকলেরই অসম্মতি থাকে, কেউ উঠে এলেও কোনও অপর জনের ক্রম অনুসারে উঠে আসা যদি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়— তবে এর জন্য বিলম্ব আচরনেরই বা কি প্রয়োজন? আমার বাক্য-মনে কোনও কুটিলতা নেই, এরূপ বুঝাবার উদ্দেশ্যে পক্ষান্তর বলছেন—'সহ ইতি' অর্থাৎ আচ্ছা বেশতো সবাই একসঙ্গে মিলেই না-হয় এস। **উত**—বা অর্থে। **হে সুমধ্যমা**—ক্ষীণ কটিদেশ তোমাদের এই ঠাণ্ডা জলে কেটে দুই চির হয়ে যাচ্ছে, উপরে তটে এসে দাঁড়ালে

আমাকে অনুগ্রহ করাই হবে, এরূপ ভাব। তোমাদের কটিদেশের সৌন্দর্য দেখতে ইচ্ছা করছি, তোমাদের বস্ত্রে আমার কোন প্রয়োজন নেই, ইহাই নিগূঢ় ভাব ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্থ, মিথ্যাবাদিনস্তব শপথেঽপি ন বিশ্বসিম ইতি তত্র সরসনাদংশমাহ,—নেতি। উদিত পূর্ব্বমিতি সুপ্ সুপেতি সমাসঃ। অনৃতং ন পূর্ব্বমুদিতমিতি এতজ্জন্মনি এতাবদ্বয়ঃ পর্য্যন্তন্তু অনৃতং ন পরিচিনোমি। অত্র কিং প্রমাণমিতি চেদিমে বালা এব বালানাং যথা দৃষ্টগ্রাহিত্বস্বভাবত্বাদার্জ্জবাচ্চেতি ভাবঃ। নন্থ, দূরতোঽত্র জলে বস্ত্রাণি ক্ষিপ্যন্তাং বালদ্বারা বা দীয়ন্তাং তত্র হন্ত হন্ত এতানি যুষ্মদীয়ান্যদীয়ানি বা ময়া জ্ঞাতুমশক্যানি কথং দীয়ন্তাম্। অস্মদ্বিধৈর্ধার্ম্মিকৈঃ পরদ্রব্যাণি নখাগ্রেণাপি ন স্পৃশ্যন্তে তস্মাৎ যূয়মেবাগত্য প্রতীচ্ছত স্বং স্বং পরিচিত্য গৃহ্নীত যতঃ পারক্যং বস্তু ন গৃহ্নামি ন দদামি নাপি স্পৃশামীতি মমঃ নিয়মঃ। নন্থ ত্বয়া ধৃষ্টেন করিষ্যমাণাদ্বিড়ম্বনাদ্ভীত্যৈব কুলকুমার্য্যো বয়ং ত্বৎসমীপং ন যামস্তত্রাহ, একৈকশ ইতি। প্রথমং যুষ্মাকমবরা কাচিদিহাগচ্ছতু তস্যামবিড়ম্বিতায়াং সত্যামন্যা অপ্যায়ান্তু সহৈবোতেতি যুগপদ্ধ্বীনামাগমনে স্ত্রীণাং বিড়ম্বনাসম্ভবাচ্চেতি ভাবঃ। হে সুমধ্যমাঃ ইতি শিরাংসি খলুত্তমাঙ্গশব্দেনোচ্যন্তে তান্যতিসুন্দরাণি ভবত্যঃ কৃপয়া মাং যদি দর্শয়ন্ত্যেব তদা মধ্যমাঙ্গান্যপি সুন্দরাণি মাং দর্শয়িতুং কা লজ্জেতি ভাবঃ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোপীগণ—মিথ্যাবাদী তোমার শপথেও বিশ্বাস করি না,—এরই উত্তরে, কৃষ্ণ জীব কেটে বললেন—ন ইতি। **উদিত পূর্বকং**—মিথ্যা কথা পূর্বে কখনও বলি নি—এই জন্মে এতখানি বয়স পর্যন্ত মিথ্যার সঙ্গে কোন পরিচয়ই ঘটে নি আমার। এ বিষয়ে কি প্রমাণ, এরূপ যদি জিজ্ঞাসা কর, তার উত্তরে বলছি, **ইমে**—আমার এই সহচর বালকরা সাক্ষী, সাক্ষীর ব্যাপারে বালকদেরই যোগ্যতা, কারণ এরা দৃষ্ট বিষয় গ্রহণের স্বভাব-বিশিষ্ট এবং সরল হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। গোপীগণ—আচ্ছা দূর থেকে এখানে জলে বস্ত্রগুলি ছুঁড়ে দেও, বা বালকদের দ্বারা পাঠিয়ে দেও। এর উত্তরে কৃষ্ণ—এই বস্ত্রগুলি তোমাদের বা অন্য লোকদের তা আমি কি করে জানবো, কি করে দিব? আমার মত ধার্মিক ব্যক্তি পরদ্রব্য নখাগ্রেও স্পর্শ করে না; তোমরাই এখানে এসে **প্রতীচ্ছত**—নিজের নিজেরটা চিনে নিয়ে গ্রহণ কর, কারণ আমি পরের বস্তু না-নেই, না-দেই, না ছুঁই, এটাই আমার নিয়ম। ধৃষ্ট তুমি বিড়ম্বনায় ফেলে দিতে পার, এই ভয়েই কুলকুমারী আমরা তোমার নিকট যাব না; এরই উত্তরে কৃষ্ণ—**একৈকশঃ**—প্রথমে তোমাদের মধ্যে ছোট কোনও একজন এখানে আসুক, সে যদি বিড়ম্বিত না হয়ে ফিরে যায়, তখন অন্যেরা আসুক। **সহৈবোত**—অথবা সবাই মিলে একসঙ্গে আস-না—যুগপৎ বহুর আগমনে স্ত্রীদের বিড়ম্বনায় পড়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই, এরূপ ভাব। **সুমধ্যমা**—মস্তককেই উত্তমাঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়, উহাই অতি সুন্দর, তোমরা কৃপা করে আমাকে যদি তাই দেখালে, তবে মধ্যমাঙ্গ ও অন্য অঙ্গও, যা সুন্দর আমাকে দেখাতে কি লজ্জা, এরূপ ভাব ॥ বি০ ১১ ॥

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
A.C.C. No.
CALCUTTA-3

১২। তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাং প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥
১৩। এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্॥

১২। অন্বয়ঃ গোপ্যঃ তস্য (কৃষ্ণস্য) তৎ ক্ষ্বেলিতং (রহস্য পরিহাসং) দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতাঃ ব্রীড়িতাঃ চ (লজ্জিতাশ্চ) অন্যোন্যং প্রেক্ষ্য জাতহাসাঃ ন নির্যযুঃ।

১৩। অন্বয়ঃ গোবিন্দে এবং ব্রুবতি নর্মণা আক্ষিপ্তচেতসঃ (ব্যগ্রচিত্তাঃ) শীতোদে (শীতলজলে) আকণ্ঠমগ্নাঃ বেপমানাঃ (কম্পমানাঃ) [তাঃ] তং (কৃষ্ণং) অব্রুবন্।

১২। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণের সেই পরিহাস উক্তি হৃদয়ঙ্গম করে গোপীগণ অধিক প্রেমরসে নিমগ্ন হয়ে গেলেন, লজ্জিতা হলেন। লজ্জা ও আনন্দে পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করে হাসাহাসি করতে লাগলেন, কিন্তু জল থেকে উঠে এলেন না।

১৩। মূলানুবাদঃ গোবিন্দ বার বার নানাবিধ পরিহাস উক্তি করতে থাকলে পরিহাস-ব্যগ্রচিত্তা গোপীগণ ঠাণ্ডাজলে আকণ্ঠ মগ্ন অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে বললেন।

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ প্রেমপরিপ্লুতা ইতি গোপীবিশেষণত্বেন স্বভাবত এব প্রেমবিশেষবত্যঃ, সম্প্রতি তু তৎ ক্ষ্বেলিতং পরিহাসোক্তিং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা অধিকপ্রেমরসে নিমগ্না ইত্যর্থঃ। তত্র চ জাতিস্বভাবেন ব্রীড়িতাঃ, ব্রীড়য়া হর্ষেণ চান্যোন্যং প্রেক্ষ্য জাতহাসাশ্চ সত্যো ন নির্যযুঃ॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ—গোপী-বিশেষণ দ্বারাই বুঝা যায়, এঁরা স্বভাবতই প্রেমবিশেষবতী, কিন্তু সম্প্রতি **তৎক্ষ্বেলিতং**—সেই পরিহাস উক্তি **দৃষ্ট্বা**—হৃদয়ঙ্গম করে অধিক প্রেমরসে নিমগ্ন হয়ে গেলেন তাঁরা, এরূপ অর্থ। এর মধ্যেও আবার জাতিস্বভাবে লজ্জিতা হলেন। লজ্জা ও আনন্দে পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করত হাসাহাসি করতে লাগলেন, কিন্তু জল থেকে উঠে এলেন না॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ক্ষ্বেলিতং রহস্য পরিহাসং দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতা ইতি মন্যামহে ইমমেব কান্তং সুখয়িতুমস্মাকমহন্তাস্পাদান্যনুরূপাণি কিং ভবিষ্যন্তীতি মনোঽনুলাপানন্দেন মগ্না বহিস্ত্বন্যোন্যং প্রেক্ষ্য ব্রীড়িতা ইত্যয়ি কমলেক্ষণে, ত্বামাহ্বয়ত্যয়ং তথাহি—অয়ি সুধামুখি, ত্বমেব যাহি সুধাং পায়য়ন্তী-ত্যন্যোন্যং জাতহাসাঃ পরিজহসুরেব নতু নির্যযুঃ॥ বি॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ক্ষ্বেলিতং—কৃষ্ণের রহস্য-পরিহাস দেখে গোপীগণ প্রেমাপ্লুতা হলেন। ভাবছি, এই কান্তকে সুখী করতে আমাদের অহন্তাস্পদ যোগ্য কি থাকতে পারে—এইরূপে মনে মনে নিরবিচ্ছিন্ন আলাপানন্দে মগ্না, আর বাইরে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে লজ্জিতা হয়ে পড়লেন—অতঃপর একজন আর একজনকে বললেন—অয়ি কমল নয়নে! দেখ-না এ তোমাকে ডাকছে—সেই জন

উত্তর দিলেন—অয়ি সুধামুখি তুমিই যাও-না সুধা পান করিয়ে এসো গিয়ে, এইরূপে পরস্পর হাসাহাসি করতে লাগলেন কিন্তু জল থেকে উঠে এলেন না ॥ বি॰ ১২ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ এবং ব্রুবতীতি পুনঃ পুনস্তথৈব নানাপ্রকারং বদতীত্যর্থঃ। গাং বাচং নিজবশ্যতয়া বিন্দতীতি গোবিন্দস্তস্মিন্নিতি পরমবাগ্মিতাভিপ্রেতা; নর্ম্মাকৃষ্টচেতস্ত্বেনৈবাব্রুবন্, অন্যথা নাবদিষ্যন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বেপমানাঃ, তত্র হেতুঃ—লজ্জয়া শীতোদকেঽপ্যাকণ্ঠমগ্নাঃ ॥ জী॰ ১৩ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এবং ব্রুবতি ইতি—পুনঃ পুনঃ সেইরূপ নানা প্রকার পরিহাস উক্তি করতে থাকলে, এইরূপ অর্থ। **গোবিন্দ**—'গাং' উক্তি নিজ অধীন রূপে 'বিদ্' প্রাপ্ত যাঁর দ্বারা, তিনি হলেন গোবিন্দ, এই পদে পরমবাগ্মিতা অভিপ্রেত। **নর্মণাক্ষিপ্ত চেতসঃ**—পরিহাসে ব্যগ্রচিত্তা গোপীগণ—এইরূপে পরিহাসের দ্বারা গোপীগণ আকৃষ্টচিত্তা হলেন—তাই কথার উত্তর দিলেন, অন্যথা কোন কথাই বলতেন না। আরও, **বেপমানাঃ**—কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কারণ লজ্জায় ঠাণ্ডাজলেও আকণ্ঠ ডুবে থাকলেন ॥ জী॰ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং নানাপ্রকারং নর্ম্ম ব্রুবতি সতি গোবিন্দে গা নর্ম্ম মধুরবাচো বিন্দতীতি তস্মিন্। তচ্চেদং নর্ম্ম ভোঃ খঞ্জনাখ্যাঃ, যদি যূয়ং নাগচ্ছথ তদা এতৈরেব বাসোভিঃ শাখানিবদ্ধৈর্হিন্দোলিকামুপধানাদিকঞ্চ বিরচয্য ময়া শয্যতে রাত্রাবদ্য কৃতজাগরং মাং নিদ্রাসম্প্রত্যায়াতি ভো গোপাল, তব গাবস্তৃণ-লোভেন গহ্বরং প্রবিষ্টাস্ততস্তাঃ পরাবর্ত্তয়িতুং দ্রুতমিতো যাহি। ভো ভো গোপবালাঃ, দ্রুতমিতো গৃহকৃত্যার্থং ব্রজং ব্রজত পিত্রাদি গুরুজনান্ মা অসমঞ্জসমভ্যহয়থ। ভোঃ পিঞ্ছচূড়, বয়মিতো মাসং ব্যাপ্য গৃহং ন যামঃ পিত্রাদি গুরুজনাদেশেনৈব কাত্যায়নীব্রতং সমাপ্য মাসমাত্রমুপবাসব্রতং কুর্ম্মঃ। ভোস্তপস্বিন্যঃ, অহমপি যুষ্মদ্দর্শনপ্রভাবাদ্ভুতগৃহবাসবৈরাগ্যসম্প্রতি মাসং ব্যাপ্য অত্রৈব নভোবাসব্রতং চিকীর্ষামি যদি চানুকম্পধ্বে তদাত্বিতোঽবরুহ্য যুষ্মাভিঃ সমমুদবাস ব্রতমেব কর্ত্তুং প্রয়ামীতি নর্ম্মণা আক্ষিপ্তচেতসঃ শঙ্কয়া ততোঽপ্যধিকজলে আকণ্ঠমগ্নাঃ বেপমানাঃ শীতেন শঙ্কাহর্ষোৎসুক্যাদিভিশ্চ ॥ বি॰ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোবিন্দ **এবং**—এইরূপে নানাপ্রকার পরিহাস উক্তি করতে থাকলে—'গোবিন্দ'—'গা' মধুর পরিহাস বাক্য যার বশবর্তী। সেই পরিহাস বাক্য এইরূপ, যথা—হে খঞ্জননয়নাগণ, যদি তোমরা এখানে না আস, তা হলে এইসব বস্ত্র গাছের ডালে বেঁধে হিন্দুলিকা ও বালিশাদি বানিয়ে নিয়ে আমি শুয়ে যাবো, আজ রাত্রি জেগে আমার এখন ঘুম পেয়ে গিয়েছে। এ-কথা শুনে গোপীগণ—ভো গোপাল! তোমার ধেনুকুল তৃণলোভে পর্বত গুহায় ঢুকে গিয়েছে, অতএব তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এখান থেকে শীঘ্র চলে যাও। এর উত্তরে কৃষ্ণ—ভো ভো গোপবালা! গৃহকর্মের জন্য দ্রুত এখান থেকে ব্রজে চলে যাও, পিতামাতাদি গুরুজনদের 'কোথায় গেল কোথায় গেল' এরূপ বিতর্কে ফেল না। এর উত্তরে গোপীগণ—ভো পিঞ্ছচূড়! আমরা একমাস ধরে গৃহে যাব না—পিতামাতাদি গুরুজনদের আদেশেই কাত্যায়নী ব্রত সমাপন করে একমাসমাত্র উপবাস ব্রত পালন করব। এর উত্তরে কৃষ্ণ—

১৪। মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বান্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥

১৪। অন্বয়ঃ অঙ্গ ভোঃ (হে শ্রীকৃষ্ণ) অনয়ং (অন্যায্যং) মা কৃথাঃ (মা কুরু) ব্রজশ্লাঘ্যং নন্দগোপসুতং ত্বাং তু [বয়ং] প্রিয়ং জানীমঃ [বয়ং] বেপিতাঃ [অতঃ] বাসাংসি দেহি।

১৪। মূলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ অন্যথা আচরণ করো না। তোমাকে আমরা চিনি, তুমি তো নন্দ-রাজের পুত্র, এর মধ্যেও সর্বব্রজজন প্রশংসিত ও সকলের প্রিয়। অতএব বস্ত্রসমূহ দিয়ে দেও, এই দেখ-না আমরা শীতে কাঁপছি।

ভো তপস্বিনিগণ! আমিও তোমাদের দর্শন প্রভাবে জাত গৃহবাস-বৈরাগ্যে স্থিত হয়েছি, সম্প্রতি একমাস-ধরে এখানেই আকাশ-বাস ব্রত পালন করব? তবে যদি তোমাদের করুণা হয় তবে এখান থেকে নেমে তোমাদের সঙ্গে জলবাস ব্রতই করবার জন্য সংযম করব। এইরূপ পরিহাস বাক্য শুনে গোপীগণ ভয়ে ব্যগ্রচিত্ত হয়ে আরও অধিক জলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে শীতে ও শঙ্কা-হর্ষ-উৎসুকতায় কাঁপতে লাগলেন॥বি০১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ আদৌ সাম্না আহুঃ—মেতি, প্রাগেব মা শব্দনির্দ্দেশো ব্যগ্রতয়া অনয়াহকরণদার্ঢ্যার্থং বা। ভো ইতি, অঙ্গেতি চ সপ্রেমার্ত্তি-সম্বোধনে, অতএব দ্বিরুক্তিঃ। নন্দ-গোপস্য সুতং জানীম ইতি—ত্বং গোপকুমারঃ, বয়ঞ্চ গোপকন্যকা ইত্যস্মান্ প্রত্যেতাদৃশমন্যায্যং কর্ত্তুং নার্হসি। শ্লেষেণ নন্দয়তি ব্রজমিতি নন্দো যো গোপো ব্রজরাজস্তস্য সুতমিতি প্রজাসু অস্মাসু যুবরাজস্য তব ন্যায় এবোচিতঃ, ন তু স্বপিতৃপ্রতিকূলং দুঃখদানাদি-কর্ম্ম ইতি; যদ্বা, নন্দস্য গোপং সুতমিতি—সর্ব্বব্রজ-জনাজীব্য রক্ষকস্য তব বিরুদ্ধাচরণং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অত্র তু তন্নামগ্রহণং সংরম্ভস্যৌদাসীন্যস্য চ ব্যঞ্জনায়, তচ্চ স্বভাবব্যক্তৌ লজ্জয়া, তত্র চ প্রিয়ং প্রিয় ইতি জানীমঃ; অতোঽস্মাকমপ্রিয়াচরণমন্যায্যমেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, ব্রজে ব্রজমধ্যে ব্রজেন বা শ্লাঘ্যঞ্চ জানীমঃ, অতো ব্রজনিন্দ্যৈতৎকর্ম্মাচরণমযুক্তমেবেতি ভাবঃ। দানে হেতুঃ—বেপিতা বয়ম্; যদ্বা, বেপিতাঃ প্রতি ইতি কৃপাং জনয়ন্তি॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রথমে সাম—তোষণ নীতি, অবলম্বনে বললেন—মা ইতি। প্রথমেই **মা**—'না' শব্দ নির্দেশ ব্যগ্রতা হেতু, বা অন্যায় অকরণ দৃঢ় করবার জন্য। প্রেমার্তির সহিত সম্বোধন তাই দ্বিরুক্তি 'ভো' এবং 'অঙ্গ'। **নন্দগোপসুতং জানিম**—তুমি গোপকুমার, আর আমরা হলাম গোপকন্যা, অতএব আমাদের প্রতি এতাদৃশ অন্যায্য করা সমুচিত নয়। অর্থান্তরে, 'নন্দগোপসুতং' ব্রজভূমিকে আনন্দে ভরে রাখেন, এইরূপে 'নন্দ' পদ সম্পন্ন হল—নন্দ নামে যে গোপ ব্রজরাজ, তার পুত্র তুমি, কাজেই প্রজা আমাদের প্রতি যুবরাজ তোমার ন্যায় কার্য করাই উচিত—স্বপিতৃ-প্রতিকূল দুঃখদানাদি কর্ম কিছুতেই করা উচিত নয়। অথবা, নন্দের **গোপসুতম্**—'গোপ' গোরক্ষক পুত্র—সর্ববজজনের জীবিকা গোধন রক্ষক তোমার বিরুদ্ধাচরণ যুক্তিযুক্ত নয়, এরূপ ভাব। এখানে 'কৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করা হল না, সম্ভ্রম ও উদাসীতা প্রকাশের জন্য—এও স্বভাবের অভিব্যক্তিতে লজ্জায়। এর মধ্যেও বললেন

১৫। শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে॥

১৫। অন্বয়ঃ হে ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্যামসুন্দর! তে (তব) দাস্যঃ [ভবামঃ] তব উদিতং (বাক্যং) করবাম (পালয়ামঃ) বাসাংসি দেহি নোচেৎ রাজ্ঞে (নন্দমহারাজায়) ব্রুবামঃ।

১৫। মূলানুবাদঃ হে শ্যামসুন্দর! আমরা দাসী হয়ে তোমার উৎকর্ষ প্রচার করব। হে ধর্মজ্ঞ! বস্ত্রসমূহ দিয়ে দাও, নতুবা রাজা নন্দের নিকট নালিশ জানাব।

প্রিয়ং—তোমাকে প্রিয় বলে জানি। অতএব আমাদের প্রতি তোমার অপ্রিয় আচরণ করা সমুচিত নয়, এরূপ ভাব। **ব্রজশ্লাঘ্যং**—ব্রজমধ্যে বা ব্রজজনদের দ্বারা প্রশংসনীয় বলেই **ত্বাং**—তোমাকে জানি, অতএব ব্রজমধ্যে বা ব্রজজনদের দ্বারা নিন্দিত কর্ম তোমার দ্বারা আচরণ একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়, এরূপ ভাব। **দেহি**—বস্ত্র দিয়ে দাও, কারণ আমরা শীতে কম্পমানা। অথবা, যাঁরা শীতে কাঁপছে তাদের প্রতি দান, এইরূপে কৃপা জন্মাচ্ছেন॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রথমং সাম্না আহুঃ—অনয়মন্যায্যং মাকৃথাঃ। নন্থ, মুগ্ধাঃ যূয়ং মাং নৈব পরিচিনুথ। যতো ময্যপ্যনীতি কলঙ্কং-দাতুং ন শঙ্কধ্বে তত্রাহুঃ—ত্বান্ত্বিতি। অন্যান্ ব্রজস্থানমপি ন জানীম এব তান্ত্বতিপ্রসিদ্ধং নন্দরাজস্য সুতং জানীম এব "গোপোভূপেঽপি দৃশ্যতে" ইত্যভিধানাৎ। তত্রাপি ব্রজমাত্রস্যাপি শ্লাঘ্যং তথাপি প্রিয়ম্। নন্থ ভো নির্ব্বুদ্ধয়ঃ, যদ্যহং রাজ্ঞঃ পুত্রস্তর্হি কথং ময্যনীতিঃ। রাজপুত্রা অপি ক্বচিদনীতিমন্ত ইতি চেৎ কথমহং ব্রজশ্লাঘ্যঃ প্রিয়শ্চ নহ্যনীতিমৎসু শ্লাঘা প্রীতির্বা সম্ভবেদিতি ভাবঃ। নন্থ, সত্যং স্ত্রিয়ো বয়ং বক্তুমনভিজ্ঞাস্তস্মাৎ কৃপয়ৈবাপরাধং ক্ষান্ত্বা বাসাংসি দেহি বেপিতা বয়মিতি কৃপাং জনয়ন্তি॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গোপীগণ প্রথমে 'সাম' তোষণ নীতিতে কথা বলতে লাগলেন **অনয়ং**—হে কৃষ্ণ অন্যায্য আচরণ করো না। এর উত্তরে কৃষ্ণ—হে মুগ্ধাগণ তোমরা আমাকে চেন না, যেহেতু আমার উপরও অনীতি কলঙ্ক আরোপ করতে ভয় করছ না। এর উত্তরে গোপীগণ—ত্বাং তু। অন্য কিছু এমন কি ব্রজস্থানও জানি না ঠিকই, কিন্তু তোমাকে জানি ঠিকই, তুমি তো **নন্দগোপসুতং** নন্দ-রাজের পুত্র—[অভিধানে 'গোপ' শব্দের অর্থ রাজা দেখা যায়]। এর মধ্যেও আবার **ব্রজশ্লাঘ্য**—তুমি ব্রজজন মাত্রেরই প্রশংসিত। এর মধ্যেও আবার **প্রিয়ং**—সকলের প্রিয়। এর উত্তরে কৃষ্ণ—ভো নির্বুদ্ধির দল, যদি আমি রাজার পুত্র, তা হলে আমাতে অনীতি থাকবে কি করে? রাজপুত্রও কখনও অনীতি পরায়ণ হয়ে থাকে, এরূপ যদি বল, তাহলে বলি শোন—অনীতি পরায়ণ হলে আমি কি করে ব্রজশ্লাঘ্য ও প্রিয় হলাম—অনীতি পরায়ণ জনে প্রশংসা বা প্রীতি সম্ভব হয় না, এরূপ ভাব। কৃষ্ণের এই যুক্তির উত্তরে গোপীগণ - সত্যই স্ত্রীলোক আমরা কথা বলতে অনভিজ্ঞা, অতএব কৃপা করে অপরাধ ক্ষমা করত বস্ত্র সমূহ দিয়ে দেও, **বেপিতাঃ**—আমরা শীতে কাঁপছি—এরূপ কথায় কৃপা জন্মাচ্ছেন॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অধুনা দানং প্রদর্শয়ন্তি—শ্যামেতি। দাস্যঃ শ্যাম ভবেমেতি চিৎসুখসম্মতঃ পাঠঃ। এবং দাস্যেনাত্মসমর্পণাদিকমেব দানমুহ্যম, তত্রাপি তবোদিতং করবামেতি বিশেষোক্তির্ভাববিশেষং ব্যঞ্জয়তি। শ্যামেতি—তালব্যাদি ক্বচিৎ। তত্র দাস্যঃ সত্য ইতি যোজ্যং, কিন্তু ভগবান্ পৃথগেবানুবাদং করিষ্যতি। অধুনা ভেদং প্রযুঞ্জতে—ধর্ম্মজ্ঞেত্যাদিনা। অন্যথা নগ্নস্ত্রী-সন্দর্শনেন পরস্বহরণাদিনা চাধর্ম্মতো ভয়মিতি ভাবঃ। অদৃষ্টাত্তস্য ভয়মনালোচ্য দৃষ্ট-ভয়মুৎপাদয়ন্তি—নোচেদিতি দ্বিবিধো ভেদঃ। রাজ্ঞে গোপরাজায়, শ্লেষেণ নন্দগোপসুতম্, অর্থাত্তস্যৈব প্রিয়মিতি—প্রিয়ত্বেন ন ত্বং কিঞ্চিদ্বলাচ্ছিক্ষিতোঽসি, তথাঽঙ্গৈরেব ব্রজে শ্লাঘ্যং, ন তু গুণৈঃ,ধর্ম্মজ্ঞেতি-সোল্লুণ্ঠোক্ত্যা ধর্ম্মপরিত্যাগ ইত্যত্র তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতমিত্যারভ্যৈতৎপর্য্যন্তেন কিলকিঞ্চিতাখ্যোঽনুভাবোঽনুসন্ধেয়ঃ; যথোক্তম্—'গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥' ইতি॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এখন 'দান'(বিপক্ষকে শান্ত করারজন্যকিছু সমর্পণ) দেখান হচ্ছে—শ্যাম ইতি। [হে **শ্যামসুন্দর**—শ্যাম অঙ্গেই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। অতএব আমরা তোমার দাসী হয়ে যাবো—শ্রীসনাতন] 'দাস্য শ্যাম ভবেম ইতি' এটি চিৎসুখ সম্মত পাঠ।—এইরূপে দাসী হয়ে আত্মসমর্পণাদিরূপ 'দান' নির্ণিত হল (যুক্তি দ্বারা) এখানে। **তবোদিতং করবাম**—তোমার উৎকর্ষ প্রচার করব, এইরূপ বিশেষ উক্তি ভাববিশেষ প্রকাশ করছে। যেখানে পাঠ 'শ্যাম' আছে, সেখানে 'দাস্যঃ' পদের সহিত'সত্য'বাক্যটি যোগ করে নিয়ে অর্থ করতে হবে অর্থাৎ হে শ্যামসুন্দর! আমরা দাসী হয়ে তোমার উৎকর্ষ প্রচার করব। কিন্তু ভগবান্ এর অন্য প্রকার অর্থ করবেন। অতঃপর এখন ভেদ নীতি (ভীতি প্রদর্শন) প্রয়োগ করা হচ্ছে, 'ধর্মজ্ঞ' ইত্যাদি কথায়। যদি বস্ত্র না দেও, তবে নগ্নস্ত্রী দর্শনে ও পরস্ব হরণাদিতে অধর্ম হবে, এতে ভয়, এরূপ ভাব। এই দুই অদৃষ্ট বিষয় থেকে কৃষ্ণের ভয় হতে না দেখে দৃষ্ট-ভয় জন্মাচ্ছেন—আমাদের বস্ত্র দিয়ে দেও। অন্যথায় দ্বিতীয় ভেদনীতি,**রাজ্ঞে**—মহারাজ নন্দের নিকট বলে দিব। অর্থান্তরে—'নন্দগোপসুতং' অর্থাৎ মহারাজ নন্দের প্রিয়—সুতরাং প্রিয় বলে শাসনের দ্বারা তুমি একটুও শিক্ষিত হও-নি—কাজেই হে কৃষ্ণ তুমি ব্রজে শুধু শুধু রাজা বলে প্রশংসিত—কিন্তু গুণে তুমি ধর্মজ্ঞ নও, তাই পরিহাস বাক্যে ধর্ম পরিত্যাগ করলে। এখানে 'তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতম্'—১২ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এই ১৫ শ্লোক পর্যন্ত গোপীদের কিলকিঞ্চিতাখ্য অনুভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। নায়িকাগণের যদি যুগপৎ গর্ব-অভিলাষ-রোদন-হাস্য-অসূয়া-ভয়-ক্রোধের উদয় হয়, তবে তাকে কিলকিঞ্চিত ভাব বলে—(উজ্জ্বলনীলমণি)॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পুনরপি সাম্নৈবাহুঃ, স্যাম দাস্যোভবামেতি দন্ত্যসকারপাঠশ্চিৎসুখসম্মতঃ। শ্যামেতি তালব্যশকারপাঠে দাস্যঃ সত্যস্তবোক্তং করবামেতি। রাজ্ঞি ত্বয়ি প্রজানামস্মাকং দাস্যং সমুচিতমেবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু তন্নিষেধেনৈব স্বাত্মানমর্পয়ামাসুঃ। সুন্দরস্য তবাস্মাভির্যদ্দাস্যং সম্ভবেত্তত্র অব্যক্তং করবামেতি। কাশ্চিৎ প্রখরা ভেদং প্রযুঞ্জতে। হে ধর্ম্মজ্ঞেতি স্ত্রীধনহরণান্নগ্নস্ত্রীদর্শনাচ্চ তবাধর্ম্মো

শ্রীভগবানুবাচ।

১৬। ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাবাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি॥

১৬। অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ—[অয়ি] শুচিস্মিতাঃ! ভবত্যঃ যদি মে দাস্যঃ ময়া উক্তং চ করিষ্যথ—অত্র আগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত (গৃহ্ণন্তু) নো চেৎ অহং ন প্রদাস্যে ক্রুদ্ধঃ রাজা কিং করিষ্যতি।

১৬। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে গোপীগণ! তোমরা যদি আমার দাসীই হয়ে থাক, তবে আমি যা ই বলব তাই তো করবে—বেশ তো তা হলে এখন শৃঙ্গার রসসূচক মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে এখানে এসে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও তো। নচেৎ আমি ভাল মনে তোমাদের বস্ত্র দিব না; গোপরাজ ক্রুদ্ধ হয়েই বা কি করবেন—বস্তুতঃ স্নেহবশে কিছুই করবেন না।

ভাবীতিভাবঃ। তস্যাধর্ম্মাদ্ভয়মনালোচ্য দৃষ্টং ভয়ং দর্শয়ন্তি। নোচেদ্রাজ্ঞেতি দ্বিবিধো ভেদঃ। রাজ্ঞে নন্দায় কংসায় বা॥ বি০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পুনরায় ঐ সাম নীতিতেই বলছেন—শ্যাম দাস্যো ভবাম ইতি অর্থাৎ হে সুন্দর, আমরা তোমার দাসী হব—দন্তসকার দিয়ে পাঠ চিৎসুখ সম্মত। 'শ্যামসুন্দর' পাঠে 'দাস্য সত্য' এই 'সত্য' পদটি যোগ করে অর্থ করতে হবে—আমরা দাসী হয়ে তোমার **উদিতং**—কথা, অনুরূপ কাজ করব। রাজা তোমাতে প্রজা আমাদের দাস্যভাব সমুচিতই বটে, এরূপ ভাব। বস্তুতস্তু এই দাস্যের ছলেই তোমাতে নিজ আত্মাকে সমর্পণ করব। কোনও প্রখরা ভেদনীতি প্রয়োগ করছেন, **হে ধর্ম্মজ্ঞ**!—স্ত্রীধন হরণ হেতু ও নগ্নস্ত্রী দর্শন হেতু তোমার অধর্ম হবে, এরূপ ভাব। তাঁর অধর্ম ভয় আলোচনার অযোগ্য দেখে ভয় দেখাচ্ছেন—যদি বস্ত্র যা বলছি সেভাবে দিয়ে না দেও তবে রাজার কাছে নালিশ করব। এখানে রাজা, নন্দ বা কংস॥ বি০ ১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তাসাং তথাঙ্গীকারেণৈব পরাজয়ং করোতি—ভবত্য ইতি সার্দ্ধকম্। আদরব্যঞ্জক-ভবচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চায়ং প্রোৎসাহনার্থঃ। স্ব-শব্দেন চ নিজপরিধানমবশ্যমাশু গ্রহীতুমুপযুজ্যত ইতি ভাবঃ। হে শুচিস্মিতাঃ! ইতি-ঈদৃশেন শুদ্ধস্মিতেনাবগম্যতে, শীতাদিদুঃখং নাস্তি, বেপনঞ্চ কপটেনৈবেতি; যদ্বা, শুচিস্মিতাঃ সত্যঃ প্রতীচ্ছত, মুখম্লানৌ চ সত্যাং ন দাস্যামীতি ভাবঃ। নোচেদিত্যর্দ্ধং, ক্বাচিৎকং ন প্রদাস্যে, প্রকর্ষেণ ন দাস্যামীতি যদি বা কিঞ্চিদ্দদ্যাং, তদা খণ্ডশো বিদার্য্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কাঞ্চিৎ প্রত্যেব দাস্যামীতি সূচ্যতে। রাজা গোপরাজঃ ক্রুদ্ধোঽপি সন্ কিং করিষ্যতি? অপি তু ন কিঞ্চিদেবেত্যর্থঃ, পুত্রে ময়ি স্নেহবিশেষাৎ; ইত্যুক্ত্বা কানিচিত্তাসাং বস্ত্রাণি স্বস্যাসনানি কৃত্বা, কানিচিৎ শয্যাং রচয়িত্বা কানিচিৎ ধ্বজপতাকাবিতনাদিতয়া নীপশাখোপশাখাদিষু বদ্ধা, কানিচিৎ দোলাং রচয়িত্বা দোলয়ন্ কানিচিদিতস্ততস্তদুপরি চিক্ষেপেত্যুহ্যম্; স্কন্ধে নিধায়েতি বিচিত্যৈকত্র নিধানস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥

১৮। ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥

১৮। অন্বয়ঃ শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ ভগবান্ আহতাঃ (সম্যক্ প্রকারে নৈব মৃতাইব) বীক্ষ্য প্রীতঃ [সন্] স্কন্ধে বাসাংসি নিধায় সস্মিতং (সহাসং) প্রোবাচ।

১৮। মূলানুবাদঃ গোপবালিকাগণের নিরুপাধি প্রেমে পূর্ব থেকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ছিলেন, এখন তাঁদের নিকটে উপস্থিত দেখে আরও প্রসন্ন হয়ে বস্ত্রনিবহ নিজ কাঁধে ধারণ করে হাসতে হাসতে যুক্তি দেখিয়ে বলতে লাগলেন।

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ শুদ্ধেন ভাবেন প্রেম্ণা প্রসাদিতঃ; পূর্ব্ব এবাধুনা চআহতাঃ হন্তের্গত্যর্থত্বাদাগতা বীক্ষ্য প্রীতঃ সন্, বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেবাবচিত্য বৃক্ষস্য স্কন্ধে নিধায় প্রকর্ষেণ শিক্ষার্থমিব ন্যায়প্রদর্শনেনোবাচ – সস্মিতমিতি, তাসাং চিরং তথা স্থাপনে বক্ষ্যমাণেইপি নর্ম্মসংস্পর্শাৎ। নন্বাহতা ইত্যত্রাগতা ইত্যর্থো ন যুক্তঃ, অপ্রযুক্তত্বাৎ উচ্যতে—কাব্যকূপবর্ত্তিনামিদং মতং, ন তু বেদাদিশব্দমহোদধিবর্ত্তিনাম্; যথাহ মহাভাষ্যে—'সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা অনেকধা ভিন্না একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদ একবিংশতির্বাহ্বৃচ্যং, নবধাথর্ব্বণো বেদাঃ বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণানি বৈদ্যকমিত্যেতাবন্তঃ শব্দপ্রয়োগমনিশম্যাপ্রযুক্তাঃ শব্দাঃ' ইতি বচনং কেবলং সাহসমিত্যাদি। কোষকারমতেইপ্যাহতা ইত্যস্যান্যার্থো ঘটতে; যথা বিশ্বপ্রকাশে—'আহতং গুণিতেইপি স্যাত্তাড়িতেইপ্যানকেইপি চ' ইতি গুণিতত্বঞ্চাত্র দ্বিত্রাদি-গুণিতয়া পূর্ব্বস্যাঙ্কস্য ডোরিকাদের্বা সঙ্করীকরণং, তদ্বদত্রাপি লজ্জাতঃ স্বয়মাত্মসু তথাকরণং, কিন্ত্বাহত-শব্দস্য ব্যাখ্যায়াং ক্ষীরস্বামী—'আহতমুদ্ঘোষিতম্' ইতি প্রাহ; অত্র চ তাসাং বিখ্যাতত্বং গম্যতে, তচ্চ তাসাং তথা বীক্ষণে চমৎকারাতিশয়দ্যোতকমিত্যলমেতয়া কল্পনয়া॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ শুদ্ধভাব প্রসাদিতাঃ—গোপীদের শুদ্ধভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব থেকেই প্রসন্ন ছিলেন এখন **আহতাঃ**—['গতি' অর্থ বাচক 'হন্' ধাতু-নিষ্পন্ন 'আহতা' শব্দের অর্থ 'আগতা' নিয়ে অর্থ করা হল] আগতা দেখে আরও প্রসন্ন হয়ে **বাসাংসি নিধায়**—সমস্ত বস্ত্র এদিক-ওদিক থেকে সংগ্রহ করে বৃক্ষের কাঁধে অর্থাৎ শাখা ও গুড়ির সংযোগ স্থলে রেখে **প্রোবাচ**—[প্র+উবাচ] 'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ যেন শেখাবার জন্য ন্যায় প্রদর্শনের সহিত বললেন—**সস্মিতম্**—হাসতে হাসতে (বললেন), কারণ অতঃপর যা বলা হচ্ছে তাতে পরিহাসের সংস্পর্শ আছে। পূর্বপক্ষ, কেহ কেহ বলেন 'আহতা' শব্দের 'আগতা' অর্থ করা যুক্তিযুক্ত নয়, তবে কথা-যে, এরূপ যাদের মত তারা কাব্যকূপমণ্ডুক, বেদাদি শব্দসাগরে বিচরণশীল নয়। মহাভাষ্যে শব্দসমুদ্র সম্বন্ধে এরূপই বলা আছে—"সপ্তদ্বীপা বসুমতী" ইত্যাদি। 'আহতা' পদের অনেক প্রকার অর্থই অনেকে করে থাকেন—ক্ষীরস্বামী তার ব্যাখ্যায় 'আহত' শব্দের অর্থ করলেন উদ্ঘোষিত—এ ব্যাখ্যায়ও গোপীরা যে 'বিখ্যাত' তাই বুঝা

১৯। যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্যপনুত্তয়েঽংহসঃ কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥

১৯। অন্বয়ঃ ধৃতব্রতাঃ যূয়ং বিবস্ত্রাঃ যৎ অপঃ ব্যগাহতঃ (স্নাতাঃ) তৎ এতৎ উ দেবহেলনং (অপরাধঃ জাতঃ) অংহসঃ (অস্য পাপস্য) অপনুত্তয়ে (নিবৃত্ত্যর্থং) মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) অঞ্জলিং বদ্ধ্বা নমঃ কৃত্বা অধোবসনং প্রগৃহ্যতাম্।

১৯। মূলানুবাদঃ হে বালিকাগণ! তোমরা অল্প বয়স্কা হলেও ব্রত পরায়ণ অবস্থায় যে যমুনাজলে নগ্ন হয়ে স্নান করেছ, এতে তোমাদের নারায়ণকে অবজ্ঞারূপ দোষ স্পর্শ করেছে। এই দোষে নিবৃত্তির জন্য বদ্ধাঞ্জলি মাথার উপর ধরে আমার অভিমুখী হয়ে নমস্কার করে নিজ নিজ অধোবসন গ্রহণ কর।

যাচ্ছে—গোপীদের এইরূপ 'বিখ্যাত' রূপে 'বীক্ষণে' দর্শনে চমৎকার-অতিশয় দ্যোতিত—এ বিষয়ে আর বেশী কল্পনার কি প্রয়োজন॥ জী॰ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ আ সম্যক্ প্রকারেণৈব হতা মৃতা ইব বীক্ষ্য কুলজানাং মরণাদপ্যধিক ঈদৃশো লজ্জাত্যাগঃ সোঽপি মদনুরোধেনৈবাভিঃ কৃত ইতি মনসৈবাধিগতো যঃ শুদ্ধো নিরুপাধির্ভাবঃ প্রেমা তেন প্রসাদিতঃ। স্কন্ধে নিধায়েতি তাসামঙ্গসৌরভ্য প্রাপ্তিলোভাদেব অথচ ভবতীনামধোবস্ত্রাণ্যপি ময়া স্বস্কন্ধে ধার্য্যতে ইতি তাসু স্বপ্রণয়ঃ আদরশ্চ দর্শিতঃ। প্রকর্ষেণোবাচ সপরামর্শমুবাচেত্যর্থঃ। তত্রায়ং পরামর্শঃ,—স্ত্রীজাতিমাত্রেণাপি দুষ্করং কৃত্যমাভির্ম্মৎপ্রেমোপরোধেন কৃতম্। কিঞ্চ, ইতোঽপ্যন্যদাত্যন্তিকং দুষ্করং কৃত্যমস্তি। তদেতাভিঃ শক্যমশক্যং বেতি মদ্বিষয়ক প্রেম্নঃ শক্তেরিয়ত্তাং দিদৃক্ষে ইতি সস্মিতমিতি। ভোঃ স্বমুখেনৈবাঙ্গীকৃত মদ্দাস্যং "করবাম তবোদিত" মিতি যুষ্মদ্বচনস্য পরীক্ষামধুনাহং করিষ্যে ততো যদ্যুত্তীর্ণা ভবিতুং শক্নুথ তদৈব যুষ্মদ্বসনানি মদীয়াত্মমনঃপ্রাণশরীরৈঃ সহিতান্যেব কৃত্বা দাস্যামীতি ভাবঃ॥ বি॰ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আহতাঃ—'আ' সম্যক প্রকারেই যেন 'হতা' মৃতা। গোপীদের এরূপ অবস্থায় **বীক্ষ্য**—দেখে, ঈদৃশ লজ্জা ত্যাগ কুলরমণীদের পক্ষে মরণের থেকেও অধিক, সেও আমার অনুরোধেই এরা উত্তমরূপে করল, এইরূপ মনে মনেই অধিগত যে **শুদ্ধভাব প্রসাদিতঃ**—'শুদ্ধ' নিরুপাধি 'ভাব' প্রেমা, তার দ্বারা প্রসাদিত (ভগবান্)। **স্কন্ধে নিধায়**—বস্ত্রগুলি নিজ কাঁধে ধারণ করে—এ তাদের অঙ্গ সৌরভ প্রাপ্তি লোভেই; এর মধ্যেও আবার, তোমাদের অধোবস্ত্রও আমি নিজ কাঁধে ধারণ করেছি, এইরূপে তাঁদের প্রতি স্বপ্রণয় আদরও দেখান হল। **প্রোবাচ**—প্রকর্ষের সহিত সপরামর্শ বললেন। এখানে কৃষ্ণের মনে মনে এই পরামর্শ—স্ত্রী জাতি মাত্রেরই দুষ্কর কৃত্য আমার প্রেমের উপরোধে সম্পন্ন করেছ। আরও, এর থেকেও অন্য অত্যন্ত দুষ্কর কার্য আছে। অতএব সে সকল পারবে কি না-পারবে? এইরূপে আমার বিষয়ে যে প্রেম তার শক্তির ইচ্ছা দেখবার ইয়ত্তা—এইরূপ মনে করে

সস্মিতম্—হাসতে হাসতে বললেন—ওহে গোপীগণ, তোমরা নিজমুখে অঙ্গীকার করেছিলে, আমার দাসী হয়ে আমার বাক্য পালন করবে—তোমাদের এই বাক্যের পরীক্ষা এই এখন আমি করে নিব, তাতে যদি তোমরা উত্তীর্ণ হতে পার ; তবে তোমাদের বস্ত্রগুলি আমার আত্মা-মন-প্রাণ-শরীরের সহিতই একসঙ্গে দিয়ে দিব তোমাদের, এরূপ ভাব ॥ বি০ ১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্থ বাল্যে ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ—ধৃতব্রতা ইতি। যদেতদিতি—সাক্ষান্ময়ানুভূতত্বাদত্র প্রতারণং ন কিঞ্চিৎ সম্ভবেদিতি ভাবঃ। দেবস্য জলাধিষ্ঠাতুর্বরুণস্য নারায়ণস্য বা হেলনমবজ্ঞা, অঞ্জলিং বদ্ধা তঞ্চ মূর্দ্ধনি, ন ত্বন্যত্রেতি ভিন্নাভিপ্রায়ম্, ততশ্চ নমঃ কৃত্বেত্যুক্তে একহস্তেন নমনোদ্যমমালক্ষ্য, একহস্তপ্রণামশ্চেত্যাদিবচনপাঠেনাঞ্জলিং বদ্ধেতি—তত্রাপ্যধোঽঞ্জলিবন্ধনমভিপ্রেত্য মূর্দ্ধ্নীত্যুক্তমিত্যাহুম্। অধোবসনং পরিধানবস্ত্রমেব, উত্তরীয়বস্ত্রঞ্চ তথাপি ন প্রাপ্তব্যমেবেত্যর্থঃ ॥জী১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপীরা পূর্বপক্ষ করছেন, আমরা অল্প বয়স্কা, বাল্যে তো কোন দোষস্পর্শ হয় না, এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন—ধৃত ব্রতা ইতি অর্থাৎ অল্প বয়স্কা হলেও তোমরা যে ব্রত পরায়ণ হয়ে নগ্ন হয়ে স্নান করেছ, এতে তোমাদের দেব অবজ্ঞারূপ দোষস্পর্শ করবেই, যে হেতু আমি সাক্ষাৎ অনুভব করেছি, এখানে প্রতারণা একটুও সম্ভব নয়, এরূপ ভাব। **দেবহেলনম্**—'দেব' এ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের বা নারায়ণের'হেলনম্'অবজ্ঞা—এই পাপের নিবৃত্তির জন্য **বদ্ধাঞ্জলিং মূর্ধ্নি**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এবং এ মাথারই উপরে ধরে (অধোবসন গ্রহণ কর)—বদ্ধাঞ্জলি অন্যত্র ধরলে হবে না,—এতে কৃষ্ণের ভিন্ন মনোগতভাব বুঝা যাচ্ছে—অতঃপর বলা হল **নমঃ কৃত্বা**—এ বলাতে এক হাতে নমস্কার করার উদ্যম লক্ষ্য করে বললেন—'এক হস্ত প্রণামও' ইত্যাদি বচন পাঠের সহিত অঞ্জলিবন্ধন করতে হবে—এ কথায় নীচের দিকে অঞ্জলিবন্ধন করতে যাচ্ছেন গোপীগণ, এ বুঝতে পেরে কৃষ্ণ বললেন—বদ্ধাঞ্জলি মাথার উপরে ধরতে হবে। **অধোবসনং**—শুধুমাত্র পরিধান বস্ত্র গ্রহণের কথা বলা হল অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র তথাপি প্রাপ্তব্য নয় ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হন্ত হন্ত গূঢ়োঽয়মপরাধো যুষ্মাকং ব্যক্তোঽভুদিত্যাহ,—যূয়ং বিবস্ত্রাঃ সত্যো যদপো ব্যগাহত ব্যগাহধ্বং তদেতৎ উ এবার্থে দেবস্য জলাধিষ্ঠাতুর্বরুণস্য নারায়ণস্য বা হেলনমপরাধঃ। নন্থ, দেশাচারোঽয়ং বিশেষতো বালানাং নাপরাধস্তত্রাহ,—ধৃতব্রতা ইতি। অনুষ্ঠিতস্যাস্য ব্রতস্য ফলাভাবস্ত্ববশ্যম্ভাবীতি ভীষয়তে হন্ত হন্তৈতাদৃশ বিড়ম্বনমভূদ্ব্রতফলঞ্চ ন ভবিষ্যত্যতো মৃতা অপি বয়ং বিশেষতঃ সুষ্ঠু মৃতাস্তদলং প্রাণত্যাগবিলম্বেনেতি মনোঽনুতাপবতীঃ বিশীর্ণসর্ব্বাঙ্গীর্বিবর্ণা অতিবিহ্বলা বীক্ষ্য হন্তাসাং মা প্রাণাঃ প্রযান্তিতি সদ্য এবাতিকৃপয়া স্বয়মেব তস্য প্রায়শ্চিত্তং বদন্ ভোঃ কৃশাঙ্গ্যঃ, মা ভৈষ্টেত্যাশ্বাসয়তি,—বদ্ধেতি। "স্ত্রিয়ো হি যস্য দাস্যো ভবন্তি স এব তাসাং সর্ব্বদেবময়ো নারায়ণ" ইতি শাস্ত্রাদেশাৎ "নারায়ণসমোগুণৈ" রিতি গর্গাদেশাচ্চ। সম্প্রত্যহমেব যুষ্মাকং নারায়ণস্তন্মদভিমুখে এব স্থিতাঃ অজ্ঞসোঽপরাধস্যাপনুত্তয়ে নিবৃত্তয়ে নমঃ কৃত্বাঽধোবসনং অন্তরীয়বস্ত্রং গৃহ্যতাং স্ত্রীণামন্তরীয়বাসোভিঃ পুংসো মম

২০। ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ॥

২০। **অন্বয়ঃ** ইতি অচ্যুতেন অভিহিতং ব্রজবালাঃ বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিং মত্বা তৎ পূর্ত্তিকামাঃ তদশেষকর্ম্মণাং (তস্য ব্রতস্য অন্যেষামশেষকর্ম্মনাঞ্চ) সাক্ষাৎকৃতং (সাক্ষাৎ ফলস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণমেব) নেমুঃ (প্রণামং চক্রুঃ) যতঃ অবদ্যমৃক্ (পাপস্য মার্জকঃ ইতি ভাবঃ)।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** ব্রজস্ত্রীগণ অচ্যুতের কথায় নগ্ন-স্নানে ব্রতভঙ্গ হয়েছে মনে করে, এর পূর্তি কামনায় অশেষ কর্মের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ তাঁকে প্রণাম করলেন—যে হেতু ইনিই সর্বদোষ নিবৃত্তিকারক।

প্রয়োজনাভাবাত্তান্যেব দাস্যামি উত্তরীয়াণি তু স্বস্যৈবোত্তরীয়াণি করিষ্যামীতি ভাবঃ। ততশ্চ শিরোভিরেব প্রণামে ক্রিয়মাণে হংহো কেবল শিরঃপ্রণামো গৌণ এবেত্যুক্তং একপাণিনা নমনোদ্যমমালক্ষ্য "একহস্ত প্রণাম"শ্চেতি বচনপাঠেন প্রত্যবায়ং দর্শয়িত্বা অঞ্জলিং তাঃ কারয়ামাসিরে। তত্রাপ্যধোঽঞ্জলিমভিপ্রেত্য মূর্দ্ধ্নীত্যুক্তমিত্যাদ্যুহ্যম্॥ বি° ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হায় হায় তোমাদের এই গূঢ় অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়ল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তোমরা বিবস্ত্রা হয়ে যদি জলে স্নান করলে, তবে এ তো **উ**—[এব অর্থে] নিশ্চয়ই, **দেব**—জলাধিষ্ঠাতা বা নারায়ণের চরণে **হেলন**—অপরাধ হল। গোপীগণ বললেন—এ তো দেশাচার বিশেষতঃ আমরা অল্প বয়স্কা বালিকা আমাদের অপরাধ হয় না, এর উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—ধৃত বৃতা ইতি। ব্রতপরায়ণ জনের নগ্ন স্নানে অবশ্য দেব-অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়। এ শুনে গোপীগণ নিশ্চয় করলেন অনুষ্ঠিত এই ব্রতের ফলাভাব তো অবশ্যম্ভাবী, অতএব তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন—হায় হায় এতাদৃশ বিড়ম্বনা হল, ফলও কিছু হল না, তাই অতঃপর মৃতার মধ্যেও বিশেষভাবে সুষ্ঠু মৃতা আমরা, সুতরাং প্রাণ ত্যাগে আর বিলম্ব কেন ?—এইরূপে মনে মনে অনুতাপবতী, বিশীর্ণ সর্বাঙ্গী, বিবর্ণা অতি বিহ্বলা অবস্থায় গোপীদের **বীক্ষ্য**—দেখে কৃষ্ণের চিন্তা—হায় হায় এদের প্রাণ না-যাউক, অতএব এখনই অতি কৃপায় নিজেই এর প্রায়শ্চিত্ত বলছি- ওহে কৃশাঙ্গীগণ ভয় পেও না, এই বলে তাঁদের আশ্বাস দিলেন—বদ্ধাঞ্জলি ইতি। "স্ত্রী লোকেরা যার দাসী হয়, সেই তাঁদের সর্বদেবময় নারায়ণ" এই শাস্ত্র আদেশ হেতু এবং "নারায়ণ সম গুণে" এরূপ গর্গমুনির আদেশ হেতু সম্প্রতি আমিই তোমাদের নারায়ণ, সুতরাং আমার অভিমুখী হয়ে **অংহসঃ**—অপরাধের **অপনুত্তয়ে**—নিবৃত্তির জন্য নমস্কার করে **অধোবসনম্**—অধোবসন গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকের অধোবসনে পুরুষ আমার প্রয়োজন অভাব হেতু ওগুলো দিয়ে দিব, ওড়না কিন্তু নিজেরই উত্তরীয় রূপে ব্যবহার করব, এরূপ ভাব। অতঃপর মাথা নুইয়ে প্রণাম করতে গেলে কৃষ্ণ বললেন হং হো কেবল শির-প্রণাম গৌণই, এক হাতে প্রণামে উদ্যম লক্ষ্য করে কৃষ্ণ—"এক হস্ত প্রণামও" এরূপ বচন পাঠ করে প্রত্যবায় দেখিয়ে তাঁদিকে অঞ্জলিবদ্ধ করালেন, এর মধ্যেও আবার অঞ্জলিবদ্ধ হাত নীচের দিকে

যাওয়া তাঁদের মনোগত ভাব, এরূপ বুঝে কৃষ্ণ বললেন **মূর্দ্ধি**—মাথার উপরে ধরে, ইত্যাদি কথা বিচারে নির্ণিত হল ॥ বি॰ ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** অচ্যুতেনেতি—কদাচিৎ কথঞ্চিৎ অপি তদ্বাক্যস্য সদর্থাচ্চ্যুতির্নাস্তীতি তাসামভিপ্রায়ঃ সূচিতঃ ; যতো ব্রজস্থ অবলাঃ স্ত্রিয়ঃ, তত্র চ অবলা-শব্দেন কথঞ্চিদপি তদ্বাক্যমত্যেতুমশক্তা ইত্যর্থঃ ; প্রেমবশত্বাদিতি ভাবঃ। মত্বেতি—বস্তুতো দেশাচারবাল্যাচারপ্রাপ্তত্বেনাদোষাৎ, অতএব প্রলব্ধা ইতি বক্ষ্যতে ; সাক্ষাৎ কৃতং পতিরূপং ফলং তদ্রূপত্বাদেবাবদ্যমৃগিতি তু তাসামভিপ্রায়ঃ ॥ জী॰ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ব্রজগোপীগণ অচ্যুতের কথায় নগ্নস্নানে ব্রতভঙ্গ হয়েছে মনে করে ইত্যাদি, **অচ্যুতেন ইতি**—কদাচিৎ একটুও কৃষ্ণের বাক্যের সাধু অর্থ থেকে চ্যুতি নেই, এইরূপে এই পদে গোপীগণের মনোগত ভাব সূচিত হল। কারণ এরা **ব্রজাবলা**—ব্রজের স্ত্রী, এবং এখানে 'অবলা' শব্দে কৃষ্ণের ঐসব শাস্ত্র বাক্য এদের এক ফোটাও বুঝে নেওয়ার শক্তি নেই, এরূপ বুঝাচ্ছে—তারা কৃষ্ণের কথা **মত্বা**—মেনে নিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বশ হওয়া হেতু, এরূপ ভাব ; বস্তুতঃ দেশাচার-বাল্যাচার অনুসারে নগ্নস্নান থাকা হেতু কোন দোষস্পর্শ হয় না, অতএব উহা কৃষ্ণের উপহাস বাক্য, এরূপই বলা হয়েছে। **সাক্ষাৎ কৃতং**—পতিরূপ ফল (কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন)। সেইরূপ হওয়া হেতুই কৃষ্ণ **অবদ্যমৃগ্**—পাপের পরিশোধক, ইহাই কিন্তু গোপীদের মনোগত ভাব ॥ জী॰ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ততশ্চ ব্রতবৈগুণ্যং মা ভবতু ভবত্বস্মাকং জাতিকুলধর্ম্মলজ্জাদি সর্ব্বনাশোঽপীতি নিশ্চয়বতীভিস্তাভির্যথাযথৈব প্রেয়ান্ প্রাহ,—তথৈব কৃতমিত্যাহ ইতি। দোষত্বেনাচ্যুতেনাঽভিহিতং বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতস্য চ্যুতিহেতুং মত্বা তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামাস্তাস্তদশেষকর্ম্মণাং তস্য ব্রতস্যান্যেষামশেষ কর্ম্মণাঞ্চ সাক্ষাৎ কৃতং সাধ্যফলস্বরূপং তং নেমুঃ। সর্ব্বফল স্বরূপে তস্মিন্নেব সন্তুষ্টে কিং ফলমবশিষ্টং স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বু, ফলপ্রাপ্তিরপ্যস্তু দোষোঽপি ভবিষ্যতীত্যত আহ,—যতোঽচ্যুতাদেব অবদ্যমৃক্ সর্ব্বদোষনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। মৃগিত্যার্ষং ন হি তৎ প্রসাদবিষয়ীভূতনাং প্রত্যবায়াদিলক্ষণঃ কোঽপি দোষ ইতি ভাবঃ ॥ বি॰ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর ব্রতবৈগুণ্য না-হউক, হউক-না আমাদের জাতিকুলধর্ম লজ্জাদি সর্বনাশ, এরূপ নিশ্চয়বতী তাঁরা ঠিক যেরূপ যেরূপ প্রিয়কৃষ্ণ বলেছে ঠিক সেইরূপ করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ইতি অচ্যুতেন। নগ্নস্নান দোষরূপে অভিহিত হয়েছে কৃষ্ণের দ্বারা, অতএব একে ব্রত-ভঙ্গের কারণ নিশ্চয় করে সেই ব্রতের পূর্তিকামা তাঁরা **তদশেষ কর্মণাং**—এই ব্রতেরও অন্য অশেষ কর্মসমূহের **সাক্ষাৎ কৃতং**—সাধ্যফল স্বরূপ সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন। সর্বফলস্বরূপ তিনি সন্তুষ্ট হলে আর কি ফল অবশিষ্ট থাকে ? কিছুই থাকে না, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ফল প্রাপ্তি না-হয় হল, দোষও তো হবেই, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে **যতঃ অবদ্যমৃগ্**—যেহেতু অচ্যুত থেকেই সর্বদোষ নিবৃত্তি, (কাজেই দোষও আর থাকছে না)। 'মৃগ্' ইতি আর্ষ প্রয়োগ এখানে—কৃষ্ণপ্রসাদ-বিষয়ীভূত জনদের প্রত্যবায়াদি লক্ষণ কোনও দোষই হয় না, এরূপ ভাব ॥ বি॰ ২০ ॥

২১। তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥

২১। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ দেবকীসুতঃ (যশোদানন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ তথা অবনতাঃ দৃষ্ট্বা তেন তোষিতঃ (সন্তুষ্টঃ) করুণঃ তাভ্যঃ বাসাংসি প্রাযচ্ছৎ।

২১। **মূলানুবাদঃ** ভগবান্ দেবকীসুত তাঁর কথামত কুমারীগণকে প্রণাম করতে দেখে প্রসন্ন হয়ে বস্ত্রগুলি ওড়না সহ সবই দিয়ে দিলেন।

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তথা তেন স্বোক্তেন প্রকারেণ বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেব পরিধানীয়োত্তরীয়াদীনি প্রকর্ষেণ প্রেমসম্বোধনাদিনা নীপাগ্রাদবরূঢ়ঃ সন্নিতি জ্ঞেয়ম্, যতঃ করুণঃ স্বত এব সর্ব্বত্র দয়ালুঃ বিশেষতশ্চ তেন তোষিতঃ, যদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া নাগরজনোচিতভাবাবির্ভাবেঽপি প্রাকৃত-বালচপল্যমিবেদমাবিষ্কৃতম্। তেন তাসামভিমানলজ্জাচ্ছেদকরূপেণ পূর্ব্বানুরাগজেন পরমার্ত্তিময়েন দশাবিশেষেণ লব্ধমনোরথ ইত্যর্থঃ। দেবকীসুত ইতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি মুনীন্দ্রোক্তিঃ; সা হি তত্রোচিতা, শ্রীকুন্তীপ্রপৌত্রস্য শ্রীসুভদ্রা-পৌত্রস্য তস্য তদ্রূপালম্বনেন এব সুখবিশেষাৎ, তথৈব ভবতাং প্রপিতামহীতি শ্রীশুকোক্তিঃ। তথৈব চ দশমারম্ভে তৎপ্রেম্ণ ইতি তস্মাদ্যোঽসৌ ভবতামালম্বনীভূতঃ সোঽপি যাসাং প্রেম্ণৈবং চপলীকৃতস্তাসাং মহিমা বিচার্য্যতামিতি ভাবঃ। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২১॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তথা**—কৃষ্ণের নিজের দ্বারা সেই ১৯ শ্লোকে কথিত প্রকারে (অবনতা)। **বাসাংসি**—সব বস্ত্রগুলিই—অধোবসন ও ওড়না প্রভৃতী যাবতীয়। **প্রাযচ্ছৎ**—প্রত্যার্পণ করলেন, 'প্র' প্রকর্ষের সহিত—এই পদের ধ্বনি, প্রেম-সম্বোধনাদি সহিত ও বৃক্ষের উপর থেকে নীচে নেমে এসে। যেহেতু **করুণ**—স্বভাবতই সর্বত্র দয়ালু—বিশেষতঃ এখানে প্রণামে সন্তুষ্ট—যেহেতু এই গোপকুমারীদের দর্শন-উৎকণ্ঠায় নাগর-জনোচিত ভাব আবির্ভাব হলেও প্রাকৃত-বালচপলতার মতো এই লীলা আবিষ্কৃত হল,—অর্থাৎ এই গোপবালিকাদের অভিমান-লজ্জাচ্ছেদক রূপদ্বারা ও পূর্বানুরাগজ, পরমার্তিময় সেই দশাবিশেষের দ্বারা লব্ধমনোরথ হলেন কৃষ্ণ। **দেবকীসুত**—শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেবের উক্তি। এইরূপ উক্তিই পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে উচিত; কারণ শ্রীপরীক্ষিৎ হলেন শ্রীকুন্তির প্রপৌত্র, শ্রীসুভদ্রার পৌত্র কাজেই শ্রীপরীক্ষিতের কাছে ঐ সম্বন্ধ ধরে কৃষ্ণের পরিচয় দিলেই তাঁর সুখবিশেষ হয়, তাই শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে উদ্দেশ্য করেই বললেন আপনারই প্রপিতামহী দেবকীর পুত্র এই কৃষ্ণ। দশমারম্ভে শ্রীপরীক্ষিতকে কৃষ্ণপ্রেমে আকুল দেখা যায়, তাই বলা হচ্ছে, হে রাজন্ আপনি যাঁর প্রেমে আকুল সেই দেবকীসুত যাঁদের প্রেমের দ্বারা চপলীকৃত, সেই তাঁদের মহিমা একবার বিচার করে দেখুন। এইরূপ অন্যত্রও বুঝতে হবে॥ জী০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেব যতস্তেন প্রণামেন স্ববাঞ্ছিতার্থ সাধকেন তোষিতঃ॥ বি০ ২১॥

২২। দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া অবহাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥

২২। অন্বয়ঃ দৃঢ়ং প্রলব্ধঃ (বঞ্চিতাঃ) ত্রপয়া (লজ্জয়া) অবহাপিতাঃ ("অত্রাগত্য স্ববাসাংসি" ইত্যাগ্রহণ ত্যাজিতাঃ) প্রস্তোভিতাঃ (উপহসিতাঃ) ক্রীড়নবৎ (যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ) কারিতাঃ [তাসাং] বস্ত্রাণি চৈবঅপহৃতানি [তথাপি] প্রিয়সঙ্গ নিবৃতাঃ অমুং (শ্রীকৃষ্ণং) ন অভ্যসূয়ন্ (দোষদৃষ্ট্যা না পশ্যন্)।

২২। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ কুমারীগণকে অশেষ প্রকারে বঞ্চনা করেছেন, লজ্জা দিয়ে ত্যাগ করেছেন, নানাভাবে পরিহাস করেছেন, যন্ত্র পুতুলের মত নাচিয়েছেন, তথাপি প্রিয়মিলন হেতু এ সবই তাঁরা সুখ বলে অনুভব করলেন।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বাসাংসি—ওঢ়না সহ সব বস্ত্রই (দিয়ে দিলেন)। যেহেতু সেই প্রণামরূপ স্ববাঞ্ছিতার্থ সাধকের দ্বারা প্রসন্ন॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তেনেত্যুক্তমেব বিবৃণোতি—দৃঢ়মিতি। ক্রীড়নং ক্রীড়োপকরণং যন্ত্রপুত্রিকাদি। প্রিয়স্য তস্য সঙ্গেন সঙ্গত্যৈব নিবৃতাঃ; যদ্বা, প্রিয়সঙ্গেন প্রত্যুত নির্বৃতাশ্চ বভূবুঃ। অহো পশ্য গাঢ়প্রেমমাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্বে বলা কথাই বিবৃত করা হচ্ছে—দৃঢ়ং ইতি। **ক্রীড়নং**—ক্রীড়া উপকরণ যন্ত্র-পুত্তলিকাদি। **প্রিয়সঙ্গনিবৃতাঃ**—প্রিয় কৃষ্ণের সহিত মিলনে হেতু **নিবৃতাঃ**—(প্রিয়কৃত দুঃখদানও) সুখ বলে অনুভবকারিনী (গোপীগণ); অথবা প্রিয়সঙ্গে প্রত্যুত সুখযুক্তা॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তিরস্কুর্ব্বতোঽপি স্বপ্রিয়স্যানুকুল্যং তাভিঃ কৃতমন্যৈদুষ্করত্বাদ্বিস্ময়েনাভিনন্দতি। দৃঢ়মত্যর্থং প্রলব্ধা বঞ্চিতা, "যূয়ং বিবস্ত্রা" ইত্যাদিনা ত্রপয়া চাবহাপিতাস্ত্যাজিতাঃ। "অত্রাগত স্ববাসাংসী" ত্যাগ্রহেণ প্রস্তোভিতা উপহসিতাঃ। "সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম" ইত্যাদিনা ক্রীড়নং ক্রীড়োপকরণং যন্ত্রপুত্রিকাদি তদ্বৎ কারিতাঃ কৃতাঃ। "বদ্ধাঞ্জলি" মিত্যাদি প্রায়শ্চিত্তচ্ছলেন নাভ্যসূয়ন্ দোষদৃষ্ট্যা নাপশ্যন্। প্রিয়স্য তথা কৃতবতোঽপি সঙ্গেন নির্বৃতাঃ প্রিয়ত্বাদেব প্রিয়কৃতং দুঃখ প্রদানমপি সুখত্বেনৈবানুভবন্ত্য ইতি ভাবঃ॥ প্রেষ্ঠস্য সঙ্গমেন সজ্জিতাস্তস্মিন্নেবাত্যধিকমাসক্তীকৃতাঃ॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তিরস্কার করলেও স্বপ্রিয়ের আনুকূল্য করলেন এই ব্রজগোপীগণ--এ অন্যের দুষ্কর, তাই বিস্ময়ে এঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। **দৃঢ়ং**—অত্যন্ত **প্রলব্ধা**—বঞ্চিতা। "তোমরা বিবস্ত্রা" ইত্যাদি কথায় **ত্রপয়া**—লজ্জা দ্বারা **অবহাপিতাঃ**—ত্যাজিতা। "এখানে এসে নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর" এইরূপে আগ্রহের দ্বারা **প্রস্তোভিতা**—উপহসিতা। 'সত্যই বলছি, এ উপহাস নয়' ইত্যাদি কথায় **ক্রীড়নং**—ক্রীড়া-উপকরণ যন্ত্র পুতুলের মতো নাচিয়েছি। 'বদ্ধাঞ্জলি' ইত্যাদি কথায় প্রায়শ্চিত্তচ্ছলে **নাভ্যসূয়ন্**—দোষদৃষ্টি দিয়ে তোমাদের দিকে চেয়ে দেখি নি। **প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ**—

২৩। পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥

২৩। অন্বয়ঃ প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ (প্রেষ্ঠস্য সঙ্গমেন অত্যধিকমাসক্তীকৃতাঃ) স্ববাসাংসি পরিধায় গৃহীতচিত্তাঃ তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ন চেলুঃ (ন চলিতাঃ)।

২৩। মূলানুবাদঃ প্রিয় মিলনের দ্বারা বশীকৃতা গোপীগণ প্রিয়ের দ্বারা গৃহীতচিত্তা হয়ে তাঁকে ছেড়ে গেলেন না, ঐ প্রিয়ের প্রতিই সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রিয় এরূপ করলেও মিলনে **নির্বৃতাঃ**—প্রিয়তা হেতুই প্রিয়কৃত দুঃখ প্রদানও সুখ রূপেই অনুভবকারিনী (গোপীগণ), এরূপ ভাব॥ বি॰ ২২॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ স্ববাসাংসি নিজনিজ-বস্ত্রাণি তেন পরিবর্ত্ত্য দত্তান্যপি পরিচিত্যান্যোঽন্যং স্বীয়স্বীয়ান্যেব পরিধায়েত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, প্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গমেন সজ্জিতা আসঞ্জিতাস্তস্মিন্নেবাসক্তীকৃতাঃ, অত আকৃষ্টভগবচ্চিত্তাঃ, অতএব মিথো ভাববিশেষোদয়েনাশ্বাসবাক্য-প্রসাদেন চ সলজ্জদৃষ্টয়ঃ সত্যস্তস্মিন্ স্থানে কৃষ্ণে বা স্থিরা ন চেলুস্তত এবেত্যর্থঃ। পঞ্চম্যর্থে বা সপ্তমী। যদ্বা, বাসঃ পরিধানানন্তরং লজ্জাতিশয়াপগমে সতি গৃহীতচিত্তা উদিতভাবাঃ, অতএব প্রেষ্ঠসঙ্গমায় তদৈব রহঃ পাণিগ্রহণায় সজ্জিতাঃ, সজ্জা ইব বর্ত্তমানাঃ, অতএব তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ সত্যো ন চেলুঃ। লজ্জতে লজ্জ ইতি পচাদ্যজন্তং, লজ্জায়িতেতি 'ক্যঙন্তান্নিষ্ঠায়াং রূপম্' বিকৃতাখ্যোঽয়মনুভাবো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তম্—'হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥' ইতি॥ জী॰ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ স্ববাসাংসি—নিজ নিজ বস্ত্র কৃষ্ণ অদল-বদল করে দিলেও পরস্পর নিজ নিজ বস্ত্র চিনে নিয়ে, তাই পরে নিয়ে, এরূপ অর্থ। [শ্রীধর, **প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ**—প্রিয় সঙ্গমের দ্বারা 'সজ্জিতা' বশীকৃতা, অতএব তাঁর দ্বারা গৃহীতচিত্তা হয়ে ছেড়ে গেলেন না। গৃহীতচিত্তত্ব কি, তাই বলা হচ্ছে—সেই কৃষ্ণের প্রতি **লজ্জায়িতেক্ষণাঃ**—লজ্জাবিলসিত ঈক্ষণযুক্তা।] অথবা, প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মিলনের দ্বারা **সজ্জিতা**—একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবদ্ধা, অতএব **গৃহীতচিত্তা**—কৃষ্ণের চিত্ত আকর্ষণ কারিণী, অতএব পরস্পর ভাববিশেষ উদয়ে ও আশ্বাস বাক্য প্রসাদে সলজ্জদৃষ্টি হয়ে সেই স্থানেই বা কৃষ্ণেই অবিচলিতা হয়ে তাঁরা চলে গেলেন না সেখান থেকে, এরূপ অর্থ। 'সলজ্জদৃষ্টি' এটি 'বিকৃত' নামক অনুভাব, যথোক্ত—'হ্রীমান-ঈর্ষাদিভি যত্র ইত্যাদি'॥ জী॰ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ যথা কৃষ্ণেন তাসাং বসনানি গৃহীতানি তথা গৃহীতং তস্যাপি চিত্তং যাভিস্তা ইতি পরস্পরপ্রেমাশ্রয়ত্বমুক্তম্। অত্র "ময্যেতাঃ পরমাসক্তা" ইতি কৃষ্ণেন যথা জ্ঞাতং তথৈব কাত্যায়নী প্রসাদাদস্মাস্বপি অয়মাসক্ত ইতি তাভিরপ্যবগম্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জায়িতং প্রাপ্তং ঈক্ষণং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যো ভাবোত্থজাড্যাদেব ন চেলুঃ। যা খলু কৃষ্ণেন নিক্ষাষিতা তাভিরপি তিরস্কৃতা তদঙ্গেভ্যো নিসৃত্য দূরং গতাভূৎ, সা লজ্জা পুনঃ পরাবৃত্ত্যা যান্তী নয়নেন কৃতং তৎসাহায্যেন কৃষ্ণসমীপং নীয়-

২৪। তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ॥

২৪। অন্বয়ঃ ভগবান্ দামোদরঃ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ধৃতব্রতানাং তাসাং সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় অবলাঃ (গোপকুমারীঃ প্রতি) আহ।

২৪। মূলানুবাদঃ পত্নীরূপে নিবিড় সান্নিধ্যের কামনায় ধৃতব্রত গোপীদের (স্বচরণস্পর্শ ইচ্ছাময়) সঙ্কল্প তাঁদের পূর্বোক্ত ভাব-অভিব্যক্তি দ্বারা অনুভব করে দামোদর তাঁদের বলতে লাগলেন।

মানা কৃষ্ণাল্লব্ধাতিপ্রসাদা পুনস্তাসামঙ্গেষু পূর্ব্বতোঽপ্যধিকারং প্রাপেত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বনিতা॥ বি০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যথা শ্রীকৃষ্ণ তাদের বস্ত্রসমূহ চুরি করে নিয়েছেন, সেইরূপ কৃষ্ণের চিত্তও যাঁরা চুরি করেছে সেই গোপীগণ—এইরূপে পরস্পর প্রেমাশ্রয়ত্ব উক্ত হল। এখানে 'আমাতে এরা পরম আসক্তা' কৃষ্ণ যেরূপ জানতেন, সেইরূপই 'কাত্যায়নী প্রসাদে আমাদের প্রতি এই কৃষ্ণ আসক্ত', এরূপ গোপীরাও জানতে পেরে সেই কৃষ্ণের প্রতি **লজ্জায়িতেক্ষণাঃ**—লাজুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রেমোত্থ জাড্য দশা হেতুই গৃহের দিকে চলতে পারলেন না। যে লজ্জাকে কৃষ্ণ বের করে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই তিরস্কৃত লজ্জাও গোপী-অঙ্গ থেকে বের হয়ে দূরগত হয়েছিল—সেই লজ্জাই পুনরায় ফিরে এসে নয়নে স্থান করে নিল—এই লজ্জার সাহায্যেই গোপীরা তখন কৃষ্ণের নিকট নীত হলেন, কৃষ্ণের অতি প্রসাদ লাভ করলেন। এই লজ্জা পুনরায় গোপীদের অঙ্গে পূর্বের থেকেও বেশী অধিকার প্রাপ্ত হল, এরূপ উৎপ্রেক্ষা ধ্বনিত এখানে॥ বি০ ২৩॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় পূর্ব্বোক্তভাবাভিব্যক্ত্যা সাক্ষাদনুভূয় সঙ্কল্পমেব দর্শয়তি—স্বস্য পাদয়োঃ স্পর্শঃ, পত্নীত্বেন ভক্ত্যাত্যসান্নিধ্যমিত্যর্থঃ; যদ্বা, স্পর্শঃ স্পর্শনং, পতিত্বেন তাসু স্বসমর্পণং তৎসত্ত্বোপপাদনং, তস্য কাম্যয়া ধৃতং নিয়মেনানুষ্ঠিতং রক্ষিতং বা ব্রতং যাভিস্তাসাং স্বপাদস্পর্শেচ্ছাময়ং সঙ্কল্পম্। তত্র পাদস্পর্শ-শব্দেন প্রেমবিশেষেণ পতিত্বং সূচিতম্। দামোদর ইতি—দামোদরত্বমারভ্যৈব তাসু প্রেমবান্ ইত্যর্থঃ। অবলাঃ কন্যাত্বাদিনা স্বাতন্ত্র্যহীনাঃ প্রতি, ইত্যাত্মৈকসাধ্যাভীষ্টত্বং বিতর্ক্য তাসু তস্য তাদৃশী কৃপা যুক্তৈবেতি ভাব॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ **তাসাং সঙ্কল্পং বিজ্ঞায়**—গোপীদের সঙ্কল্প 'বিজ্ঞায়' পূর্বোক্ত ভাব-অভিব্যক্তি দেখে সাক্ষাৎ অনুভব করে। সঙ্কল্প কি? তাই দেখান হচ্ছে **স্বপাদস্পর্শ কাম্যয়া**—নিজের চরণ যুগল স্পর্শ, অর্থাৎ পত্নীরূপে অনুরাগে অত্যন্ত সান্নিধ্য। অথবা, 'স্পর্শঃ' স্পর্শন—পতিরূপে গোপীদিগকে স্বসমর্পণ, তাদের সত্ত্ব অর্জন; এর 'কাম্যয়া' কামনা হেতু **ধৃত ব্রতানাং**—'ধৃতং' নিয়মের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা রক্ষিত ব্রত যাঁদের দ্বারা, তাঁদের 'স্বপাদস্পর্শ ইচ্ছাময়' সঙ্কল্প। এখানে 'পাদস্পর্শ' শব্দে প্রেমবিশেষে পতিত্ব সূচিত হচ্ছে। **দামোদর**—যেদিন তিনি মাতার বাৎসল্যরসে ডুবে গিয়ে কোমরে দামবন্ধন স্বীকার করলেন সেদিন থেকেই এই গোপকুমারীদের প্রতি প্রেমবান্ কৃষ্ণ, এরূপ

২৫। সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥

২৫। **অন্বয়ঃ** [হে] সাধ্ব্যঃ, ভবতীনাং মদর্চনং সঙ্কল্পঃ বিদিতঃ সঃ অসৌ ময়া অনুমোদিতঃ [অতঃ] সত্যঃ ভবিতুম্ অর্হতি।

২৫। **মূলানুবাদঃ** হে পতিব্রতাগণ! আমা-বিষয়ে তোমাদের পতিভাবময় প্রেমাত্মক সঙ্কল্প আমি বুঝতে পেরেছি, এ আমার দ্বারা অনুমোদিতও হয়েছে, অতএব তোমাদের মনোরথ অবশ্য পূর্ণ হবে।

অর্থ। **অবলাঃ**—এরা কুমারী বলে স্বাতন্ত্র্যহীনা—এদের প্রতি বললেন। এই গোপকুমারীদের অভীষ্ট সাধ্য হল একমাত্র কৃষ্ণ - এই বিচার করে তাদের প্রতি কৃষ্ণের তাদৃশী কৃপা যুক্তিযুক্তই বটে, এরূপ ভাব॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ভো রসিকশেখর, অস্মাভির্ব্রতফলং প্রাপ্তমেব যদসাধারণং বিড়ম্বনং ত্বয়া কৃতং তেনাপি প্রাণান্ নির্যাপিতাঃ প্রত্যুত ত্বদনুরোধেন সন্তোষিতা এব। কিঞ্চ, জলাদস্মানুত্থাপ্য নানা-চাতুর্য্যসৃষ্ট্যা অস্মৎ সর্ব্বাঙ্গানীক্ষিত্বা অস্মৎপরিধানীয়বাসাংসি স্বীয়স্কন্ধধৃতানি কৃত্বৈবাস্মভ্যং স্বমনোরত্নেন সার্দ্ধং দত্তবতা ত্বয়া যৎকিঞ্চিদুক্তম্—তস্য চ প্রত্যুত্তরতয়া অস্মাভিঃ সলজ্জাবলোকনমেব তুভ্যং দত্তং, অনেনাস্মাকং ত্বয্যপরাধো বা তৎপ্রীণনং বেত্যজানতীরস্মান্মুগ্ধাঃ প্রতি যত্তে বিবিক্ষিতং তৎ খলু দেশকালপাত্রাভিজ্ঞত্বং ব্রূহি তৎচ্ছ্রুত্বৈব গৃহং যাম ইতি। তত্র প্রত্যুত্তরয়িষ্যতো ভগবতঃ সর্ব্বাভিজ্ঞত্বমেকেন ততস্তৎ প্রত্যুত্তরঞ্চাহ,—ত্রিভিস্তাসামিতি॥ বি০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** হে রসিকশেখর! আমরা ব্রতফল পেয়েছি। তুমি আমাদের যে অসাধারণ বিড়ম্বনা করেছ, তার দ্বারা প্রাণ বেরিয়ে গেলেও, প্রত্যুত তোমার অনুরোধেই সন্তোষিতা। আরও এই যমুনার জল থেকে আমাদের উঠিয়ে এনে নানা চাতুর্য সৃষ্টি করে আমাদের সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে, পরিধানের বস্ত্রগুলি নিজের কাঁধে ধারণ করেই নিজের মনের অর্ধ সহিত দিয়ে দিলে—তৎপর এইরূপ দাতা তুমি আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বললে। তারও প্রত্যুত্তর স্বরূপে আমরা তোমাকে সলজ্জ-অবলোকন মাত্রই দিয়েছি। এর দ্বারা আমাদের তোমার প্রতি অপরাধ হল বা এ তোমার সন্তোষ বিধান করল, এ বুঝতে পারছি না—তাই বলছি এই মুগ্ধাগণের প্রতি তোমার যে বক্তব্য আছে তা দেশকালপাত্র অভিজ্ঞ তুমি বল—তা শুনেই আমরা ঘরে ফিরবো। এ সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর দিতে ইচ্ছুক অদ্বিতীয় সর্ব-অভিজ্ঞ শ্রীভগবান্ অতঃপর এর প্রত্যুত্তর দিলেন—তিনটি শ্লোকে তাসাম্ ইতি॥ বি০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্র তদভীষ্টপ্রাপ্তিং তথাপ্যন্যবৈলক্ষণ্যঞ্চ প্রতিপাদয়তি। হে সাধ্ব্যঃ পরমপ্রেমব্যবসায়-গুণরূপবত্যঃ! তেন চ মদেকাপেক্ষিতেত্যর্থঃ; যদ্বা, সাধ্ব্যো মদেকাপেক্ষিকাঃ, ভবতীনাং মদর্চ্চনং মদ্বিষয়কপতিভাবময়প্রেমাত্মকসঙ্কল্পো ময়া বিদিতঃ জ্ঞাতঃ সর্ব্বার্থঃ, স চানুমোদিতঃ, ভদ্রং কৃতমিতি স্বাভিলাষসিদ্ধ্যা সমাস্বাদিতঃ, অতো ভবতীনাং কামনান্তরাভাবাৎ ময়ানুমোদিতত্বাচ্চ, স চাসৌ সত্যঃ সদাপ্যব্যভিচার্য্যেব ভবিতুং যুজ্যত এব। কিং তত্র মমান্যস্য বা বরাদিপ্রয়াসেনেত্যর্থঃ। সম্ভাবনং যোগ্যতাধ্য-

২৬। ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

২৬। অন্বয়ঃ ময়ি আবেশিতধিয়াং (আবেশিতচেতসাং) কামঃ কামায় (পুনঃ কামভোগায়ঃ) ন কল্পতে (ন ভবতি) [যথা] ভর্জিতাঃ ক্বথিতাঃ (পক্কাঃ) ধানাঃ (যবাদয়ঃ) প্রায়ঃ বীজায় ন ঈশতে (ন সমর্থাঃ স্যুঃ)।

২৬। মূলানুবাদঃ ভর্জিত ও অগ্নিসিদ্ধ যবাদি যেরূপ পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আমাতে অর্পিত-চিত্ত জনদের রাজ্যাদি বিষয় আর ভোগে পর্যবসিত হয় না (পরন্তু আমার নিষ্কাম ভক্তিপ্রবাহেই পর্যবসিত হয়)।

বসানম্, 'অর্হত্বং যোগ্যত্বম্' ইতি কাশিকায়াম্; 'সম্ভাবনেঽলমিতি' ইতি, 'অর্হে কৃত্যা' ইতি সূত্রয়োর্ভেদো বিবিক্তোঽস্তি, অধ্যবসানমারোপণং রূপকালঙ্কারাদৌ প্রসিদ্ধমেবেতি সম্ভাবনার্থত্বে চ কল্পিতে মহতাং সম্ভাবিতং সত্যমেবেতি তথা ব্যাখ্যাতম্॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** তদ্বিষয়ে গোপীদের অভিষ্ট প্রাপ্তি, তথা চ অন্য বৈলক্ষণ্যও প্রতিপাদন করা হচ্ছে। **হে সাধ্বীগণ!**-হে পতিব্রতাগণ, পরমপ্রেম ব্যবসায়ে গুণরূপবতীগণ! এই পাতিব্রত্য মদেক-অপেক্ষিত। অথবা, সাধ্বীগণ একমাত্র আমার অপেক্ষিকা। **ভবতীনাং মদর্চ্চনং**—তোমাদের একমাত্র আমার বিষয়ে পতিভাবময় প্রেমাত্মক **সঙ্কল্প**—সর্বাভিলাষ আমার দ্বারা **বিদিতঃ**—জ্ঞাত। এবং এই সঙ্কল্প আমার দ্বারা **অনুমোদিত**—ভালই করেছ, এইরূপে স্বাভিলাষ সিদ্ধি হেতু সেই সঙ্কল্প অনুভূত, অতএব তোমাদের অন্য কামনার অভাব হেতু ও আমার দ্বারা অনুমোদিত হওয়া হেতু **সোঽসৌ সত্যো**—সর্বদাই অব্যভিচারী হওয়ারই (অন্যথা না হওয়ারই) যোগ্য। এ সম্বন্ধে আমার অন্য বরাদি প্রয়াসের কি প্রয়োজন, এরূপ অর্থ। **অর্হ**—সম্ভাবন, যোগ্যতা, অধ্যবসান—'অর্হত্বং যোগ্যত্বম্-কাশিকা।' অধ্যবসান শব্দের অর্থ আরোপণ, এই অর্থ রূপক অলঙ্কারাদিতে প্রসিদ্ধ আছে—'সম্ভাবন' শব্দের অর্থ 'কল্পনা' হলেও মহতের সম্ভাবনা সত্যই হয়ে থাকে, এরূপ ব্যাখ্যা আছে॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** হে সাধ্ব্যঃ, ভবতীনাং মদর্চ্চনং মদীয়সুখোৎপাদকমদ্বিষয় কারাধনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতোঽনুমোদিতশ্চ। নিষ্কৈতবত্বাৎ সত্যশ্চ অতএব ভবিতুমর্হত্যেব ভবতীনাং মৎসুখতাৎপর্য্যাৎ মমাপি প্রেমবশ্যত্বাৎ কাত্র খল্বসম্ভাবনেতি ভাবঃ। অত্র কৃপাশক্তিরেব তাস্বধিকমুদ্ভাবিতং তৎ প্রেমবশমপি তত্তল্লীলাবিষ্টমপি ভগবন্তমৈশ্বর্য্যং স্ফোরয়িত্বা তৎ প্রাপ্ত্যর্থক-কাত্যায়ন্যর্চ্চনকৃচ্ছ্রং জ্ঞাপয়ামাস, তৎফলঞ্চ প্রদাপয়ামাস। তাস্তু "নারায়ণসম" ইতি গর্গোক্ত্যৈবায়ং স্বং নারায়ণং মন্যতে স্মেতি জানন্তি স্মেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** হে সাধ্বীগণ! তোমাদের **মদর্চনং**—মদীয় সুখোৎপাদক আমার বিষয়ক আরাধনস্বরূপ **সঙ্কল্প**—মনোরথ,—তা লজ্জায় তোমরা না বললেও আমি জানি এবং অনু-

মোদনও করেছি। ইহা নিষ্কৈতব হওয়া হেতু সত্যও. অতএব পূর্ণ হওয়ারই যোগ্য। মহতী তোমাদের এই সঙ্কল্পের মৎসুখতাৎপর্য হওয়া হেতু এবং আমারও প্রেমবশ্যতা গুণ থাকা হেতু এখানে কি অসম্ভাবনা থাকতে পারে? এখানে কৃপাশক্তিই গোপীদের মধ্যে অধিকরূপে উৎভাবিত করলেন কৃষ্ণপ্রেমবশ্যতা ও সেই সেই লীলা-আবিষ্টতা, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্ফূর্তি লাভ করিয়ে তাকে প্রাপ্তির জন্য কাত্যায়নী-অর্চনরূপ কৃচ্ছ্র সাধন জানালেন ও তার ফলও পাওয়ালেন গোপীদের। এই গোপীগণ গর্গমুনির 'কৃষ্ণ নারায়ণ সম' এই উক্তি অনুসারে কৃষ্ণকে স্বয়ং নারায়ণ বলে মাননা করতেন— এরূপ জ্ঞানও তাদের ছিল, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা:** যুক্তত্বমেবাহ— ন ময়ীতি। ময্যাবেশিতধিয়াং মনসাপি তথা মাং সেবমানানাং তন্মাত্রাণাং কামো রাজ্যস্বারাজ্যাদিবিষয়ঃ কামায় কামত্বায় ন কল্পতে, কিন্তু নিষ্কাম-মদ্ভক্ত্যৈব কল্পতে পর্য্যবস্যতি; 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্ (শ্রীভা° ৫।১৯।২৬) ইত্যাদৌ শ্রীকর্দ্দমাদৌ চ শ্রীবিষ্ণুপাসনাবৎ, কিং পুনর্মৎপ্রেমসেবৈক পুরুষার্থানাং ভবতীনামিত্যর্থঃ। কামত্বাকল্পনে দৃষ্টান্তঃ— ভর্জ্জিতা ইতি। প্রায়ো বিতর্কে। ধানা ভ্রষ্টযবাঃ 'ধানা ভ্রষ্টযবে প্রোক্তাধন্যাকেঽভিনবাঙ্কুরে' ইতি বিশ্বঃ। তাঃ স্বরূপত এব ভর্জ্জিতাঃ। পুনঃ কথিতা রন্ধিতাশ্চেত্যতিশয়বিবক্ষয়া; বীজায় বীজত্বায় নেশতে ন কল্পন্তে, অথবা ময্যাবেশিতধিয়াং মদেকপুরুষার্থমাত্রাণামিত্যর্থঃ। তেষাং যঃ কামো মৎপ্রেমসেবৈকবিষয়ঃ, স কামায় কামনান্তরায় ন কল্পতে, কিন্তু স্বয়মেবাস্বাদ্যো ভবতীত্যর্থঃ, কিং পুনর্ভবতীনামিতি ভাবঃ। তত্র যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ—ধানাঃ স্বত এব ভ্রষ্টাঃ, পুনঃ স্বাদবিশেষায় ঘৃতাদিনা ভর্জ্জিতাঃ, গুড়াদিনা কথিতা নিষ্পকাশ্চ বীজায় নেশতে, ফলান্তরোৎপাদনায় ন সম্পাদনীয়া ভবন্তি, কিন্তু স্বয়মেবাস্বাদ্যা ভবন্তি, যথা—ভবতীনামপি কামনান্তররহিত-ভাববিশেষসংস্কৃতমৎপ্রেমসেবাকামোঽপীত্যর্থঃ। এতাদৃশী মম কাপি মাধুরীতি ভাবঃ, তথা চ তাভিরেবানুভূয় বক্ষ্যতে—'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাষনম্' (শ্রীভা° ১০ ৩১।১৪) ইতি। এবমাসাং ভাবস্য পরমপুরুষার্থশিরোমণিত্বং শ্রীভাগবতামৃতে বিবৃতমস্তি, শ্রীভাগবতসন্দর্ভে চ। কিঞ্চ, 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ' (শ্রীভা° ১০।৪৭।৫৮) ইতি ন্যায়েন পরমশান্তানাং তেষাং বাঞ্ছা-বিষয়স্যাস্য কথং শান্ত্যন্তরাপেক্ষা স্যাৎ? তস্মাৎ সত্যো ভবিতুমর্হত্যেব ইতি নির্গমিতম্; এষা স্বগুণবিখ্যাপনময়ী মোহনী নাগরচর্য্যাপি ভগবৎসম্বন্ধিত্বেন পারমার্থিক্যেব গম্যা। ক্বচিদ্ভর্জ্জিতেত্যাদয়ঃ একবচনান্তা নেষ্যতে ইতি চ, স চিৎসুখসম্মতঃ স্পষ্টার্থশ্চ॥ জী° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ:** এ বিষয়ে যুক্তিযুক্ততা বলা হচ্ছে—ন ময়ি ইতি। **ময়ি আবেশিত ধিয়াং**—আমাতে আবেশিত চিত্ত জনদের মনে মনেও তথা আমাকে যাঁরা সেবা করতে থাকে, সেই জনদের—এইটুকু মাত্রই যাঁরা করে থাকে, সেই জনদের **কামঃ**—রাজ্য ইন্দ্রত্বাদি বিষয় **ন কামায়**—ভোগের জন্য কল্পিত হয় না, কিন্তু আমার নিষ্কাম ভক্তিপ্রবাহেই **কল্পতে**— পর্যবসান হয়।— "সেই সকল সকামভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তাদের প্রার্থিত বস্তু দেন ঠিকই, কিন্তু এমন-ভাবে দেন না, যাতে পুনরায় যাচ্না-র উদয় হয়—পাদপল্লব-যাচ্না না থাকলেও নিজে বলাৎকারে তা দিয়ে বিষয় ভুলিয়ে দেন।"—(শ্রীভা° ৫।১৯।২৬)। আরও শ্রীকর্দমাদিতে বিষ্ণু উপাসনাবৎ। কাজেই আমার

প্রেমসেবাই যাঁদের একমাত্র পুরুষার্থ সেই তোমাদের কথা আর বলবার কি আছে। বিষয় ভোগেই-যে পর্য্যাবসান হয় না, সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—ভর্জিতা ইতি। **প্রায়**—বিতর্কে। **ধানাঃ**—নষ্ট যব—[ধানা ভ্রষ্ট যবে ইত্যাদি-বিশ্ব]। এই ভ্রষ্টযবগুলি স্বরূপতই অগ্নিতাপে ভাজা এবং পুনরায় অগ্নিজ্বালে জলের সহিত পাকানো—এই যবগুলি অতিশয়রূপে যে নষ্ট. তাই বলবার জন্যই এরূপ বলা হল। **বীজায়**—বীজস্বরূপে **নেশতে**—পর্যাবসান হয় না। অথবা, **মর্য্যাবেশিত ধিয়াং**—মদেক পুরুষার্থ মাত্র জনদের। তাদের যে **কামঃ**—একমাত্র আমার প্রেমসেবা-বিষয়. ইহা **কামায়**—অন্য কামনার জন্য **ন কল্পতে**—পর্যবসিত হয় না। কিন্তু নিজে নিজেই আস্বাদন করবার উপযুক্ত হয়। তোমাদের কথা আর বলবার কি আছে, এরূপ ভাব। এ সম্বন্ধে যোগ্য দৃষ্টান্ত, **ধানাঃ**—বীজের পক্ষে স্বভাবতঃই নষ্ট যব, পুনরায় স্বাদ বিশেষের জন্য ঘৃতাদিতে ভর্জিতা এবং গুড়াদির দ্বারা **কথিতা**—অধিকরূপে পক্ক। **বীজায় নেশতে**—অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় না অর্থাৎ অন্য ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না, কিন্তু নিজে নিজেই আস্বাদ্য হয়, তথা তোমাদেরও অন্য কামনা রহিত ভাববিশেষের দ্বারা সংশোধিত আমার প্রেমসেবা কামও নিজে নিজেই আস্বাদ্য হয়ে থাকে। এতাদৃশী আমার কোন অনির্বচনীয় মাধুরী এরূপ ভাব। গোপীরা এইরূপই অনুভব করত বলেছেন—"হে বীর! তোমার অধরামৃত সুরতবর্ধক, শোকনাশক, নাদামৃতবাসিত বেণুদ্বারা সুষ্ঠু চুম্বিত। ইহা ইতররাগ বিস্মারক। আমাদের এই অধরামৃত দান কর।" (শ্রীভা০ ১০।৩১।১৪)। এবং এই গোপীভাবের পরমপুরুষার্থ শিরোমণিত্ব শ্রীভাগবতামৃতে ও শ্রীভাগবত সন্দর্ভে বিবৃত করা আছে। আরও শ্রীশুকদেব বলেছেন—"গোপীগণের গোবিন্দে যে রূঢ়ভাব তা মুমুক্ষু মুনিগণ মাদৃশ ভক্তজন প্রার্থনা করে থাকেন, কিন্তু পান না"—(শ্রীভা০ ১০ ৪৭।৫৮)—এই ন্যায় অনুসারে পরম শান্ত সেই গোপীদের বাঞ্ছার বিষয় কৃষ্ণের অন্য শান্তির অপেক্ষা ছিল কি? নিশ্চয়ই ছিল না, সুতরাং পূর্বের ২৫ শ্লোকে "আমাকে পতিরূপে পাওয়ার যে সঙ্কল্প, তা সত্য হওয়ারই যোগ্য" এরূপ কথা মুখ থেকে বেরিয়ে এল। গোপীদের এই ভাব স্বগুণ বিখ্যাপনময়ী, মোহনী, নাগরচরি হয়েও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিস্বরূপেই পারমার্থিকী বলে জানতে হবে। একবচনান্ত 'নেষ্যতে' পাঠই চিৎসুখ সম্মত ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যচ্চ ক্বাচিৎকং মদর্চ্চনং সকৈতবত্বাদসত্যমযথার্থং তদপি ময়া স্বসাদ্গুণ্যাৎ সত্যমেব ভবিতুমর্হমেবং কর্ত্তুং শক্যতে কিং পুনঃ পরমশুদ্ধমহোত্তমপ্রেমময়ো ভবতীনাং মদারাধন মনোরথ ইত্যাহ,—নেতি। কামঃ সকামত্বলক্ষণং কৈতবং কামায় তৎফলায় অযথার্থায় কামভোগায় ন কল্পতে কিন্তু বিষয়মহিম্না কামশান্তায় এব তত্র দৃষ্টান্তঃ—ভর্জিতা ইতি। অত্র ধানাশব্দেন যবা এবোচ্যন্তে, তে চ যবাঃ খলু পঙ্কিলে ভূমাবুপ্তাঃ প্ররোহন্তি ত এব সূর্য্যকান্তরত্নভূমাবুপ্তাস্তাপেন ভর্জ্জিতা ভবন্তি ততো বৃষ্টিজলেন সিক্তাঃ ক্বথিতা রন্ধিতা বীজায় অঙ্কুরোদ্গমায় নেশতে ন সমর্থাঃ স্যুঃ। প্রায় ইতি যদ্ধেত্যর্থঃ। যথাহ—বিশ্বপ্রকাশঃ "প্রায়শ্চানশনে মৃত্যৌ"—"প্রায়ো বাহুল্যতুল্যয়োঃ"রিতি মেদিনী চ। নেষ্যত ইতি চ পাঠশ্চিৎসুখসম্মতস্তত্রৈকত্বমার্ষম্ ॥ বি০ ২৬ ॥

২৭। যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ।

২৭। অন্বয়ঃ [হে] অবলাঃ, [যূয়ং] সিদ্ধাঃ, ব্রজং যাত সতীঃ (সত্য ভবত্যঃ) যৎ উদ্দিশ্য ইদম্ আর্য্যার্চনং (কাত্যায়নী অর্চনরূপং) ব্রতং চেরুঃ ময়া [সহ] ইমাঃ ক্ষপাঃ (আগামিনীঃ রাত্রীঃ) রংস্যথ (বিহারং করিস্যথ)।

২৭। মূলানুবাদঃ। হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, তোমাদের সঙ্কল্প আমার দ্বারা অঙ্গীকৃত হয়েছে। এই শীঘ্রই রাত্রিচয়ে আমার সহিত বিহার করবে, যা উদ্দেশ্য করে কাত্যায়নী দেবীর অর্চনরূপ এই ব্রত হে সতীগণ তোমরা আচরণ করেছ।

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যদিও কাহারও আমার অর্চন সকৈতব হওয়া হেতু অসত্য অযথার্থ হয়, তাও আমি নিজ সাদ্গুণ্য হেতু সত্যই হওয়ার যোগ্য করতে সমর্থ। তোমাদের পরম শুদ্ধ মহোত্তম প্রেমময় মনোরথের কথা আর বলবার কি আছে? এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ন ইতি। **ন কামঃ কামায় কল্পতে**—'কামঃ' সকামত্ব লক্ষণ কৈতব 'কামায়' তৎফল অযথার্থ কাম ভোগের জন্য 'ন কল্পতে' সম্পাদিত হয় না, কিন্তু বিষয় মহিমা দ্বারা কাম-শান্তির জন্যই সম্পাদিত হয়। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ভর্জিতা ইতি। এখানে 'ধানাঃ' শব্দে যবকেই বলা হল—এই যব কাঁদা-মাটিতে বুনে দিলে গজিয়ে উঠে—এই যবই যদি আতস কাচ বা সূর্য রশ্মিকে কেন্দ্রিভূত করে সব কিছু পুরিয়ে দেয়, সেই জমিতে বোনা যায়, তা হলে তাপে ঐ বীজ ভর্জিত হয়ে যায়, অতঃপর বৃষ্টিজলে ভিজে **ক্বথিতা**—'রন্ধিত' অর্থাৎ পাক হয়ে যায়, **বীজায় নেশতে**—অঙ্কুর-উদ্গমের শক্তি হারিয়ে ফেলে। **প্রায়**—যথা [—"প্রায়ো বাহুল্য তুল্যয়োঃ" ইতি মেদিনী]। পাঠ 'নেষ্যত'ও আছে, ইহা চিৎসুখসম্মত-আর্ষ প্রয়োগ॥ বি০ ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অভীষ্টং সম্পাদয়তি—যাতেতি; যুষ্মদভীষ্টমঙ্গীকৃতমিতি ভাবঃ। তচ্চ ময়া এব সম্পাদ্যমিত্যভিপ্রায়েণাহ—হে অবলা ইতি পূর্ব্ববৎ। তর্হি কুত্র যাম? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ব্রজমিতি। এবঞ্চেত্তর্হি কথমবলাস্বস্মাসু কারুণ্যম্? ইত্যাশঙ্ক্য স্ফুটমেব তৎ সম্পাদয়তি—সিদ্ধা ইতি, যথাসঙ্কল্পং ময়াঙ্গীকৃতা এবেত্যর্থঃ। এবমঙ্গীকারময়ং বিবাহমেব সম্পাদ্য তদঙ্গভূতং ফলবিশেষমপিসম্পাদয়তি, ময়েতি। ইমাঃ সন্নিহিতা এব তাদৃশপ্রাপ্ত্যাবশ্যক প্রত্যাপনার্থং সাধন-সাধুবাদেনৈবোপাসংহরতি—যন্মৎপত্নীত্বং চেরুর্ভবত্য ইতি শেষঃ। সতীঃ হে সত্যঃ, অতএব তা অপ্যাগ্রহেণ পত্যন্তরং নাঙ্গীকৃতবত্য এবেতি, তথাপি রহো বৃঢ়াত্বেনান্যবৃঢ়াবদগূঢ়মেবাবমন্তেতি চ বুধ্যতে। এতদর্থা এব হি পরকীয়ায়মানা ইতি তদেবমুক্তম্—'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ' ইতি॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অভীষ্ট সম্পাদিত হয়েছে,—সম্প্রতি গমন কর, তোমাদের অভীষ্ট অঙ্গীকৃতহয়েছে, এরূপ ভাব। এবং তা আমিই সম্পাদিত করেছি, এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে, **হে অবলা**—এই পদে পূর্বের ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা মতোই ব্যাখ্যা হবে—তোমরা স্ত্রীলোক এসব বুঝবার

শ্রীশুক উবাচ।

২৮। ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্॥

২৮। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবতা ইতি আদিষ্টাঃ লব্ধকামাঃ (প্রাপ্তমনোরথাঃ) কুমারিকাঃ তৎ পদাম্ভোজং (শ্রীকৃষ্ণচরণকমলযুগলং) ধ্যায়ন্ত্যঃ কৃচ্ছ্রাৎ (অতি দুঃখেন) ব্রজং নির্বিবিশুঃ।

২৮। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীভগবানের দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হয়ে লব্ধ বাঞ্ছিত কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যুগল ধ্যান করতে করতে দুঃখের সহিতই ব্রজে প্রবেশ করলেন।

শক্তি নেই। বেশ তো কোথায় যাব বল না? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—ব্রজম্। ধর, তাই না হয় গেলাম, তাহলে অবলা আমাদের প্রতি কারুণ্য কি করে হবে, এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করে বললেন—স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে তাতো সম্পাদিতই হয়ে গিয়েছে—**সিদ্ধা ইতি**।—তোমাদের যেরূপ সঙ্কল্প, তা আমার দ্বারা অঙ্গীকৃতই হয়েছে, এরূপ অর্থ। এইরূপে যে প্রকার বিবাহ শুধুমাত্র অঙ্গীকারের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তা সম্পন্ন করে তার অঙ্গভূত ফলবিশেষও সম্পাদিত করছেন—ময়া ইতি। **ইমা ক্ষপাঃ**—এই রাত্রিসকল, 'ইমা' এই নিকটস্থ রাত্রিসকল (আমার সাহত বিহার করবে)। তাদৃশ প্রাপ্ত-আবশ্যক প্রতিদানের জন্য সাধন-সাধুবাদের সহিত উপসংহার করা হচ্ছে, **যৎ**—আমার পত্নীত্ব যা উদ্দেশ্য করে কাত্যায়নী ব্রত আচরণ করেছ। **সতী**—হে পতিব্রতাগণ—অতএব কৃষ্ণেতে একান্ত এই ব্রজকুমারীগণও আগ্রহের সহিত অন্যপতি অঙ্গীকার করেন নি—তথাপি গোপন-বিবাহ হেতু শ্রীরাধাদি বিবাহিতদের মত গূঢ় রূপেই অবগণিত। তাই এরা ভিন্ন শ্রেণীরই পরকীয়া গোপী হলেও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"যুবতী গোপ-কণ্যাগণও" ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রাথমিকস্য রমণস্য শুভঃ সময়ো রাত্রিরেবেত্যভিপ্রেত্যাহ,—যাতেতি। সিদ্ধা এব যূয়ং মাধুর্য্যপোষকেন নরলীলত্বেনৈব সাধকত্বাভিমান ইতি ভাবঃ। ইমাঃ সন্নিহিতাঃ। রংস্যথ রংস্যধ্বে। যৎ রমণং। আর্য্যা দুর্গা। সতীঃ সত্যো ভবত্যঃ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** প্রাথমিক রমণের শুভ সময় রাত্রিই, এই অভিপ্রায়েই বলা হচ্ছে—যাত ইতি। **সিদ্ধা**—হে অবলাগণ তোমরা সিদ্ধাই—মাধুর্যপোষক নরলীলতা হেতুই তোমাদের এই সাধক অভিমান, এরূপ ভাব। **ইমা ক্ষপা**—এই নিকটস্থ রাত্রিসকল। **রংস্যথ**—বিহার করবে। **যৎ**—যে রমণের (উদ্দেশ্যে)। **আর্যা** দুর্গা। **সতীঃ**—হে পূজনীয়া সতীগণ ॥ বি০ ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ইতি ব্রজং যাতেত্যাদিষ্টাঃ, লব্ধঃ কামো নিজবাঞ্ছিতং যাভিস্তাঃ, অতএব দেবীং তদ্ব্রতোদ্‌যাপনাদিকমপি পরমানন্দাদ্বিস্মৃতবত্য ইতি ভাবঃ। লব্ধকামত্বেঽপি কৃচ্ছ্রাৎ দুঃখেনৈব ব্রজং প্রাবিশন্; কুতঃ? তস্য পদাম্ভোজং ধ্যায়ন্ত্য এব, ন তু সাক্ষাৎ পশ্যন্ত্যঃ, তদ্বিচ্ছেদা-

২৯। অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ॥

২৯। **অন্বয়ঃ** অথ গোপৈঃ পরিবৃতঃ সহাগ্রজঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ গাঃ চারয়ন্ বৃন্দাবনাৎ দূরং গতঃ।

২৯। **মূলানুবাদঃ** কদাচিৎ গ্রীষ্মকালে গোপবালকগণে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ভগবান্ দেবকীসুত বলরামের সহিত ধেনু চরাতে চরাতে বৃন্দাবন থেকে দূরে এসে গেলেন।

দিত্যর্থঃ। পদাম্ভোজমিতি বিশেষনির্দ্দেশঃ, পতিভাবেন গৌরবাৎ; তদানীং লজ্জয়া নম্রীভূয় স্থিতানাং তন্মাত্র দর্শনেন তদনুস্মৃতেরেব প্রকৃতত্বাদ্বা, নিঃশব্দঃ পুনর্ব্রতার্থং ব্রজাদ্যমুনাগমনাভাবাভিপ্রায়েণ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ইতি**—ব্রজে ফিরে যাও—শ্রীভগবানের দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হয়ে **লব্ধকামাঃ**—'কামঃ' নিজবাঞ্ছিত যাঁদের দ্বারা লব্ধ হয়েছে সেই কুমারীগণ, অতএব কাত্যায়নী দেবীকে ও সেই ব্রত-উদ্‌যাপনও পরমানন্দ হেতু ভুলে গিয়ে কৃষ্ণচরণ ধ্যান করতে লাগলেন, এরূপ ভাব। লব্ধকাম হয়েও **কৃচ্ছ্রাৎ**—দুঃখের সহিতই ব্রজে প্রবেশ করলেন। দুঃখে কেন? কৃষ্ণের পদকমল ধ্যান মাত্রই করতে করতে, এই চর্মচক্ষুতে দেখতে দেখতে নয়, অতএব কৃষ্ণবিচ্ছেদের জন্যই দুঃখ। 'পদকমল' এইরূপ প্রকর্ষসূচক নির্দেশ পতি ভাবে গৌরব হেতু, বা তদানীং লজ্জা হেতু নম্রভাবে অবস্থিত গোপীদের কৃষ্ণের নিরন্তর স্মৃতিই প্রকৃত অবস্থা হওয়া হেতু। **নির্বিবিশুঃ** [নিঃ+বিবিশুঃ] 'বিবিশুঃ' প্রবেশ করলেন—এই শব্দের পূর্বে 'নিঃ' সম্যক্ শব্দ যোগের অভিপ্রায়—পুনরায় ব্রতের জন্য ব্রজ থেকে যমুনা গমন হয় নি গোপীদের॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কৃচ্ছ্রাদিতি। তেন তাসাং মনোনেত্রাদ্যাহরণাৎ॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে ব্রজে ফিরে এলেন গোপীগণ—অতি কষ্টের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোনেত্রাদি হরণ করেছেন॥ বি০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অধুনা শ্রীগোপকন্যাসু প্রসাদমুক্ত্বা ততস্তৎপ্রস্তাবসাদৃশ্যাদ্যজ্ঞপত্নীষু প্রসাদং বক্তুমারভতে। অথ লীলান্তরারম্ভে, স চ নিদাঘসময় ইতি বিজ্ঞেয়ং, 'নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, অতএব সহাগ্রজঃ শ্রীবলদেবেন সহিতো গোপকন্যাবস্ত্রহরণদিনে তত্র তেন সাহিত্যাভাবাদ্গোপৈঃ পরিতো বৃত ইতি প্রাগুক্তির্বক্ষ্যমাণলীলায়াং তেষামপেক্ষাবিশেষাৎ। দেবকীসুত ইতি পূর্ব্বস্মাদেব হেতোঃ। 'বৃন্দাবনাদ্গতো দূরম্' ইতি প্রথমং তাবাদ্গিরিব্রজময়ং কাম্যকবনং গতঃ, তত এবাস্য ধাতু রাগময়বেশো বর্ণয়িষ্যতে। পশ্চান্নিদাঘতৃষ্ণাগমিতধেনু-জলপায়নার্থং ব্রজং দক্ষিণে বিধায় যমুনামাগতঃ, তচ্চ ব্রজাদাগচ্ছন্মধ্যাহ্নভোজ্যবঞ্চনার্থং, তচ্চ শ্রীযজ্ঞপত্নীঘন্নপ্রার্থনারূপকৃপার্থমিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অধুনা শ্রীগোপকন্যাদের প্রতি প্রসাদ বলবার পর এই প্রস্তাবের সাদৃশ্য হেতু যজ্ঞপত্নীদের প্রতি প্রসাদ বলতে আরম্ভ করলেন, **অথ**—অন্য লীলা বলতে

৩০। নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ॥

৩০। **অন্বয়ঃ** নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে (গ্রীষ্মকালীন প্রখরে সূর্য্যকিরণে) স্বাভিঃ ছায়াভিঃ আত্মনঃ আতপত্রায়িতান্ (ছত্রায়িতান্) দ্রুমান বীক্ষ্য [শ্রীকৃষ্ণঃ] ব্রজৌকসঃ (ব্রজবালকান্) আহ (উবাচ)।

৩০। **মূলানুবাদঃ** গ্রীষ্মকালীন প্রখর সূর্যতাপে বৃক্ষ সকল নিজ ছায়ানিবহে কৃষ্ণের নিজের ও তাঁর গোপবালকগণের উপর ছত্র ধারণ করে রয়েছে, এরূপ অবস্থায় ব্রজবনের বৃক্ষ সকলকে দেখে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন।

আরম্ভ করতে গিয়ে মঙ্গলধ্বনি করলেন 'অথ' শব্দে। এই লীলার সময়টা হল গ্রীষ্মকাল, তাই পরের ৩০ শ্লোকে বলা হল—'নিদাঘ-অর্কাতপেতিগ্মে' গ্রীষ্মকালীন প্রখর সূর্য তাপে। অতএব **সহাগ্রজ**—শ্রীবলদেবের সহিত, এই কথাটা বিশেষ করে বলবার কারণ হল, গোপকন্যা-বস্ত্রহরণ দিনে বলদেব সঙ্গে ছিলেন না। **গোপৈঃ পরিবৃতঃ**—গোপবালকদের দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত, এই কথাটা প্রথমেই বলে নেওয়ার কারণ হল, এই লীলায় তাদের বিশেষ অপেক্ষা আছে। **দেবকীসুত**—দ্বারকা লীলার সুভাদ্রার পৌত্র পরীক্ষিতের নিকট এরূপ সম্বন্ধ সূচক নামই সুখকর, তাই এরূপ উক্তি। **বৃন্দাবনাৎ গত দূরম্**—প্রথমে গিরিব্রজময় কাম্যবন পর্যন্ত গেলেন, অতঃপরই কৃষ্ণের ধাতু-রাগময় বেশ (১০।২৩।২২) বর্ণন করা হবে। পরে নিদাঘ-তৃষ্ণা-কাতর ধেনুদের জলপান করাবার জন্য ব্রজকে দক্ষিণে রেখে যমুনায় এলেন, আর সেও ব্রজের ঘর থেকে আনা মধ্যাহ্ন ভোজ্য বঞ্চনের জন্য—আর সেও শ্রীযজ্ঞপত্নীদের অন্নপ্রার্থনারূপ কৃপা করবার জন্য, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গোপকন্যাপ্রসাদস্য প্রস্তুত্যারোহিতঃ স্মৃতৌ। যজ্ঞপত্নীপ্রসাদোঽতস্তং বিবক্ষুরভূন্মুনিঃ॥ অথেতি সময়ান্তরব্যঞ্জকং কদাচিৎ নিদাঘার্ত্তাবিত্যর্থঃ॥ বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গোপকন্যাগণের সহিত যে আগামী রাত্রে বিহার করবেন, তার প্রস্তুতি স্মৃতিতে আরোহিত, অতএব যজ্ঞপত্নী প্রসাদও রাজা পরীক্ষিৎকে বলতে ইচ্ছুক হলেন শ্রীশুকদেব। **অথ**—এটি সময়ান্তর প্রকাশক শব্দ অর্থাৎ কদাচিৎ গ্রীষ্মকালে॥ বি০ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্র বৃন্দাবনক্রমণপ্রকারমাহ—নিদাঘেতি সপ্তভিঃ। আত্মন ইত্যুপলক্ষণং স্বস্য স্বেষাঞ্চ ছত্রায়িতান্ ব্রজৌকসো ব্রজবনবর্ত্তিনো দ্রুমান্ বীক্ষ্যাহ—বক্তি স্ম॥জী০৩০॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এ সম্বন্ধে বৃন্দাবন ভ্রমণের ধারা বলা হচ্ছে—নিদাঘ ইতি ৭ টি শ্লোকে। **আত্মনঃ**—এই পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে—এতে বুঝা যাচ্ছে নিজের ও নিজ গোপবালকদের উপর **আতপত্রায়িতান্**—ছত্রধারণ করে রয়েছে। **ব্রজৌকসঃ**—ব্রজবনের ব্রক্ষসকল দেখে বললেন॥ জী০ ৩০॥

৩১। হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন।
বিশালবৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ॥
৩২। পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥

৩১-৩২। অন্বয়ঃ হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশো, [হে] সুবল, [হে] অর্জুন, [হে] বিশাল, [হে] ওজস্বিন্, [হে] দেবপ্রস্থ, [হে] বরূথপ [যূয়ং] পরার্থৈকান্তজীবিতান্ এতান্ (দ্রুমান্) মহাভাগান্ পশ্যত [এতে] বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তঃ ন (অস্মাকং) বারয়ন্তি॥

৩১-৩২। মূলানুবাদঃ হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশো, হে শ্রীদাম, হে সুবল, হে অর্জুন, হে বিশাল, হে বৃষভ, হে ওজস্বিন, হে দেবপ্রস্থ, হে বরূথপ! দেখ দেখ, মহাভাগ্যবান্ কেবল পরের জন্য জীবন ধারণকারী এই বৃক্ষ সকলকে দেখ। এরা নিজে বর্ষা, হিম প্রভৃতি সহ্য করে আমাদের বর্ষা-বায়ু প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে থাকে।

৩১-৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ প্রার্থয়িতব্যান্ যাজ্ঞিকানপ্যনাদরণীয়তয়াবজ্ঞায় সখিমুখ্যানভিমুখীকৃত্য তান্ দ্রুমানস্তুবদিত্যাহ—হে স্তোকেতি যুগ্মকেন। সম্বোধনে ক্রমোইয়ং যথাদৃষ্টিপ্রাপ্তমেব জ্ঞেয়ঃ। এতে দশ শ্রীকৃষ্ণস্য দশদিক্ষ্ববেক্ষণার্থং প্রেম্ণা বর্ত্তন্ত ইতি কেচিৎ সম্ভাবয়ন্তি, দশসংখ্যাকত্বাৎ; তত্র স্তোককৃষ্ণাদয়োইষ্টাবষ্টদিক্ষু, দেবপ্রস্থ-বরূথপৌ ছত্রধারণবর্ত্মশোধনাদিনোর্দ্ধাধোদেশয়োঃ। একাদশো ভদ্রসেনস্তু গোপসেনাধ্যক্ষঃ, রামশ্চ সর্ব্বাবেক্ষকস্তদানীং দূরে স্থিত ইতি লভ্যতে॥

মহান্ ভাগো ভাগ্যং যেষাং তান্; তল্লক্ষণমাহ—পরেতি। নোইস্মাকম্, কেচিদ্বাতাদীন্ স্বয়ং সহন্তে তপস্বিনঃ, ন ত্বন্যেষাং বারয়ন্তি; স্নিগ্ধাশয়াশ্চ দয়ালবো বা কেচিৎ পরেষাং বারয়ন্তি, স্বয়ন্তু ন সহন্তে, কিন্তু তৎপ্রতীকারং কুর্ব্বতে; এতে চ স্বয়ং সহমানাঃ পরেষাং বারয়ন্তীতি মহাভাগত্বম্॥ জী০ ৩১-৩২॥

৩১-৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর যাদের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, সেই যাজ্ঞিক বিপ্রগণকেও অনাদরনীয় হওয়া হেতু অবজ্ঞা করে মুখ্য সখাগণকে ডেকে নিজের অভিমুখী করে নিয়ে সেই বৃক্ষসকলকে স্তব করতে লাগলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে স্তোক ইতি। যে ক্রম-অনুসারে সখারা চোখে পড়েছে সেই ক্রম অনুসারেই তাদের সম্বোধন, এরূপ বুঝতে হবে। এই দশ জন শ্রীকৃষ্ণের দশদিকে তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রেমে বিরাজমান্ থাকেন, এরূপ কেউ কেউ মনে করেন, দশ সংখ্যা থাকা হেতু—এখানে স্তোক কৃষ্ণাদি প্রথম আট জন আট দিকে থাকেন, আর শেষের দেবপ্রস্থ-বরূথপ এ-দুজন ছত্র ধারণ ও পথ-শোধন এই কর্মে উপর-নীচ এই দুই দিকের দেখাশুনা করেন। একাদশ ভদ্রসেন গোপসেনাধ্যক্ষ, আর বলরাম সব কিছু তত্ত্বাবিধানকারী, দূরে বিরাজমান্—এরূপ বুঝতে হবে।

মহাভাগান্ **এতান্**—মহা ভাগ্য যাদের সেই বৃক্ষ সকলকে (দেখ)। এর লক্ষণ বলা হচ্ছে, পর ইতি—এদের জীবন কেবল পরের জন্য। কেউ তো পরের বর্ষাবায়ু নিবারণ করে, নিজে সহ্য করে—এরা

৩৩। অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥

৩৩। অন্বয়ঃ অহো এষাং (বৃক্ষাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বপ্রাণীনাং জীবিকাহেতুভূতং) জন্ম বরং (শ্রেষ্ঠং) সুজনস্য ইব যেষাং বৈ অর্থিনঃ বিমুখাঃ ন যান্তি।

৩৩। মূলানুবাদঃ অহো সব প্রাণীর জীবনোপায় হওয়া হেতু এই বৃক্ষদের সব থেকে শ্রেষ্ঠ জন্ম, অতিথি-সেবাপরায়ণ জনের ন্যায় এদের কাছ থেকে প্রার্থী কখনও বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না।

তপস্বী—সিদ্ধ-আশয় ও দয়ালব কেউ-বা পরের নিবারণ করে, নিজেও সহ্য করে না, কিন্তু তার প্রতিকার করে—এই বৃক্ষগণ তো নিজে সহ্য করে পরের নিবারণ করে – তাই মহাভাগ্যবান্॥ জী০ ৩১-৩২॥

৩১-৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বরমুদার বৃক্ষযোনাবপি জন্ম সদ্ভিঃ প্রার্থ্যং নতু কৃপণকর্ম্মিবিপ্র-জাতাবিতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং বৃক্ষান্ স্তৌতি—সখীন্ সম্বোধ্য পশ্যতেতি চতুর্ভিঃ। স্তোককৃষ্ণাদয়োঽষ্টাবষ্টদিক্ষু কৃষ্ণস্য রক্ষণকর্ম্মসু স্থিতাঃ। দেবপ্রস্থবরূথপৌ ছত্রধারকবর্ত্মশোধকাবিত্যূর্দ্ধাধোদেশকৃত্যয়োঃ স্থিতৌ। একাদশো ভদ্রসেনস্তু গোপসেনাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাবেক্ষকঃ। তদানীং দূরে স্থিত ইতি লক্ষ্যতে যে বাতবর্ষাদীন্ স্বয়ং সহমানাঽস্মাকং বারয়ন্তি॥ বি০ ৩১-৩২॥

৩১-৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বরং উদার বৃক্ষ যোনিতেও জন্ম সজ্জনের প্রার্থনীয়, কিন্তু কৃপণ কর্মিবিপ্র জাতীতে নয়—এইরূপ অভিপ্রায় জানাবার জন্য বৃক্ষসকলকে স্তব করতে লাগলেন—সখা-গণকে সম্বোধন করে 'পশ্য' ইতি চারটি শ্লোকে। স্তোককৃষ্ণাদি অষ্টজন অষ্টদিকে কৃষ্ণের রক্ষণ কর্মে স্থিত। দেবপ্রস্থ-বরূথপ দুজন ছত্রধারক-পথশোধক—এইরূপে উর্ধ্ব-অধো দেশের কার্যের জন্য স্থিত। একাদশ ভদ্রসেন গোপসেনাধ্যক্ষ সব কিছু তত্ত্বাবধানকারী তদানীং দূরে স্থিত। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বৃক্ষসকল বাত-বর্ষাদি নিজে সহ্য করছে, কিন্তু আমাদের এইসব দুঃখ থেকে রক্ষা করছে॥ বি০ ৩১-৩২॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ন চ কেবলং বাতাদিদুঃখাৎ রক্ষন্তি, সর্ব্বার্থঞ্চ সম্পাদয়ন্তী ত্যাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা, বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠম্; কুতঃ? সর্ব্বেষাং প্রাণি-নামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। জীবিনামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ, হেতুণিজন্তাৎ ণিনিঃ। তদেবাহ—যেষাং যেভ্যো বিমুখা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কেবল যে বাতাদি দুঃখ থেকেই রক্ষা করে তাই নয়, সব কিছু প্রয়োজনও সম্পন্ন করে থাকে, তাই বলা হচ্ছে, অহো ইতি দুটি শ্লোকে। **অহো**—বিস্ময়ে বা হর্ষে। এদের **বরং**—সব থেকে শ্রেষ্ঠ জন্ম। কেন? **সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্**—সব প্রাণীর জীবিকা হেতু। জীবিনাম্ পাঠেও একই অর্থ। তাই বলা হচ্ছে, **যেষাং**—যাদের কাছ থেকে, বিমুখ হয়ে কেউ যায় না। **বৈ**—প্রসিদ্ধিতে॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সুজনস্য আতিথেয়স্য অর্থিনো যাচকাঃ॥ বি০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সুজনস্য—অতিথি সেবাপরায়ণ জনের। **অর্থিনঃ**—যাচকা॥

৩৪। পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া মূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥
৩৫। এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

৩৪। অন্বয়ঃ পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া-মূলবল্কলদারুভিঃ গন্ধনির্যাস ভস্মাস্থিতোক্মৈঃ (সুগন্ধৈঃ নির্যাসৈঃ অঙ্গারৈঃ সারাংশৈঃ পল্লবাদি অঙ্কুরৈঃ) কামান্ (প্রার্থনানুরূপান্ কামান্) বিতন্বতে (দদতে)।

৩৫। অন্বয়ঃ ইহ (জগতি) দেহিনাং প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া (সদুপায়চিন্তনাদিনা) বাচা দেহিষু (জীবেষু) [যৎ] সদা শ্রেষ্ঠ আচরণং (হিতাচরণং) এতাবৎ [এব] জন্ম সাফল্যং।

৩৪। মূলানুবাদঃ এরা পত্র-পুষ্প-ফল-ছায়া-মূল-বল্কল-কাষ্ঠ-গন্ধ-নির্যাস-সারাংশ-পল্লবাদি প্রদানে সকলের অভিলাষ পূরণ করছে।

৩৫। মূলানুবাদঃ প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি ও উপদেশ বাক্য দ্বারা সদা জীবের প্রতি শ্রেয় আচরণ, এই পর্যন্তই জীবের জীবনের সফলতা।

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তদেবাহ—পত্রেতি। গন্ধো রসাদিভবঃ, অস্থি সারাংশঃ॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সেই কথাই বলা হচ্ছে—পত্র ইতি। **গন্ধ**—রসাদি থেকে জাত। **অস্থি**—সারাংশ॥ জী০ ৩৩॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নির্যাসো নিবিড়রসঃ। অস্থি সারাংশঃ। তোক্মাঃ পল্লবাদ্যঙ্কুরাঃ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নির্য্যাস—ঘনরস। **অস্থি**—সারাংশ। **তোক্মাঃ**—পল্লবাদি অঙ্কুর সকল॥ বি০ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ফলিতমাহ—এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুলদেহভৃতাং কর্ত্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে 'শ্রেয় এবাচরেৎ সদা' ইতি, যৎ 'এতাবজ্জন্মসাফল্যম্' ইতি তত্র 'প্রাণৈঃ' ইতি প্রাণানাদরেণ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা, বাচা উপদেশাদিরূপয়া, এষাং সমুচ্চয়-শক্ত্যভাবে পরপরোপাদানঞ্চ জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইবার সিদ্ধান্ত বলা হচ্ছে—এতাবৎ ইতি। **দেহিনাং**—বিচিত্র বহুল দেহধারী কর্তাস্বরূপ জীবদের (জীবনের সফলতা)। প্রাণ-বুদ্ধি-বিত্ত ইত্যাদি উপকরণের দ্বারা **দেহিষু**—জীবের প্রতি শ্রেয় আচরণ করা। পাঠান্তর 'শ্রেয় এব আচরেৎ সদা' যেহেতু এতাবৎ জন্ম সাফল্য, অতএব এ বিষয়ে 'প্রাণৈঃ' প্রাণের অনাদর করে নানাবিধ কর্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয় আচরণ। 'ধিয়া' সৎ উপায় চিন্তনাদি দ্বারা, 'বাচা' উপদেশাদিরূপ বাক্যের দ্বারা। একসঙ্গে সব গুলি দ্বারা করার শক্তি অভাবে পর পর এক একটি উপাদান, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৩৫॥

৩৬। ইতি প্রবালস্তবক-ফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ॥
৩৭। তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্॥

৩৬। অন্বয়ঃ ইতি (ইত্যনেন প্রকারেণ) প্রবাল স্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ নম্র শাখানাং (নতশাখানাং) তরূণাং মধ্যতঃ (মধ্যবর্ত্তিনা পথা) যমুনাং গতঃ (যমুনাতীরং প্রাপ্তঃ)।

৩৭। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ! তত্র সুমৃষ্টাঃ (অতিস্বচ্ছাঃ) শীতলাঃ শিবাঃ (আরোগ্যকরত্বেন পুণ্য-প্রদত্বেন চ মঙ্গলকরাঃ) অপঃ (জলানি) গাঃ পায়য়িত্বা ততঃ গোপাঃ স্বয়ং স্বাদু জলং কামং (যথেচ্ছং) পপুঃ।

৩৬। মূলানুবাদঃ এইরূপে বৃক্ষদের স্তুতি করে নবপল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, ফল, পুষ্প, পত্র সমূহের ভারে নত শাখা সকলের মাঝখান দিয়ে কৃষ্ণ যমুনায় গেলেন।

৩৭। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! সেই যমুনায় ধেনুগণকে অতি স্বচ্ছ, মঙ্গলকর, শীতল জল পান করিয়ে অতঃপর গোপবালকগণ নিজেরা যথেচ্ছ ঐ স্বাদুজল পান করলেন।

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ জন্মনঃ সাফল্যমেতাবদেব॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এ তাবৎ-ই জন্মের সফলতা॥ বি০ ৩৫॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ স্তবকাঃ পুষ্পাণাং গুচ্ছকাঃ, মধ্যেন মধ্যবর্ত্তিবর্ত্মনেত্যর্থঃ। এবং তিগ্মতাপাপ্রাপ্তিঃ॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্তবক—পুষ্পের গুচ্ছ। **মধ্যতঃ**—নম্রশাখার মাঝখান দিয়ে যে পথ, তা দিয়ে। এইরূপে প্রখর সূর্যতাপ অপ্রাপ্তি॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রবালাদিভির্নতশাখানাম্॥ বি০ ৩৬॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাবিংশো দশমেঽধ্যায় সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নবপল্লবাদি দ্বারা নত হয়ে পড়েছে যে শাখা সকল তার মাঝ-খান দিয়ে। বি০ ৩৬॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তত্র তস্যাং, সুমৃষ্টা অতিস্বচ্ছাঃ, শিবা আরোগ্য করত্বেন পুণ্যপ্রদত্বেন চ মঙ্গলকরাঃ, ততস্তদনন্তরমেব, যতো গোপাঃ তাদৃশধর্ম্মা এব। হে নৃপেতি—তব প্রজাপালন-বত্তেষামপি গোপালনং ধর্ম্ম ইতি ভাবঃ। স্বাদু—বহুপশুসঙ্ঘৈস্তৎক্ষোভেঽপি সুমৃষ্টত্বাদিগুণযুক্তমেবেত্যর্থঃ, ইতি জলমাহাত্ম্যমুক্তম্। অতঃ কামং যথেষ্টম্, অতএব পুনর্জলপদং সার্থকম্॥ জী০ ৩৭॥

৩৮। তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমুনাগমনং
নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

৩৮। অন্বয়ঃ হে] নৃপ! তস্যাঃ (যমুনায়াঃ) উপবনে কামং (ইচ্ছানুসারেণ) পশূন্ চারয়ন্তঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ [গোপবালকাঃ] কৃষ্ণরামৌ উপাগম্য ইদম্ অব্রুবন্॥

৩৮। মূলানুবাদঃ হে নৃপ! যমুনার তটবর্তী অশোকমণ্ডিত উপবনে যথেচ্ছভাবে পশু চরাতে চরাতে ক্ষুধার্ত হয়ে কৃষ্ণরামের নিকট গিয়ে গোপবালকগণ এইরূপ বললেন।

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তত্র—সেই যমুনাতে **সুমৃষ্টাঃ**—অতিস্বচ্ছ, **শিবাঃ**—আরোগ্য দানকারী গুণ, ও পুণ্যদানকারী গুণ থাকা হেতু মঙ্গলকর। **ততঃ**—এর পরই (গোপগণ স্বয়ং জল পান করলেন)—যেহেতু গোপেদের তাদৃশই রীতি। **হে নৃপ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি—রাজা আপনার প্রজাপালন যেমন ধর্ম তেমনি এদের গোপালন ধর্ম। **স্বাদু**—বহু পশুর দল জল খেতে গিয়ে যমুনাকে আলোড়িত করে তুললেও অতি স্বচ্ছতাদি গুণযুক্তই থাকে জল, তাই বলা হল স্বাদু—এইরূপে যমুনা জলের মাহাত্ম্য বলা হল। অতএব, **কামং**—যথেচ্ছ (পান করল), অতএব 'আপঃ' পদ প্রথমেই থাকা সত্ত্বেও পুনরায় জল পদের ব্যবহার সার্থক॥ জী০ ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ উপবনে প্রায়োঽশোকতরুমণ্ডিত ইতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে তথোক্তেঃ; অতঃ ফলাদ্যভাবোঽপি সূচিতঃ। কামং পশূনামিচ্ছানুসারেণেত্যর্থঃ। ক্ষুধার্ত্তা ইতি শ্রীকৃষ্ণরাময়োরপি ক্ষুদনুমানেন বিশেষার্ত্তির্জ্ঞেয়া, নিজতদুল্লেখস্তু প্রেমপরিপাটী, যাজ্ঞিকান্ প্রতি তু বক্ষ্যতে 'রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ' (শ্রীভা ১০।২৩।৭) ইতি। দিনান্তরবত্তদ্দিনে দধ্যোদনাদ্যনানয়নঞ্চ কেনচিন্নিষেণ যজ্ঞপত্নীনামনুগ্রহায় শ্রীভগবতৈব ঘটিতম্, যাসামুৎকর্ষার্থমেব যাজ্ঞিকানাং নিকর্ষো দর্শয়িষ্যতে, তেষাং তদ্দর্শনার্থমেব বৃক্ষাঃ শ্লাঘিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। উপ সমীপে আগত্য বক্ষ্যমাণার্থস্য গৌরবায় ইদং বক্ষ্যমাণম্। অত্রানবসরেঽধ্যায়াপাতো বক্ষ্যমাণলীলাবিশেষং স্মৃত্বা পূর্ব্ববৎ ক্ষণং শ্রীবাদরায়ণেঃ স্তব্ধতয়া তৎকথাবিচ্ছেদাৎ, এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। হে নৃপেতি—বক্ষ্যমাণাশ্চর্য্যলীলাশ্রবণেঽত্যন্তাবধানার্থম্॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ উপবনে—এই উপবন প্রায়শঃ অশোকতরু মণ্ডিত, এরূপ বুঝতে হবে, অগ্রে তথা উক্তি হেতু। অতএব এখানে ফলাদি অভাব সূচিত হল। **কামং**—পশুদের ইচ্ছানুসারে। **ক্ষুধার্ত**—শ্রীকৃষ্ণরামেরও ক্ষুধা অনুমান হেতু এই বিশেষ আর্তি, এরূপ বুঝতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণরামের নাম না করে শুধু গোপবালকদের নিজেদের ক্ষুধা লেগেছে বলে যে উক্তি, ইহাই প্রেম পরিপাটি—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে কিন্তু কৃষ্ণরামেরই নাম করলেন, যথা "রামকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত হয়ে

তোমাদের কাছে অন্ন যাচ্‌না করছে"—(শ্রীভা॰ ১০।২৩।৭) অন্য দিনের মত সেই দিন দধি অন্ন প্রভৃতি সঙ্গে না আনায়নও কোনও ছলে যজ্ঞপত্নীদের অনুগ্রহের জন্য শ্রীভবানের দ্বারাই ঘটিত ; যাদের উৎকর্ষ দেখানোর জন্যই যাজ্ঞিক বিপ্রদের অপকর্ষ দেখান হবে—সেই যজ্ঞপত্নীদের উৎকর্ষ দেখানোর প্রয়োজনেই বৃক্ষসকল প্রশংসিত হল, এরূপ বুঝতে হবে। বক্তব্য বিষয়ের গৌরবের জন্য 'উপ' রামকৃষ্ণের নিকট এসে ইহা বলা হল। এখানে কথার মাঝখানে অসময়ে নূতন অধ্যায় উপস্থিত করানোর কারণ হল, বক্তব্যলীলা-বিশেষ স্মরণ করে ক্ষণকাল শ্রীশুকদেবের স্তব্ধতায় সেই কথার বিচ্ছেদ। এইরূপ অন্যত্রও যুক্তিদ্বারা বুঝে নিতে হবে। **হে নৃপ**—বক্তব্য আশ্চর্য লীলা শ্রবণ বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য এই সম্বোধন ॥ জী॰ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-একবিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।